ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা
তৃতীয় বর্ষ • সংখ্যা : ৬
জানুয়ারি-মার্চ-২০১৯

ভাষা আন্দোলনে শ্রমিকের অবদান

ইসলামী শ্রমনীতির সুফল

শ্রমিক আন্দোলন : ফিরে দেখা-২০১৮

গার্মেন্টস সেক্টরের গুরুত্ব ও আমাদের করণীয়

নারী শ্রমিকের অধিকার ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস

হকার উচ্ছেদের আগে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'১৯ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

রাজশাহী বিভাগের জেলা সভাপতি সম্মেলনে'১৯ এ সভাপতির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

চট্টগ্রাম বিভাগের জেলা সভাপতি সম্মেলনে'১৯ সভাপতির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ঢাকা বিভাগের জেলা সভাপতি সম্মেলন'১৯ এ উপস্থিত নেতৃবৃন্দের সাথে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ঢাকার চকবাজারে অগ্নিকান্ডে মর্মান্তিকভাবে নিহতদের রূহের মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি

সূচিপত্র

ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিক বার্তা

তৃতীয় বর্ষ ● সংখ্যা ০৬
জানুয়ারি-মার্চ-২০১৯

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

সম্পাদক
আতিকুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
নুরুল আমিন
আজহারুল ইসলাম
আবুল হাশেম

সার্কুলেশন
আশরাফুল আলম ইকবাল

কম্পিউটার কম্পোজ
জাহাঙ্গীর আলম

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
আবু তাশরিন

প্রকাশকাল
এপ্রিল-২০১৯

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

নির্যাতিত মানবতার পুরস্কারঃ আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তি
মাওলানা আলাউদ্দিন ৩

শ্রমিক আন্দোলন : ফিরে দেখা-২০১৮
সামছুল আরেফীন ৮

ইসলামী শ্রমনীতির সুফল
ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া ১৪

গার্মেন্টস সেক্টরের গুরুত্ব ও আমাদের করণীয়
আতিকুর রহমান ১৮

বাংলাদেশের কৃষি
আলমগীর হাসান রাজু ২১

ভাষা আন্দোলনে শ্রমিকের অবদান
মোঃ আসাদ হোসেন ২৩

ইসলামে শ্রমিকদের অধিকার
ড. জি.এম শফিকুল ইসলাম ২৫

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয় ও প্রতিবেশীর হক
ড. সৈয়দ এ.কে.এম সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী ৩১

নারীশ্রমিকের অধিকার ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন ৩৪

হকার উচ্ছেদের আগে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে
মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান ৩৬

পোশাক শিল্পের প্রভাব
ফাহিম ফয়সাল ৩৮

রি-রোলিং শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা
আবুল হাসেম ৪০

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আহবান ৪২

মাহে রমজান উপলক্ষে শ্রমিক ভাই-বোনদের প্রতি আহবান ৪৪

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে কর্মী ও দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে বিশেষ চিঠি ৪৬

ফেডারেশন সংবাদ ৪৭

সম্পাদকীয়

গাহি তাহাদের গান-
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান
শ্রম-কিণাঙ্ক কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে-ফলে
বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল জরা-মৃত্যু-ভীষণ ধরা
যাদের শাসনে হলো সুন্দর কুসুমিতা মনোহারা ।
-কাজী নজরুল ইসলাম

বিশ্ব সভ্যতায় দৃশ্যমান কঙ্কর থেকে অট্টালিকা; লোহা থেকে মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি উড়োজাহাজসহ সকল আবিষ্কার শ্রমিকের ঘামের ফসল । মানুষের প্রয়োজনে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন সবকিছুর বন্দোবস্তই হয়েছে শ্রমের মাধ্যমে । সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষরা সম্মানের কাজ করছে, করছে গৌরবের কাজ । এজন্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিজেদের মতো করে তারা তথাকথিত নিচু শ্রেণীর মানুষকে করছে বঞ্চিত । অপমান ঘৃণার তীব্র অন্ধকারের মাঝে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে শ্রমিকদের জীবন । অথচ সেই শ্রমিকরা চিরকাল মাঠে, ঘাটে, অন্দরে, খোলা ময়দানে, মিল-ফ্যাক্টরি, কল-কারখানায় কত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে অবিরত । তাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই । ২০১০-এর নিমতলি থেকে ২০১৯-এর চকবাজার । পুরান ঢাকাতে যেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি । সরকারের উদাসীনতায় দিনদিন শ্রমিকদের নানা প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে । মর্মান্তিক এসকল ট্রাজেডি বন্ধের ব্যাপারে কোন বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়না । ঘটনার দু'একদিন থাকে শুধু মেয়র মন্ত্রীদের সান্ত্বনার বাণী । তারপরে আবার একই চিত্র প্রত্যক্ষ করি আমরা । কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমতি না নিয়ে সরকারি প্রভাব খাটিয়ে একদল নেতা-চেলাদের অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা তৈরিতে জড়িতদের ব্যাপারে কোন শাস্তি নিশ্চিত না করায় আগামীতে কী হতে পারে ভাবা যায়না । দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ শ্রমিকদের এ সমস্ত কাজ অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখছে । একারণে শিক্ষিত সমাজের একটা বিরাট অংশ কায়িক শ্রম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে । তারা বিলাসিতাপূর্ণ কাজের সন্ধানে ব্যস্ত । কিন্তু দেশে এখনো চাহিদার তুলনায় বিলাসবহুল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি । ফলে সমাজে বাড়ছে চরম বেকারত্ব ও আর্থিক অনটন । অন্যদিকে এই শ্রমবিমুখতার জন্য আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে দেশ ।

জন-সাধারণের অধিকার আদায়ের জন্য দেশ-বিদেশের সকল আন্দোলনে শ্রমিকদের তৎপরতা দৃশ্যমান । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হলেও রাজপথের এ লড়াইয়ে ছাত্র, শিক্ষকদের পাশাপাশি শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছিল আন্তরিক । ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস । ১৮৫৭ সালের এইদিনে কাজের সময় কমিয়ে দৈনিক ১২ ঘণ্টা করা, মানবিক ও উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, নারী শ্রমিকের প্রতি সহিংসতা রোধ এবং মজুরিসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ, নির্যাতন-হয়রানি বন্ধের দাবিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে সুতা কলের নারী শ্রমিকেরা রাজপথে নেমেছিল । ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সকল এলাকায় স্বাধীনতার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে । এই অভ্যুত্থানে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবী মানুষজন অংশ নেয় ।

স্বাধীনতার লাল সূর্যটা বাংলাদেশের আকাশে প্রতিদিন উদিত হয় । নতুন নতুন স্বপ্ন প্রভাত পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে অনেকেই । অধিকার ভোগের বেলায় শ্রমিকরাই পিছিয়ে আছে এখনো । বাংলাদেশ শ্রম আইন এর ১৩৯(৬) এর ধারা অনুযায়ী 'কোন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য স্থিরকৃত ন্যূনতম মজুরি হার সরকারের নির্দেশক্রমে প্রতি ৫ বছর অন্তর পূণনির্ধারণ করবে ।' কিন্তু ৭ বছর অতিক্রান্ত হলে মজুরি পূননির্ধারনের জন্য এখনও মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়নি । অথচ এই ৭ বছরে প্রতিটি দ্রব্যের দাম, গ্যাস, বিদ্যুৎ, বাড়িভাড়া যানবাহনের ভাড়া, চিকিৎসা ব্যয়, সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে । বাংলাদেশের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ শ্রমিকদের মর্যাদা রক্ষার্থে রাষ্ট্রের একটু সুনজর দেয়া প্রয়োজন । আমরা আশা করি আগামীর বাংলাদেশকে বৈষম্যহীন এক সুন্দর রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন ।

নির্যাতিত মানবতার পুরস্কার: আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তি

মাওলানা আলাউদ্দিন

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

ভাবানুবাদ : "আর আমরা অভিপ্রায় করেছিলাম পৃথিবীতে যারা নির্যাতিত, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করব। তাদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসাব, তাদেরকেই উত্তরাধিকারী বানাব।"-সূরা কাসাস : ০৫

সূরার নামকরণ

এই সূরার ২৫ নম্বর আয়াতে

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

আয়াতে মূসা আ: শোয়াইব আ:কে তার কাহিনী শোনাতে গিয়ে যে বর্ণনা দেন তা মহান আল্লাহ চিরন্তন করে এই সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। এই আয়াতের কাসাস শব্দ হতে এই সূরার নামকরণ করা হয়।

শানে নুজুল

এই সূরা মাক্কা নগরীতে রাসূল সা.-এর মাক্কি জীবনের মাঝামাঝি সময়ে নাজিল হয়। এই সূরাটি সূরা আন নামল ও সূরা আশ শুআরা নাজিলের পর পরই নাজিল হয়। এই তিনটি সূরার মাঝে হজরত মূসা আ.-এর কাহিনী বিবৃত হয়। মক্কার কুফরি পরিবেশে যে লোকেই এসব কাহিনী শুনত, সে-ই কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব কথা বুঝতে পারত। কেননা, তখন মুহাম্মদ সা. ও মক্কার কাফেরদের মধ্যে তেমনি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছিল, যেমন দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছিল ইতঃপূর্বে ফিরাউন ও মূসা আ.-এর মধ্যে।

বিষয়বস্তু

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তার চিরাচরিত নিয়ম তথা যাদেরকে সাহায্য করতে চান তাদেরকে খুবই অসহায় ও হীন অবস্থা হতে বা দুর্বল অবস্থা হতে সম্মানের সোনালি শিখরে আরোহণ করান। যদিও প্রাথমিক অবস্থায় তাদেরকে কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না। সমাজের মানুষ তাদেরকে নিচুলোক হিসেবে দেখে, তাদেরকে সমাজের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কাতারে শামিল করে। কিন্তু মহান আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক এমনভাবে স্থাপিত হয় যে, তাদেরকে মহান আল্লাহ নিজ দায়িত্বে সাহায্য করেন। তিনি বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

"আপনার পূর্বে আমি রাসূলগণকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি। মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।" -সূরা রূম ৩০:৪৭

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

"যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছেন। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" -সূরা আহযাব ৩৩:২৫

আল কুরআনে সবচেয়ে বেশি যে জাতির আলোচনা হয়েছে তা হলো বনি ইসরাইলদের আলোচনা। নবী মূসা আ.-এর আলোচনা ও বেশি আলোচিত হয়েছে। এই সূরার শুরু হতে মূসা আ.-এর জন্ম, তার হিজরত, বিবাহ,

নবুয়াত লাভ, দাওয়াতি মিশন এবং বনি ইসরাইলদেরকে নিয়ে মিসর থেকে হিজরত এবং ফিরআউনের শাস্তি ইত্যাদি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়।

ব্যাখ্যা:

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, যারা নির্যাতিত তাদের জন্য ৩টি পুরস্কার; তবে এ নিয়ামতকে স্মরণ করতে হবে এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

"যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন তাকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্য পূর্বে ডেকেছিল এবং আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে; যাতে করে অপরকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। বলুন, তুমি তোমার কুফর সহকারে কিছুকাল জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত।"
-সূরা যুমার ৩৯:৮

প্রথমত: তিনি তাদের ওপর অনুগ্রহ করবেন

দ্বিতীয়ত: তাদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসাবেন

তৃতীয়ত: তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাবেন।

এই তিনটি বিষয় সামনে রেখে ব্যাখ্যা পেশ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথমত: তিনি তাদের ওপর অনুগ্রহ করবেন :

১. মহান আল্লাহর প্রথম অনুগ্রহ হলো তাঁর হিদায়াত তথা ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করা। যাদেরকে মহান আল্লাহ ঈমানের মত মহা মূল্যবান সম্পদ দান করেছেন তারা সত্যিই মহা অনুগ্রহপ্রাপ্ত।

মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

"আল্লাহ ঈমানদারদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা (জ্ঞান বিজ্ঞান) শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।" সূরা ইমরান ৩:১৬৪

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।"
-সূরা বাকারা ২:১৫৬

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

"তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত। -সূরা বাকারা ২:১৫৭

২. দ্বিতীয় অনুগ্রহ হিসেবে আমরা বলব যারা ঈমান আনয়ন করেছে তাদের জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। সূরা আহযাব ৩৩:৯

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

আপনার পূর্বে আমি রাসূলগণকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি। মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। সূরা রূম ৩০:৪৭

৩. মহান আল্লাহর তৃতীয় অনুগ্রহ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব নাজিল যা জাতির গাইডবুক।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হিদায়াত ও রহমত মুসলমানদের জন্য। বল, ইহা আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানিতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে যা তোমরা সঞ্চয় করছ। সূরা ইউনুস ১০:৫৭-৫৮

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

আমি যখন মূসাকে আওয়াজ দিয়েছিলাম, তখন আপনি তুর পর্বতের পার্শ্বে ছিলেন না। কিন্তু এটা আপনার পালনকর্তার রহমত স্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোনো ভীতি প্রদর্শনকারী আগমন করেনি, যাতে তারা স্মরণ রাখে। সূরা কাসাস ২৮:৪৬

দ্বিতীয়ত: তাদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসাবেন:

যারা নির্যাতিত তাদেরকে মহান আল্লাহ পুরস্কার দেন, আর যারা পরীক্ষিত তাদের জন্য রয়েছে নানা ধরনের উপহার। সে উপহার তারা দুনিয়ায় বা আখেরাতে পেতে পারে। আল্লাহর পুরস্কার যেমন মহান তেমনি তার পরীক্ষাও কঠিন। এই পুরস্কারের মধ্যে অন্যতম হলো নেতৃত্ব। সূরা নুরের ৫৫ নং আয়াতে তিনি বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে। সূরা আম্বিয়া ২১:১০৫

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে অল্প, দেশে পরাজিত অবস্থায় পড়েছিলে; ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলে

যে, তোমাদের না অন্যেরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন, স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তোমাদিগকে শক্তি দান করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছেন যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। সূরা আনফাল ৮:২৬

সূরা নিসার ৭৫ ও ৭৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্ত দুর্বল।

আল্লাহ বলেন,

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না। সূরা ইমরান ৩:১৪০

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ

তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের ওপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী। সূরা বাকারা ২১৪

তৃতীয়ত: তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাবেন: বনি ইসরাইলদের ওপর জুলুম ও তাদেরকে অবধমিত করে রাখার প্রতি-উত্তরে সূরা আরাফে আল্লাহ বলেন,

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ

আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকেও আমি উত্তরাধিকার দান করেছি এ ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের যাতে আমি বরকত সন্নিহিত রেখেছি এবং বনি-ইসরাইলদের জন্য তাদের ধৈর্যধারণের দরুন তোমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি কল্যাণ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আর ধ্বংস করে দিয়েছেন সে সবকিছু যা তৈরি করেছিল ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নির্মাণ করেছিল।

সূরা আরাফ ৭:১৩৭

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ

তাদের পর তোমাদেরকে দিয়ে আমরা পৃথিবীকে আবাদ করেছি। এটা ঐ ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আজাবের ওয়াদাকে ভয় করে।

সূরা ইবরাহীম ১৪।

তিনি বলেন,

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

মূসা বললেন তার কওমকে, সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট এবং ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকিদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে। সূরা আরাফ ৭:১২৮

তিনি বলেন,

قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

তারা বলল, আমাদের কষ্ট ছিল তোমার আসার পূর্বে এবং তোমার আসার পরে। তিনি বললেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার শিগগিরই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর।

সূরা আরাফ ৭:১২৯

নির্যাতিত কারা? তাদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী?

একদল নির্যাতিত রয়েছে যারা তাদের শক্তি থাকা সত্ত্বেও হিজরত করেনি বা প্রতিরোধ করেনি তারা নিজেদের ওপর নিজেরা জুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا

যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।

সূরা নিসা ৯৭।

إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً

কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না। সূরা নিসা ৯৮।

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ

আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাঁই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

সূরা আরাফ ১০।

বনি ইসরাইলকে সম্মানিত করার ইতিহাস:

এই পৃথিবীতে যারাই নির্যাতিত হয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে পরবর্তীতে সম্মানের আসনে আসীন করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো

ইসলামের ধারক বাহকগণ। বনি ইসরাইলের ইতিহাস তেমনি করুণ যা আল কুরআনের পরতে পরতে বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ সূরা বাকারার ৪৯ নম্বর আয়াতে বলেন,

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

আর (স্মরণ কর) সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে মুক্তিদান করেছি ফেরআউনের লোকদের কবল থেকে যারা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করত; তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে জবাই করত এবং তোমাদের স্ত্রীদিগকে অব্যাহতি দিত। বস্তুত তাতে পরীক্ষা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে, মহা পরীক্ষা। মহান আল্লাহ সূরা আরাফের ১২৭ নম্বর আয়াতে বলেন,

وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ

ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, তুমি কি এমনি ছেড়ে দেবে মূসা ও তার সম্প্রদায়কে, দেশময় হইচই করার জন্য এবং তোমাকে ও তোমার দেব- দেবীকে বাতিল করে দেয়ার জন্য। সে বলল, আমি এখনই হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদিগকে; আর জীবিত রাখব মেয়েদেরকে। বস্তুত আমরা তাদের ওপর প্রবল।

বনি ইসরাইলকে মহান আল্লাহ সারা দুনিয়ার সবার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু তারা সে শ্রেষ্ঠত্ব পরবর্তীতে ধরে রাখতে পারেনি। মহান আল্লাহ তাদেরকে সে নিয়ামতকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য সূরা বাকারার ৪৭ নম্বর আয়াতে বলেন,

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

হে বনি-ইসরাইলগণ! তোমরা স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা, যা আমি তোমাদের ওপর করেছি এবং (স্মরণ কর) সে বিষয়টি যে, আমি তোমাদেরকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি সমগ্র বিশ্বের ওপর।

সূরা বাকারার ৪০ নম্বর আয়াতে এমনি এক আবেদন ও আহবান করে আল্লাহ বলেন,

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

হে বনি-ইসরাইলগণ, তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি এবং তোমরা পূরণ কর আমার সাথে কৃতপ্রতিজ্ঞা, তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আর ভয় কর আমাকেই।

বনি ইসরাইলের ওপর আল্লাহর নিয়ামতসমূহ :

১. তাদেরকে হিদায়াতগ্রন্থ দান করেন যা তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছে: তিনি বলেন,

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

আর (স্মরণ কর) যখন আমি মূসাকে কিতাব এবং সত্য-মিথ্যা র পার্থক্য বিধানকারী নির্দেশ দান করেছি, যাতে তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হতে পার। সূরা বাকারা ৫৩।

২. তাদের ওপর মেঘমালার ছায়া দান করা ও মান্না সালওয়া পাঠিয়েছেন,

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

আর আমি তোমাদের ওপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি 'মান্না' ও 'সালওয়া'। সেসব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বস্তুত তারা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে। সূরা বাকারা ৫৭।

৩. তাদের জন্য মরুভূমিতে ঝরনাধারা প্রবাহিত করে দিয়েছেন,

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয়যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের ওপরে। অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এলো বারটি প্রস্রবণ। তাদের সব গোত্রই চিনে নিলো নিজ নিজ ঘাট। আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও, পান কর আর দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে বেড়িও না।

সূরা বাকারা ৬০

৪. তাদের জন্য জমিন থেকে পেঁয়াজ রসুন, ডাল ইত্যাদি উৎপাদনের সুযোগ করে দেন।

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ

আর তোমরা যখন বললে, হে মূসা, আমরা একই ধরনের খাদ্যদ্রব্যে যে কখনও ধৈর্যধারণ করব না। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্য এমন বস্তুসামগ্রী দান করেন যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তরকারি, কাকড়ি, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি। মূসা (আ.) বললেন, তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকৃষ্ট সে বস্তুত পরিবর্তে যা উত্তম? তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে যা তোমরা কামনা করছ। আর তাদের ওপর আরোপ করা হলো লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। এমন হলো এ জন্য যে, তারা আল্লাহর বিধিবিধান মানতো না এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান সীমালঙ্ঘনকারী। সূরা বাকারা ৬১।

৫. হত্যা মামলার নিষ্পত্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মৃতকে জীবিত করার ঘটনা :

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

অতঃপর আমি বললাম, গরুর একটি খণ্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন-যাতে তোমরা চিন্তা কর। সূরা বাকারা ২:৭৩

এভাবে মহান আল্লাহ তাদেরকে নানা ধরনের নিয়ামত দিয়ে ভূষিত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা আল্লাহর এই সকল নিয়ামতের অস্বীকার করার কারণে তাদের ওপর আসমানি গজব নাজিল হয়। তারা এমন এক জাতি যাদের নিকট অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেন, তারা তাদের ওপর প্রেরিত নাবী রাসূলদেরকে হত্যা করেছে যার কারণে তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও গজব নাজিল হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করে এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে, আর সেসব লোককে হত্যা করে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে

বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। সূরা ইমরান ২১

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ওরা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ওরা উপার্জন করেছে আল্লাহর গজব। ওদের ওপর চাপানো হয়েছে গলগ্রহতা। তা এ জন্য যে, ওরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তার কারণ, ওরা নাফরমানি করেছে এবং সীমা লঙ্ঘন করেছে। সূরা ইমরান-১১২

পৃথিবীর ইতিহাস নির্যাতিত মানবতার ইতিহাস:

পৃথিবীতে যারাই শাসন করেছে তারা প্রথমে ছিল নির্যাতিতদের কাতারে পরবর্তীতে তাদেরকে মহান আল্লাহ সম্মানের আসনে আসীন করেছেন। আমরা যার নিদর্শন ইতিহাসের পাতায় পাতায় দেখতে পাই। মহান আল্লাহ তাইতো বলেন,

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না। সূরা ইমরান -১৪০

যেমনটি আমরা দেখি বনি ইসরাইলদের ক্ষেত্রে, তারপর মুসলমানদের ক্ষেত্রে এবং অপরাপর অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রে। যেমন আমেরিকার সাদা চামড়ার লোকজন আফ্রিকার কালো মানুষদেরকে বর্ণবাদী দোহাই দিয়ে শাসন করেছে শত শত বছর কিন্তু পরবর্তীতে এই নিগ্রোরাই আমেরিকার শাসক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তাদের নেতাকে তারাই জেলে পুরে আবার তাকেই তাদের দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়ে দিয়েছে। এভাবে প্রত্যেক জাতির বা দেশের স্বাধীনতার পেছনে এই ধরনের ইতিহাস আমরা দেখতে পাই। এমন অনেক শাসক ছিল যারা প্রথমে নির্যাতিত জাতির নেতা ছিল পরবর্তীতে সেই জাতির লোকেরাই তাদেরকে নেতা বানিয়ে দিয়েছে। আমাদের সমাজে যারা অবহেলিত, নির্যাতিত শ্রমিক হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ও যাদেরকে কথা বলতে দেয়া হয় না তাদের অধিকারের ব্যাপারে ইসলাম সবচেয়ে বেশি কথা বলেছে তাদের অধিকারের ব্যাপারে সমগ্র মানবতার সামনে চিরন্তন বিধান এনে হাজির করেছে। আল্লাহ এমন নির্যাতিতদেরকে সারা দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে আসীন করেছেন। মক্কার নির্যাতিত মুসলিম মিল্লাতকে মাত্র ১৩ বছরের মধ্যে সারা জাহানের নেতৃত্বদান করেন। মহান আল্লাহ আবার তামাম দুনিয়ায় মিল্লাতকে নেতৃত্বের আসনে আসীন করাবেন। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন তাকওয়ার এবং আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার মাধ্যমেই সোনালি দিন আসবে। আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই বিজয়ী হবে। সূরা আলে ইমরান-১৩৯।

দারসের শিক্ষা:

১. যারা জালিমের জুলুমের শিকার তাদেরকে বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

২. মহান আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য উপযুক্ততা অর্জন করা প্রয়োজন।

৩. নেতৃত্ব দেয়ার পূর্বে যোগ্যতা অর্জন করা প্রয়োজন

৪. যারা নির্যাতিত হয়ে নেতৃত্ব লাভ করে তারা জাতির সুখে দুঃখে সাহায্যকারী হবে

৫. যদি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ভুলে যায় তবে তারা আবার লাঞ্ছনা ও গজবের মধ্যে নিপতিত হয়।

লেখক : গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ

লেখা আহ্বান

ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার জন্য শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং বিভিন্ন ট্রেড/পেশাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, ৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মোবাইল : ০১৯৯২৯৫১৩৬৪, ০১৮২২০৯৩০৫২
E-mail : sramikbarta2017@gmail.com

শ্রমিক আন্দোলন : ফিরে দেখা-২০১৮

সামছুল আরেফীন

২০১৮ সালটাই যেন ছিল আন্দোলনের বছর। দাবি আদায়ের এই আন্দোলনে সারাদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। হয়েছে কোটা সংস্কার আন্দোলন, নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলন, চাকরির প্রবেশের বয়স বাড়ানোর আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, বেসরকারি শিক্ষক জাতীয়করণ আন্দোলন। তবে শ্রমিক আন্দোলন ছিল বেশ আলোচনায়। বিশেষ করে পরিবহন শ্রমিক আন্দোলন, পোশাক শ্রমিক আন্দোলন, পাটকল শ্রমিক আন্দোলন ছিল বছরজুড়েই আলোচনায়।

বাংলাদেশের আন্দোলন সংগ্রামে শ্রমিকদের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। শ্রমিক আন্দোলন কখনো উজ্জ্বল আবার কখনো নেতিবাচক চরিত্র নিয়ে এগিয়েছে। পোশাক খাতে শ্রমিক আন্দোলনের যেমন বড় ভূমিকা আছে, তেমনি ব্যাংক ও সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানে সিবিএকে ক্ষমতা, বিত্তের উৎস মনে করা হয়। শ্রমিক নেতারা এখন মন্ত্রী হন, মন্ত্রী হয়ে শ্রমিকদের পক্ষে কতটা কাজ করেন, আর আখেরও গোছান সেটাই বিবেচ্য বিষয়। পাটকলগুলোর শ্রমিক সংগঠন এক সময় খুব প্রভাবশালী ছিল। তাদের নেতারা জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতেন। এখন সেই জায়গা নিয়েছে পরিবহন শ্রমিকদের সংগঠন। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন, যিনি একই সাথে পরিবহন শ্রমিকদের শীর্ষ নেতা। তার প্রভাবের কারণে সড়ক পরিবহন নিয়ে জনবান্ধব আইন করা যায় না বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এক সময় আদমজী পাটকলে প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রমিক সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ এবং হত্যাকাণ্ড নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু সেই আদমজী পাটকল বন্ধ হওয়ার সময় নেতাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশের সরকারি ব্যাংকগুলোতে সিবিএ আছে। অভিযোগ আছে, ওইসব ব্যাংকের সিবিএ নেতাদের কাছে ব্যাংকের সর্বোচ্চ প্রশাসন অসহায়। তাদের চাপ আর ধমকের মুখে থাকতে হয় কর্মকর্তাদের। এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংকেরও একই অবস্থা। তারা গভর্নরকে পরোয়া করেন না বলে অভিযোগ আছে। এমনকি কিছু অপ্রীতিকর ঘটনায় ওই সিবিএ নেতাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। আর হবেই বা না কেন? সম্প্রতি সোনালী ব্যাংকের এক ঘটনায় সিবিএ নেতাদের পক্ষে অবস্থান নেন একজন মন্ত্রী কাম শ্রমিক নেতা। তিনি কোনো অনুমতি ছাড়াই ব্যাংকের ভেতরে সভা করে কর্তৃপক্ষকে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলার পরামর্শ দেন।

ওয়াসা, ডেসা, বিদ্যুৎ বিভাগ, তিতাস গ্যাস, বিমান, প্রতিটি সেক্টরেই আছে সিবিএ বা কর্মচারী কল্যাণ সমিতি। অভিযোগ আছে, এক শ্রেণীর সিবিএ নেতা প্রকৃতই শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণে যত না ব্যস্ত, তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত নিজেদের আখের গোছাতে। আর সবখানেই সরকার সমর্থক সিবিএর দাপট থাকে। প্রতিপক্ষরা থাকে কোণঠাসা। সরকার বদল হলে পরিস্থিতিও বদলে যায়।

২০০৬ সালের জুন মাসে পোশাক শ্রমিকরা বড় ধরনের আন্দোলনের মাধ্যমে প্রথম তাদের

অধিকার নিয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। মাসিক মাত্র ১,৬৬২ টাকা ৫০ পয়সা মজুরি নির্ধারণের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কোনো শ্রমিক সংগঠন ওই মজুরি মানেনি। তখন তারা তিন হাজার টাকার ন্যূনতম মজুরির দাবিতে আন্দোলন করেন। সরকার রানা প্লাজা ধসের পর পাঁচ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে।

আন্দোলনের মুখে পোশাক শ্রমিকদের মজুরি কাঠামোয় সংশোধন : মজুরি কাঠামোতে বৈষম্যের অভিযোগ তুলে পোশাক শ্রমিকদের গেলো বছরের আন্দোলনের মুখে ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে নতুন মজুরি কাঠামোর সংশোধনী আনে সরকার। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি সংশোধিত এ মজুরি কাঠামোর ঘোষণা দেন। এর মাধ্যমে পোশাক শ্রমিকদের মোট সাতটি মজুরি গ্রেডের মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ নম্বর গ্রেডে নতুন করে সমন্বয় করা হয়েছে। মজুরি বিশ্লেষণে দেখা যায়, ষষ্ঠ গ্রেডের ন্যূনতম মজুরি ৮,৪০৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮,৪২০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০১৩ সালে ছিল ৫,৬৭৮ টাকা। অপরদিকে পঞ্চম গ্রেডের ন্যূনতম মজুরি ৮,৮৫৫ টাকা থেকে ৮,৮৭৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৩ সালে যা ছিল ৬,০৪২ টাকা।

৪র্থ গ্রেডের ন্যূনতম মজুরি ৯,২৪৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৯,৩৪৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা ২০১৩ সালে ছিল ৬,৪২০ টাকা। অপরদিকে তৃতীয় গ্রেডের ন্যূনতম মজুরি ৯,৫৯০ টাকা থেকে ৯,৮৪৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৩ সালে যা ছিল ৬,৮০৫ টাকা।

দ্বিতীয় গ্রেডের ন্যূনতম মজুরি ১৪,৬৩০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৫,৪১৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০১৩ সালে ছিল ১০,৯০০ টাকা। অপর দিকে প্রথম গ্রেডের ন্যূনতম মজুরি ১৭,৫১০ টাকা থেকে ১৮,২৫৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৩ সালে যা ছিল ১৩,০০০ টাকা।

এর আগে গত বছরের ২৬ নভেম্বর পোশাক শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ৮,০০০ টাকা নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার।

আন্দোলনের পর ২৭ কারখানায় ৭৫৮০ শ্রমিক ছাঁটাই :

বেতন বাড়ানোর দাবিতে সাম্প্রতিক শ্রমিক আন্দোলন শেষ হওয়ার পর থেকে ২৭ কারখানা থেকে সাড়ে সাত হাজারেরও বেশি শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নেয়ার কারণেই এরকম ছাঁটাই হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পোশাক শ্রমিক ফেডারেশনের নেতারা। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ গার্মেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের প্রধান বাবুল আখতার বলেন, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ২৭ কারখানা থেকে অন্তত ৭ হাজার ৫৮০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। শ্রমিক সংগঠনের নেতারা জানিয়েছেন, আন্দোলনের অংশ নেয়ায় এইচ অ্যান্ড এম ও নেক্সটসহ অন্তত তিনটি ইউরোপীয় ব্র্যান্ডের পোশাক তৈরি কারখানাতেও সম্প্রতি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।

প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বরের শেষের দিকে মজুরি বাড়ানোর দাবিতে রাজধানী ও এর আশপাশ অঞ্চলগুলোতে আন্দোলনে নামে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা। বাংলাদেশ পোশাক শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারের প্রধান কাজী রুহুল আমিন জানান, যেসব শ্রমিক স্লোগান দিয়েছে বা আন্দোলনের সময় কাজ বর্জন করেছে, মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে ও যাদের কোন রকম শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, তারা এখন চাকরি হারাচ্ছে।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফেকচারস অ্যান্ড এক্সপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান সিদ্দিকুর রহমান বলেন, যেসব শ্রমিকের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় ভাঙচুর ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হচ্ছে। তাদের এখন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

এ দিকে কয়েকজন শ্রমিক বলেছেন, তারা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য শ্রমিকদের একজোট করার প্রচেষ্টা চালানোর কারণে তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নারী শ্রমিক বলেন, (ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের) তালিকায় আমার নাম শীর্ষে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। তিনি বলেন, বিক্ষোভের সময় আমি প্রতিদিন কাজে গেছি। আমি কখনোই কোনো ভাঙচুর বা অপরাধকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। আমার ও আমার সহকর্মীদের নাম তালিকায় আসার পেছনে কারণ ছিল, আমরা একটি জোট গঠনের চেষ্টা করছিলাম।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক শিল্প রফতানিকারক দেশ। বাংলাদেশের রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশই আসে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে। প্রতি বছর গড়ে পোশাক শিল্পের পণ্য রফতানি করে বাংলাদেশের আয় হয় আনুমানিক ৩ হাজার কোটি ডলার।

ট্রেড ইউনিয়ন শর্ত শিথিল করে শ্রম আইন পাস : শিল্প কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার শর্ত শিথিল করে গত বছরের অক্টোবরে জাতীয় সংসদে শ্রম সংশোধনী আইন পাস হয়। পাস হওয়া আইন অনুযায়ী কোনো কারখানার মোট শ্রমিকের শতকরা ২০ ভাগ শ্রমিক একত্রিত হলে ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে।

বর্তমানে কার্যকর ২০০৬ সালে পাস হওয়া শ্রম আইনে এই অনুপাত ছিল শতকরা ৩০ ভাগ। শ্রম আইন সংশোধন বিলটি পাসের ফলে ছোট বড় মিলিয়ে শ্রম আইন-২০০৬ এর মোট ৪৭টি ধারা সংশোধন করা হলো।

তবে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও শ্রম আইনজীবীরা বলছেন, বিলটিতে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অবাধ অধিকার দেয়া হয়নি। প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ডা: ওয়াজেদুল ইসলাম খান বলেন, আমরা যেভাবে আইনটি পাস করা হচ্ছে সেটির বিরোধী। কারণ এই আইন শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অবাধ সুযোগ দিচ্ছে না। আমাদের দাবি আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে শ্রমিকদের অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ দিতে হবে। ডা: খান বলেন, এই আইনে কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টার বেশি করা হয়েছে। এটিও আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী। তিনি বলেন, সংশোধিত শ্রম আইন অনুযায়ী একজন শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ মাত্র দুই লাখ টাকা। সরকার বলছে তারা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দ্বিগুণ করেছে। কিন্তু দুই লাখ টাকা কি খুব বেশি টাকা? এভাবে ক্ষতিপূরণের টাকা নির্ধারণ ঠিক নয়। তার মতে, বাংলাদেশে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে সেটা মালিক-শ্রমিক সরকার সকলের জন্যই ভালো হতো। শিল্প কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেতো। তিনি বলেন, কোথাও শ্রমিক অসন্তোষ হলে মালিক ও সরকার ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সাথে বসে সমস্যা সমাধান করতে পারবে। ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলে মালিকদেরই সমস্যা বাড়বে।

পরিবহন শ্রমিকদের কর্মবিরতি:

সড়ক পরিবহন আইনের কয়েকটি ধারা পরিবর্তনের দাবিতে অক্টোবর দেশজুড়ে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন। সংগঠনের নেতাকর্মীদের পক্ষ থেকে বলা হয়, জাতীয় সংসদে সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ পাস হয়েছে। এই আইনে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা ও পরিপন্থী উভয় ধারা রয়েছে। এ ছাড়া, সড়ক দুর্ঘটনাকে দুর্ঘটনা হিসেবে গণ্য না করে, অপরাধ হিসেবে গণ্য করে আইন পাস করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে পর পর বেশ কয়েকটি সড়ক

শিল্প কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার শর্ত শিথিল করে গত বছরের অক্টোবরে জাতীয় সংসদে শ্রম সংশোধনী আইন পাস হয়। পাস হওয়া আইন অনুযায়ী কোনো কারখানার মোট শ্রমিকের শতকরা ২০ ভাগ শ্রমিক একত্রিত হলে ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে। বর্তমানে কার্যকর ২০০৬ সালে পাস হওয়া শ্রম আইনে এই অনুপাত ছিল শতকরা ৩০ ভাগ। শ্রম আইন সংশোধন বিলটি পাসের ফলে ছোট বড় মিলিয়ে শ্রম আইন-২০০৬ এর মোট ৪৭টি ধারা সংশোধন করা হলো।

তবে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও শ্রম আইনজীবীরা বলছেন, বিলটিতে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অবাধ অধিকার দেয়া হয়নি। প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ডা: ওয়াজেদুল ইসলাম খান বলেন, আমরা যেভাবে আইনটি পাস করা হচ্ছে সেটির বিরোধী। কারণ এই আইন শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অবাধ সুযোগ দিচ্ছে না। আমাদের দাবি আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে শ্রমিকদের অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ দিতে হবে।

দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করে। তখন নিরাপদ সড়কের দাবিতে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে সরকার আইনটি প্রণয়ন করে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া প্রশ্নে শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী বলেন, সংসদে যে আইন পাস করা হয়েছে, তার অনেক ভালো দিক আছে। তবে কিছু বিষয় সংশোধনের প্রয়োজন আছে। আইনের আটটি বিষয় সংশোধনের জন্য সরকারকে চিঠি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, সড়ক দুর্ঘটনার জামিন অযোগ্য করার বিষয়টি সংশোধন করা। সড়ক দুর্ঘটনার মামলা যদি জামিন অযোগ্য হয়, তাহলে তো পরিবহন শ্রমিকের পক্ষে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। আমরা এ আইন বাতিলের কথা বলছি না, সংশোধনের কথা বলছি। তিনি বলেন, শুধু চালকের কারণে দুর্ঘটনা ঘটে? রাস্তায় পথচারীর কারণেও দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়ির ব্রেক ফেল করলে দুর্ঘটনা ঘটে, রাস্তার পাশে হাটবাজার বসলে দুর্ঘটনা ঘটে। আপনি তদন্ত করে যে দায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। এককভাবে তো শুধু পরিবহন শ্রমিকরা দায়ী নয়।

বাংলাদেশে অনেক অপরাধ আছে, যেগুলো জামিন অযোগ্য; তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা আইনের ক্ষেত্রে এ বিধান থাকলে সমস্যা কোথায়– এমন প্রশ্নে ওসমান আলী বলেন, আপনি ক্রিমিনাল ল (আইন) আর সড়ক দুর্ঘটনা একসাথে মিলাবেন? চালককে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি জেলায় ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের জন্য সরকার আগ্রহ দেখাচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন।

পরিবহন ধর্মঘটের মাধ্যমে তারা যাত্রীদের জিম্মি করছেন না বলে মনে করেন ওসমান আলী। তিনি জানান তারা 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন' করছেন এবং সরকার তাদের কোনো নিয়োগপত্র দেয়নি। তিনি বলেন, ধর্মঘটে যাওয়ার আগে তারা সরকারকে স্মারকলিপি দিয়েছেন এবং আরও নানা উপায়ে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

ধর্মঘটের নামে নৈরাজ্য

নতুন সড়ক পরিবহন আইন সংশোধনের দাবিতে এক শ্রেণীর পরিবহন শ্রমিকদের ধর্মঘট থেকে হামলা ও আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। যারা ব্যক্তিগত যানবাহন নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন তাদের থামিয়ে মুখে পোড়া মবিল মেখে দেয়া হয়। এমনকি রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্সও হামলার শিকার হয়। শ্রমিকদের কয়েকটি দল ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় জড়ো ব্যক্তিগত গাড়ি চালকদের ওপর চড়াও হয়। তারা গাড়ি বের করার 'অপরাধে' ব্যক্তিগত গাড়ি চালকদের শরীরে ও মুখে পোড়া মবিল ঢেলে দেয়। কয়েক জায়গায় স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের ড্রেসেও পোড়া মবিল মেখে দেয়ার ঘটনাও ঘটে। যাত্রাবাড়ী এলাকায় এরকম পোড়া মবিল ঢেলে দেয়ার ঘটনার কয়েকটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী গণমাধ্যমের কাছে মবিল ঢেলে দেয়ার ঘটনা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, যাত্রাবাড়ী এলাকায় যারা পোড়া মবিল মেখে দিয়েছে তাদের একজনকে আমরা চিহ্নিত করেছি। সে আমাদের শ্রমিক সংগঠনের সদস্য। তবে তাকে এই কাজ করতে বলা হয়নি। কেন করেছে তা আমরা জানার চেষ্টা করছি।

ব্যক্তিগত গাড়িচালক ছাড়াও সিএনজিচালিত অটোরিকশা, মোটরসাইকেল চালকদের ওপরও চড়াও হন শ্রমিকরা। এ ছাড়া এসব ঘটনার ছবি তুলতে গেলে ফটোসাংবাদিকদের ওপরও হামলা করা হয়। সিলেটের মৌলভীবাজারে শ্রমিকদের বাধার মুখে পড়ে মৃত্যু হয় সাত দিন বয়সী অসুস্থ এক শিশুর। ডাক্তারের পরামর্শে শিশুটির মা ও চাচা মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে সিলেট যাচ্ছিলেন। পথে দুইবার বাধা দেয় পরিবহন শ্রমিকরা। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় পথেই শিশুটি মারা যায়।

পরিবহন শ্রমিক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, যার কার্যকরী সভাপতি তৎকালীন নৌমন্ত্রী শাজাহান খান। সাংবাদিকরা তাকে এই ধর্মঘটের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি জানি না, আমি কিছু জানি না। আমি এটা নিয়ে কিছু বলতে চাই না।

পরিবহন শ্রমিক ধর্মঘটের কারণে সারাদেশে গণপরিবহন ও দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহন না থাকায় যাত্রীরা চরম বিপাকে পড়েন। বিশেষ করে অফিসগামী এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। সিএনজি চালিত অটোরিকশাও রাস্তায় নামে, তবে হামলার আতঙ্কে ছিলেন তারা।

শ্রমিকদের আট দফা দাবিগুলো হলো- সড়ক দুর্ঘটনায় সব মামলা জামিনযোগ্য করতে হবে, শ্রমিকদের অর্থদণ্ড ৫ লাখ টাকা প্রত্যাহার, সড়ক দুর্ঘটনার তদন্ত কমিটিতে শ্রমিক

সাম্প্রতিক সময়ে পর পর বেশ কয়েকটি সড়ক দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করে। তখন নিরাপদ সড়কের দাবিতে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে সরকার আইনটি প্রণয়ন করে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া প্রশ্নে শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী বলেন, সংসদে যে আইন পাস করা হয়েছে, তার অনেক ভালো দিক আছে। তবে কিছু বিষয় সংশোধনের প্রয়োজন আছে। আইনের আটটি বিষয় সংশোধনের জন্য সরকারকে চিঠি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, সড়ক দুর্ঘটনার জামিন অযোগ্য করার বিষয়টি সংশোধন করা। সড়ক দুর্ঘটনার মামলা যদি জামিন অযোগ্য হয়, তাহলে তো পরিবহন শ্রমিকের পক্ষে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। আমরা এ আইন বাতিলের কথা বলছি না, সংশোধনের কথা বলছি। তিনি বলেন, শুধু চালকের কারণে দুর্ঘটনা ঘটে? রাস্তায় পথচারীর কারণেও দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়ির ব্রেক ফেল করলে দুর্ঘটনা ঘটে, রাস্তার পাশে হাটবাজার বসলে দুর্ঘটনা ঘটে। আপনি তদন্ত করে যে দায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। এককভাবে তো শুধু পরিবহন শ্রমিকরা দায়ী নয়।

প্রতিনিধি রাখতে হবে, ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫ম শ্রেণী করতে হবে, ওয়েস্কেলে জরিমানা কমানো ও শাস্তি বাতিল, সড়কে পুলিশি হয়রানি বন্ধ, গাড়ি রেজিস্ট্রেশনের সময় শ্রমিকের নিয়োগপত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরের ব্যবস্থা রাখতে হবে ও সব জেলায় শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের পর লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স ইস্যুর সময় হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, ধর্মঘটের নামে যেভাবে প্রাইভেট কার, সিএনজি, রিকশার চলাচলে বাধা দেয়া হয়েছে, চালক ও যাত্রীদের মুখে মোবিল মাখিয়ে হেনস্তা করা হয়েছে; এটাকে নৈরাজ্য ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তিনি আরও বলেন, যে আইনটা পাস হয়েছে সেটাতে তো পরিবহন নেতারাই সই করেছেন। আর যদি কোনো আপত্তিও থাকে তাহলে তো সেটা আলোচনা করে সমাধান করা যায়; জনগণকে জিম্মি করার কোনো মানে হয় না।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, শ্রমিকরা আইন ভালোভাবে না পড়েই আন্দোলনে নেমেছেন। আর তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, 'ধর্মঘটের নামে নৈরাজ্য করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এর জবাবে ওসমান আলী বলেন, 'আমরা ২০ দল নয় যে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া যাবে। আমরা ট্রেড ইউনিয়ন করি। আমরা শ্রমিক। আমাদের দাবি মানতে হবে। আমাদের বিএনপির লোক বলা ঠিক না। এর আগে বিএনপির অবরোধের মধ্যে সরকারের কথায় আমরা গাড়ি চালিয়েছি। আমরা বিএনপির লোক হই কিভাবে!

বড়পুকুরিয়া কয়লা শ্রমিক আন্দোলন

১৩ দফা দাবিতে গত বছরের মে মাসে আন্দোলন করেন দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির শ্রমিক-কর্মচারীরা। দাবি আদায়ে কর্মবিরতির পাশাপাশি শুরু করেন অবরোধ কর্মসূচি। এ দিকে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কর্তৃপক্ষ বলে, শ্রমিকদের যে পরিমাণ বেতন-ভাতা দেয়া হয় তাতে চলমান আন্দোলন অযৌক্তিক। এরপরও দাবি-দাওয়ার বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

আউটসোর্সিং শ্রমিকদের স্থায়ী নিয়োগ প্রদান, বকেয়া বেতন-ভাতা দেয়া ও প্রফিট বোনাসসহ ১৩ দফা দাবিতে লাগাতার কর্মবিরতি পালন করেন খনির এক হাজার ৪১ জন শ্রমিক-কর্মচারী। তাদের মূল দাবিগুলো হলো, অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী আউটসোর্সিং শ্রমিকদের স্থায়ী নিয়োগ দেয়া, বকেয়া ৯ মাসের বেতন-ভাতা ও প্রফিট বোনাস দেয়াসহ বিভিন্ন ভাতা এবং চুক্তি অনুযায়ী সব শ্রমিককে নিয়োগ দেয়া। এ ছাড়াও প্রতি বছর শতকরা ৪০ শতাংশ দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ, সব শ্রমিকের ক্ষেত্রে গ্র্যাচুইটি, আন্ডারগ্রাউন্ড শ্রমিকদের ৬ ঘণ্টা ডিউটি করানো, ক্ষতিগ্রস্ত ২০টি গ্রামের বাড়িঘরের দ্রুত ও স্থায়ী সমাধান, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার প্রত্যেক পরিবার থেকে খনিতে চাকরি দেয়া প্রভৃতি।

এরই মধ্যে গত ১৫ মে সকালে শ্রমিকদের সঙ্গে কর্মকর্তাদের হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। তখন এক পুলিশ সদস্যসহ কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় শ্রমিক ও এলাকাবাসীর বিরুদ্ধে চারটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় ৩৪ জনের নাম দিয়ে অজ্ঞাত আরও ৮০ জনকে আসামি করা হয়েছে। অন্যদিকে, এই ঘটনায় ১৪ কর্মকর্তাকে আসামি করে মামলা দিয়েছেন শ্রমিকরা।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কর্তৃপক্ষ জানান, গত বছরের আগস্ট মাসে শ্রমিকদের সঙ্গে চুক্তি করেছে চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এক্সএমসি/সিএমসি। সেখানে গত চুক্তির যে বেতন কাঠামো ছিল তার প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি করা হয়েছে। একই সঙ্গে যোগ করা হয়েছে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা।

তাদের দেয়া তথ্যানুযায়ী, সাপ্তাহিক ছুটিসহ খনির প্রোডাকশন ও ডেভেলপমেন্ট সেকশনের ফোরম্যানের মাসিক বেতন ছিল ১৪ হাজার ৬৪০ টাকা। বর্তমানে তা করা হয়েছে ৩২ হাজার ৭০ টাকা। একই সেকশনের দক্ষ শ্রমিকের বেতন ১২ হাজার ৮৭০ টাকা, বর্তমানে তা ২৭ হাজার ২০ টাকা। অদক্ষ শ্রমিকরা ১১ হাজার ৭০ টাকার স্থলে এখন পাবেন ২৫ হাজার ৯৫ টাকা। আন্ডারগ্রাউন্ড সার্ভিসেস সেকশনের ফোরম্যানের বেতন ১৩ হাজার ৪১০ টাকার স্থলে করা হয়েছে ২৮ হাজার ৭৭০ টাকা, দক্ষ শ্রমিকের বেতন ১১ হাজার ৬৭০ টাকার স্থলে করা হয়েছে ২৪ হাজার ৩২০ টাকা, অদক্ষ শ্রমিকের বেতন ১০ হাজার ৭৪০ টাকার স্থলে করা হয়েছে ২২ হাজার ৮২০ টাকা। সারফেস সেকশনের ফোরম্যানের বেতন ১০ হাজার ৭৪০ টাকার স্থলে করা হয়েছে ২১ হাজার ৭০ টাকা, দক্ষ শ্রমিকের বেতন ৯ হাজার ৮১০ টাকার স্থলে করা হয়েছে ১৮ হাজার ২০ টাকা, অদক্ষ শ্রমিকের বেতন ৮ হাজার ৯১০ টাকার স্থলে করা হয়েছে ১৭ হাজার ৪৫ টাকা। প্রশাসন

সেকশনের ফোরম্যানের বেতন ৯ হাজার ৬৯০ টাকার স্থলে করা হয়েছে ২১ হাজার ৭০ টাকা, দক্ষ শ্রমিকের বেতন ৯ হাজার ২৭০ টাকার স্থলে করা হয়েছে ১৮ হাজার ২০ টাকা এবং অদক্ষ শ্রমিকের বেতন ৮ হাজার ৮৮০ টাকার স্থলে করা হয়েছে ১৭ হাজার ৪৫ টাকা। একই সঙ্গে প্রতি টন কয়লার উৎপাদন বোনাস ২৫ টাকা, ৩ মাসের গড় মজুরির ৫০% ইন্সটলেশন ও স্যালভেজ বোনাস, বছরে দু'টি উৎসব বোনাস, ২৫ টাকা হারে শিফট অ্যালাউন্স ও ২০ টাকা হারে পরিবেশ অ্যালাউন্স, প্রতি বছর ১০% হারে দক্ষ শ্রমিকে পদোন্নতি দেওয়াসহ চিকিৎসাব্যবস্থা ও অসুস্থতা জনিত ছুটি। এ ছাড়াও প্রতি বছর ৫% হারে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, কর্মস্থলে মৃত্যুর ইন্স্যুরেন্স ৭ লাখ ৯২ হাজার টাকা থেকে ১০ লাখ ৫৬ হাজার টাকা, স্বাভাবিক মৃত্যুর ইন্স্যুরেন্স ৩ লাখ ৯৬ হাজার টাকা থেকে ৫ লাখ ২৮ হাজার টাকা, কর্মস্থলে অঙ্গহানি হলে ১ লাখ ৯৮ হাজার টাকা থেকে ৫ লাখ ২৮ হাজার টাকা দেওয়া হবে। শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য রয়েছে একজন বাংলাদেশি চিকিৎসকসহ ৩ জন চিকিৎসক।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে শ্রমিকদের অভিযোগ, খনির ভেতরে তাপমাত্রা ৬০-৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই পরিমাণ তাপমাত্রায় কাজ করতে গিয়ে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাপ্তাহিক ছুটি কিংবা অসুস্থতাজনিত ছুটি কাটালে তাদের বেতন কাটা হয়। যে কারণে মাসিক বেতন-ভাতার অর্ধেকও তারা পান না। তাই পরিবার-পরিজন নিয়ে তারা বড় সমস্যার মধ্যে আছেন।

কয়লা খনির শ্রমিক রফিকুল ইসলাম জানান, তার বেতন ১৮ হাজার টাকা। কিন্তু যে পরিমাণ তাপমাত্রায় তাদের কাজ করতে হয় তাতে ২ দিন কাজ করলেই তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ কারণে তারা পুরো মাস কাজ করতে পারেন না। আবার সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে মাসে ২৬ দিন কাজ করার কথা থাকলেও ৩০ দিন কাজ না করলে বেতন কেটে নেওয়া হয়।

শ্রমিক সিরাজুল ইসলাম জানান, সাতজন সদস্য নিয়ে তার পরিবার। মাসের ২০ দিনের বেশি কাজ করা সম্ভব হয় না। সেই হিসেবে মাসে ২০ দিনের বেতনই তাকে দেওয়া হয়। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা থাকলেও তাদের সেটা দেওয়া হয় না।

শ্রমিক হযরত আলী জানান, যদি চুক্তি অনুযায়ী ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করা হতো তাহলে শ্রমিকরা আন্দোলনে যেতো না। কর্মকর্তারা লাখ লাখ টাকার প্রফিট বোনাস পান। আর যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কয়লা উত্তোলন করে তাদের ন্যায্য দাবিটুকুও পূরণ করা হয় না। বাড়ির সদস্যদের ঠিকভাবে দু'বেলা দু'মুঠো খাবার তুলে দিব সেটাও পারি না। এরচেয়ে বড় কষ্ট আর কী হতে পারে?

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি রবিউল ইসলাম জানান, ৩০ দিনের মধ্যে ২৬ দিন কাজ করার চুক্তি থাকলেও পুরো মাসই কাজ করতে হয়। আর তা না করা হলে দিন হাজিরা হিসেবে ২৬ দিনের টাকা দেওয়া হয়। আর কেউ যদি ২০ দিনের নিচে কাজ করেন তাহলে ২০ দিনের দৈনিক বেতনের ২০ শতাংশ কম দেওয়া হয়। ১০ দিনের নিচে কাজ করলে ১০ দিনের বেতনের ৫০ শতাংশ কম দেওয়া হয়। যার কারণে শ্রমিকরা পরিবার-পরিজন নিয়ে সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান জানান, বেতনের যে বিবরণী দেওয়া হয়েছে তা যদি দেওয়া হতো তাহলে শ্রমিকরা আন্দোলনে যেতো না। বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষকে বারবার বলা সত্ত্বেও কোনও কাজ হয়নি। বরং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে কর্মকর্তারা হামলা চালিয়ে শ্রমিকদের জখম করেছে। এই ঘটনায় উল্টো শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এই আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে কর্মসূচি পালন করে আশপাশের ক্ষতিগ্রস্ত ২০টি গ্রামের মানুষ। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ২০ গ্রামের সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক মশিউর রহমান বুলবুল জানান, বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি এলাকার নিকটবর্তী গ্রামগুলোর বাড়িঘর ও জায়গাসহ বিভিন্ন স্থাপনায় কয়লা খনির কারণে ফাটল দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে আংশিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ফাটল অবস্থায় এলাকায় বসবাস করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে সমাধান চাওয়া হলেও তারা কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তা ছাড়া কয়লা খনিতে যারা শ্রমিক তারা এই এলাকারই মানুষ। শ্রমিকদের বেতন ভাতা না দেওয়ায় তারা অনেক কষ্টে আছে। তাই চলমান আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে বলে তিনি জানান।

চা শ্রমিকদের ধর্মঘট :

শ্রীমঙ্গলে সাতগাঁও চা বাগানে ন্যায্য মজুরি না পাওয়ায় গত বছরের সেপ্টেম্বরে শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করে। শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে লিখিত সমাধানে বাগান ব্যবস্থাপক শ্রমিকদের এরিয়ার পেমেন্ট দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

জানা যায়, চা শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৮৫ টাকা থেকে ১৭ টাকা বৃদ্ধি করে ১০২ টাকায় উত্তীর্ণ করা হয়। যা গত ২৭ আগস্ট হতে দেশের সব ক'টি চা বাগানে কার্যকর হয়। তারপরও শ্রীমঙ্গল উপজেলার সাতগাঁও, মাকরিছড়া ও ইছামতি চা বাগানের শ্রমিকদেরকে ১০২ টাকার স্থলে তাদেরকে ৮৫ টাকা মজুরি দেওয়া হয়। ফলে শ্রমিকরা বাগান ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে।

শুধু সাতগাঁও নয়, দেশের ১৬৫টি চা বাগানের শ্রমিকরা মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

প্রায় ২০০ বছর ধরে মৌলভীবাজারের ৯২টি চা বাগানে বংশ পরম্পরায় কাজ করছেন চা শ্রমিকরা। তাদের শ্রমে এই শিল্পের উন্নয়ন হলেও শ্রমিকদের ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে না। দৈনিক একজন শ্রমিকের মজুরি ৮৫ টাকা। আর সেই সাথে সপ্তাহ শেষে তিন কেজি খাওয়ার অনুপযোগী আটা। তাও আবার ওজনে কম।

মৌলিক চাহিদা পূরণে দীর্ঘদিন ধরে মজুরি বৃদ্ধি, ভূমি অধিকার, বাসস্থান ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বিভিন্ন দাবি তাদের। কিন্তু বাস্তবায়ন না হওয়ায় মানবেতর জীবন যাপন করছেন চা শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা। চা বাগানের শ্রমিকরা তাদের শ্রম দিয়ে চা বাগান আগলে রাখলেও তাদের শিক্ষা চিকিৎসা এখন সেই অনুন্নতই রয়ে গেছে।

শ্রীমঙ্গলের ফুলছড়া চা বাগানের মহিলা চা শ্রমিক কুমারি মুন্ডা। সারা বছরই যিনি চা শ্রমিকদের আন্দোলন সংগ্রামের সাথে কাটাচ্ছেন জীবন। তিনি জানান, প্রতি বছর চা বাগানের অনেক মানুষ নিয়ে আমরা মে দিবস পালন করি। আমাদের দুঃখ দুর্দশা সবার কাছে তুলে ধরি। কিন্তু আমাদের এই আন্দোলন কে শুনবে, কি হবে আর মে দিবস পালন করে।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রাম ভজন কৈরী জানান, চা শ্রমিকদের ২০ দফা দাবি মালিক পক্ষকে লিখিত দেয়ার পর কয়েক দফা দ্বিপক্ষীয় আলোচনা হয়েছে। তবে মালিক পক্ষ কালক্ষেপণ করছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।

প্রায় ২০০ বছর ধরে মৌলভীবাজারের ৯২টি চা বাগানে বংশ পরম্পরায় কাজ করছেন চা শ্রমিকরা। তাদের শ্রমে এই শিল্পের উন্নয়ন হলেও শ্রমিকদের ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে না। দৈনিক একজন শ্রমিকের মজুরি ৮৫ টাকা। আর সেই সাথে সপ্তাহ শেষে তিন কেজি খাওয়ার অনুপযোগী আটা। তাও আবার ওজনে কম। মৌলিক চাহিদা পূরণে দীর্ঘদিন ধরে মজুরি বৃদ্ধি, ভূমি অধিকার, বাসস্থান ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বিভিন্ন দাবি তাদের। কিন্তু বাস্তবায়ন না হওয়ায় মানবেতর জীবন যাপন করছেন চা শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা। চা বাগানের শ্রমিকরা তাদের শ্রম দিয়ে চা বাগান আগলে রাখলেও তাদের শিক্ষা চিকিৎসা এখন সেই অনুন্নতই রয়ে গেছে।

পাটকলের শ্রমিক আন্দোলন :

৬ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে খুলনা-যশোর অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত ৯ পাটকলের শ্রমিকরা গত বছরের সেপ্টেম্বরে লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেন। রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকদের মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন, জাতীয়করণ বিল-২০১৮ বাতিল, পাট ক্রয়ের অর্থ বরাদ্দ, শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া মজুরি, বেতন বদলি শ্রমিক স্থায়ীকরণ, অবসরকৃত/ চাকরিচ্যুত শ্রমিক কর্মচারীদের পাওনা পিএফ -গ্র্যাচুইটি পরিশোধসহ ১১ দফা দাবি এখন ৬ দফা দাবিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। শ্রমিকদের মূল দাবি, মজুরি কমিশন ঘোষণা ও তার বাস্তবায়ন। এ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সিবিএ, নন-সিবিএ পরিষদ নামে শ্রমিক সংগঠন।

সিনিয়র পাট শ্রমিক আব্দুল মালেক জানান, গত ৩০ বছর আমি ক্রিসেন্ট জুট মিলের শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছি। নিয়মিত মজুরি কবে পেয়েছি তা ভুলে গেছি। মিলে উৎপাদনের জন্য পাট নেই, মজুরি নেই। পাটকল নিয়ে আর কতবার রাজপথে নামতে হবে? অবিলম্বে পাট কেনার মাধ্যমে মিলের উৎপাদনের চাকা আবারও সচল করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

ফতুল্লায় শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষে নিহত-১:

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার বিসিক শিল্পনগরীতে গেলো ডিসেম্বরে আবারও শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে এক নারীশ্রমিক নিহত ও পুলিশ সদস্যসহ শতাধিক আহত হয়েছেন।

মাত্র কিছু দিন আগে ফকির নিটওয়্যারে সংঘর্ষের রেশ কাটতে না কাটতেই বিসিকের এনআর গার্মেন্টে শ্রমিক অসন্তোষের এ ঘটনা ঘটল। মজুরি বাড়ানোর দাবিতে দু'দিন ধরে রফতানিমুখী এ প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। নিহত শ্রমিকের নাম বুবলী বেগম (৪০)। তার বাড়ি নওগাঁ জেলার পাঁচচাটিয়া গ্রামে। ফতুল্লার ভোলাইল এলাকার জব্বার মিয়ার বাড়িতে তিনি ভাড়া থাকতেন। তিনি এনআর গার্মেন্টে হেলপার হিসেবে কাজ করতেন।

এদিন সকালে ফতুল্লার বিসিকে শ্রমিকরা সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে এনআর গার্মেন্টের স্টাফদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেধে যায়। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানান, গার্মেন্টের ভেতরে আটকে শ্রমিকদের মারধর করা হয় ও গরম পানি ছিটানো হয়। এরপর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বের হয়ে আশপাশের বেশ কয়েকটি পোশাক কারখানায় ভাঙচুর এবং পঞ্চবটি-মুন্সীগঞ্জ সড়ক অবরোধ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়। শ্রমিকরা বেশ কিছু যানবাহনও ভাঙচুর করেন। এ সংঘর্ষে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাসের শেল ও জলকামান ব্যবহার করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এ দিকে, বুবলীর মরদেহ উদ্ধার করতে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ভোলাইল এলাকায় গেলে পুলিশকে অবরুদ্ধ করেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। এ সময় শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ও ইউনাইটেড ফেডারেশন অব গার্মেন্ট ওয়ার্কার্সের কেন্দ্রীয় সভাপতি কাউসার আহমেদ পলাশ পুলিশ সদস্যদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যান।

এনআর গার্মেন্টের শ্রমিকদের অভিযোগ, কারখানার ভেতরে শ্রমিকদের অবরুদ্ধ করে বেদম পেটানো হয়। কোনো মতে সেখান থেকে বরে হয়ে আসার পর পুলিশ ও মালিকের লোকদের মুখে পড়েন তারা। পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ার গ্যাসের শেল ও গরম পানি নিক্ষেপ করে। শ্রমিকরা ইটপাটকেল ছুড়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। এ সময় জলকামান থেকে নিক্ষিপ্ত পানি বুবলীর বুকে লাগলে তিনি ঘটনাস্থলে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারান। সহকর্মীরা উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ তিন শ' শয্যা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বুবলীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে শ্রমিকরা আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তখন পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এতে পুলিশের ৯ সদস্যসহ শতাধিক শ্রমিক আহত হন।

লেখক : বিশিষ্ট সাংবাদিক

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর রয়েছে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। এটি এক সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সুমহান সামাজিক বিধান। এ বিধানে সমাজের প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে একে অপরের কল্যাণ সাধন করে। আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালনের বিপরীতে সুনির্দিষ্ট পারিশ্রমিক/প্রতিদান লাভ করে। অর্থাৎ এ বিধানে প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কেবল নিজের কল্যাণকে টার্গেট বানায় না; অপরের কল্যাণ সাধনও তার লক্ষ্য হয়। অপর দিকে কাউকেই এ বিধান দায়িত্ব পালনের পর বঞ্চিত করে না। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাই ইসলাম প্রত্যেকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা কোরআন ও সুন্নাহর দলিলের ভিত্তিতে আলোচনার প্রয়াস চালাব যে, কিভাবে ইসলাম মানুষকে শ্রমের প্রতি উৎসাহিত করেছে, শ্রমিকের যথাযথ অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে এবং এর সুফল কেবল মালিক ও শ্রমিক উভয়ের জন্যই নয়; বরং সমাজের সকলের জন্য অবধারিত করেছে।

আল কোরআন, আস্ সুন্নাহ এবং ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, অনেক নবী-রাসূল এবং তাঁদের সাথীগণ শ্রমিক হয়ে কাজ করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। অধিকাংশ নবী ও রাসূল 'আলাইহিমুস সালাম ছাগল চরিয়েছেন। তাঁরা নিজেরা শ্রমিক হয়ে শ্রমের মর্যাদা এবং শ্রমজীবী মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। খেটে খাওয়া মানুষদের গুরুত্ব ও তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের ভিত রচনা করে গেছেন। এক আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে শ্রমের পার্থক্যের কারণে তাদের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই; বরং তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়ই যে তাদের মধ্যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি তা তাঁরা বাস্তবে প্রমাণ করে গেছেন।

আল কোরআন, আস্ সুন্নাহ এবং ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, অনেক নবী-রাসূল এবং তাঁদের সাথীগণ শ্রমিক হয়ে কাজ করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। অধিকাংশ নবী ও রাসূল 'আলাইহিমুস সালাম ছাগল চরিয়েছেন। তাঁরা নিজেরা শ্রমিক হয়ে শ্রমের মর্যাদা এবং শ্রমজীবী মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। খেটে খাওয়া মানুষদের গুরুত্ব ও তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের ভিত রচনা করে গেছেন। এক আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে শ্রমের পার্থক্যের কারণে তাদের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই; বরং তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়ই যে তাদের মধ্যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি তা তাঁরা বাস্তবে প্রমাণ করে গেছেন।

শ্রমিক কারা?

বাংলা শ্রম শব্দ থেকে এসেছে শ্রমিক। শ্রমের সমার্থক শব্দ হলো কাজ/কর্ম। আরবিতে কাজকে বলা হয় 'আমল এবং ইংরেজিতে একে বলা হয় Work/Labour। বাংলা ভাষার কর্ম শব্দ থেকে এসেছে কর্মী। যে কাজ/কর্ম করে তাকে বলা হয় কর্মী, আর যে শ্রম ব্যয় করে তাকে বলা হয় শ্রমিক। সাধারণভাবে যারা শ্রম ব্যয় করে তাদেরকে শ্রমিক বলা হলেও বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট বৈধ শ্রম প্রদানের বিনিময়ে যারা সুনির্দিষ্ট অর্থ/সুবিধা লাভ করে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাদেরকেই শ্রমিক বলা হয়।

নিজের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার জন্য সামর্থ্যবানরা বিভিন্ন প্রকার শ্রমিকের সহযোগিতা নিয়ে থাকে। তবে সকল কাজ শ্রমিককে দিয়ে করানো যায় না।

প্রত্যেকেরই কিছু একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় কাজ থাকে যা সে নিজেই করে থাকে। আর এ অর্থে আমরা প্রত্যেকেই শ্রমিক। তবে, মজুরির বিনিময়ে যেসকল মানুষ অন্য মানুষের অধীনে কাজ করে এবং তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে তাদেরকেই শ্রমিক বলা হয়।

শ্রম দুই ধরনের- শারীরিক ও মানসিক। সকল মানুষই কম- বেশি এ দুই ধরনের শ্রমে অংশ নিয়ে থাকে। তবে অসহায় ও দরিদ্র শ্রেণির লোকেরাই সাধারণত শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত হয়। আর ধনবান লোকেরা তাদের এ শ্রমের বিনিময়ে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিয়ে থাকে। অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে তারা এদের শ্রমকে কিনে নেয়। এরপর তা দিয়ে নিজেরা সরাসরি উপকৃত হয় কিংবা তা দিয়ে ব্যবসায় করে।

শ্রমনীতি কী?

শ্রমের মূল্য ও নীতিমালা এবং শ্রমিকের দায়িত্ব ও অধিকার নিয়ে যত কথা তাই হলো শ্রমনীতি। শ্রমিক ও মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের একের প্রতি অপরের দায়িত্ব ও অধিকারও শ্রমনীতি বলেই গণ্য।

ইসলামের শ্রমনীতি বলতে আমরা কী বুঝি?

শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক এবং তাদের পারস্পরিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইসলাম যে সকল বিধান প্রণয়ন করেছে, তাই হলো ইসলামের শ্রমনীতি।

শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করণে ইসলামের বিধান

শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করাকে ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। আর এ লক্ষ্যে ইসলাম নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যাতে মালিক ও শ্রমিক উভয়ের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকে এবং তারা একে অপরের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পরস্পরের কল্যাণ সাধন করতে পারে। শ্রমের সাথে স্বাভাবিকভাবেই দু'টি পক্ষ জড়িত। যে শ্রম দেয় এবং যার জন্য শ্রম দেয়া হয়। প্রথম জন শ্রমিক এবং দ্বিতীয় জন মালিক। প্রথম জনের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় জনের অধিকার নিশ্চিত হয়। আবার দ্বিতীয় জনের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে প্রথম জনের অধিকার নিশ্চিত হয়। তাই শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করতে গিয়ে ইসলাম মালিকের দায়িত্বের কথা বলে। পাশাপাশি মালিকের অধিকার নিশ্চিত করতে গিয়ে শ্রমিকের দায়িত্বের কথা বলে।এভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আপন আপন কর্তব্য পালন করতে থাকলেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। নিম্নে আমরা শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করণে ইসলামের বিধানগুলো সংক্ষেপে আলোকপাত করবো।

১. শ্রমের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান

ইসলাম আমাদেরকে শ্রমের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে। নিজের কাজ নিজে করতে তাগিদ দেয়। নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ দিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করে ইসলাম তাদের গুণকীর্তন করেছে। আর যারা নিজের ভরণ পোষণের ব্যাপারে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বসে থাকে তাদেরকে তিরস্কার করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাতের উপার্জনকে সর্বোত্তম উপার্জন বলে আখ্যায়িত করেছেন। সাহিহুল বুখারিতে এসেছে-

عَنِ المِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ .

মিকদাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ইসলাম আমাদেরকে শ্রমের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে। নিজের কাজ নিজে করতে তাগিদ দেয়। নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ দিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করে ইসলাম তাদের গুণকীর্তন করেছে। আর যারা নিজের ভরণ পোষণের ব্যাপারে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বসে থাকে তাদেরকে তিরস্কার করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাতের উপার্জনকে সর্বোত্তম উপার্জন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নিজের হাতে কামাই করা খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস্ সালাম নিজের হাতের উপার্জন দিয়ে আহার করতেন। (বুখারী, হাদীস নং-২০৭২)

এটি মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনা যে, রিজিকের অন্বেষণে মানুষ যেন বেরিয়ে পড়ে। হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থেকে কেউ যেন এ আশা না করে যে, আপনা আপনিই রিজিক তার কাছে এসে ধরা দেবে। এমনকি ফরয ইবাদাত সম্পাদন হয়ে গেলে মসজিদে বসে থেকেও নয়; বরং রিজিকের অন্বেষণে যেন সবাই যার যার কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ বলেন-

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

"অতঃপর সালাত শেষ হলে তোমরা ছড়িয়ে পড়ো জমিনে এবং সন্ধান করো আল্লাহর অনুগ্রহ। আর বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করো। আশা করা যায়, অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে।" (সুরা আল জুমুআহ-১০)

রিজিকের সন্ধানে তৎপর থাকার ব্যাপারে এটি মহান আল্লাহর সরাসরি নির্দেশনা। আর রিজিকের সন্ধান ছাড়াও কর্মহীন অলস বসে থাকার কোনো অবকাশ ইসলামে নেই। তাই আল কোরআন মানুষকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর যারাই তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তারা কখনো ব্যর্থ হয় না; বরং তাদের কাজের যথার্থ মূল্যায়ন হবে বলে ইসলাম নিশ্চিত করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

"(হে রাসূল!) আর আপনি বলুন, তোমরা আমল করতে থাকো। আল্লাহ তোমাদের আমল দেখছেন, আর তাঁর রাসূল এবং মু'মিনরাও। অচিরেই তোমাদেরকে ফেরত দেয়া হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানীর (মহান আল্লাহ) দিকে। তারপর তিনিই তোমাদেরকে জানাবেন তোমাদের কর্মকাণ্ড (কেমন ছিল সে) সম্পর্কে।" (সূরা আত তাওবাহ-১০৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ .

"যে কেউ মু'মিন অবস্থায় আমলে সালেহ করবে, তার প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করা হবে না। নিশ্চয়ই আমরা তা লিখে রাখছি।" (সূরা আল আম্বিয়া-৯৪)

তিনি আরো বলেন:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ . وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ .

"সুতরাং যে অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযাল-৭-৮) এভাবে ইসলাম মানুষকে যার যার দায়িত্ব পালনের প্রতি এবং বেশি বেশি ভালো কাজ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। আর সে যে কাজই করুক তার সে কাজ যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়িত হবে তাও তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

২. সুবিধাবঞ্চিতদের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার নির্দেশ

সাধারণত দরিদ্র শ্রেণির লোকেরাই শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আর বিত্তশালীরাই তাদেরকে অর্থের বিনিময়ে কাজে খাটায়। ইসলাম এ সকল সুবিধাবঞ্চিতদের ব্যাপারে ধনবান ও বিত্তশালীদেরকে দয়ার্দ্র হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে এদেরকে নিঃশর্তভাবে দেয়ার আদেশ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন-

وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ .

"আর তাদেরকে মহান আল্লাহর ঐ মাল থেকে দাও, যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন।" (সূরা আন নূর-৩৩)

অর্থাৎ মহান আল্লাহ বিত্তবানদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, যে মালের মালিক হয়ে আজ তোমরা তাদের ওপর কর্তৃত্ব করছো, তা আমিই তোমাদেরকে দিয়েছি। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আল্লাহ চাইলে তুমি তার মতো সুবিধাবঞ্চিত হতে পারতে; আর সে তোমার মতো বিত্তশালী হতে পারতো। অতএব মহান আল্লাহর দেয়া ঐ সম্পদ একা একা ভোগ করো না। তাতে তোমার ওইসব সুবিধাবঞ্চিত ভাই-বোনদের অধিকারের কথা স্মরণ রেখো। অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো সুস্পষ্ট করে ঘোষণা করেন যে,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .

"আর তাদের সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী ও সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।" (সূরা আয যারিয়াত- ১৯)।

সুতরাং একজন শ্রমিককে কেবল তার শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক দিলেই চলবে না; বরং তার প্রয়োজন ও অসুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে তাকে এর বাইরেও আর্থিক সহযোগিতা করতে হবে, তার প্রতি অনুগ্রহের হাত বাড়াতে হবে। অতএব যাকে এমনিতেই সাহায্য ও সহযোগিতা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে তার থেকে কোনোরূপ সেবা নেয়ার পর তাকে ঠকাবার তো প্রশ্নই আসে না।

আমাদের জীবন চলার পথে এমন অনেক কাজ রয়েছে, যা চাইলে আমরা নিজেরাও করতে পারি। তথাপি আমাদেরই সমাজের কিছু দরিদ্র মানুষের কথা বিবেচনা করে আমরা তাতে তাদের সহযোগিতা নেই। আর এই কাজটি তাকে দেয়ার ফলে একদিকে তার কিছু আয়ের সুযোগ হলো; অপরদিকে আমাদেরও কিছু সহযোগিতা হলো, সময় সাশ্রয় হলো। ফলে আমরা যে সময়টিতে ঐ কাজটি করতাম তা বেঁচে গেলো। এবার আমরা ঐ সময়ে অন্য আরেকটি কাজ করতে পারব অথবা বিশ্রাম নিতে পারব।

কোনো শ্রেণি বা পেশার গুরুত্বই ইসলামের দৃষ্টিতে কম নয়। বরং প্রতিটি পেশার শ্রমিকের উপর অন্য পেশার লোকেরা নির্ভরশীল। সুনির্দিষ্ট কোনো পেশার লোকেরা কিছু সময় বা কিছু দিনের জন্য তাদের শ্রম বন্ধ রাখলে সত্যিকার অর্থেই আমরা সকলে হারে হারে টের পাই যে, আমাদের সকলের জন্যই তাদের ঐ পেশার কত গুরুত্ব। ইসলাম তাই পেশাগত কারণে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করাকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না।

৩. মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক

ইসলামের দৃষ্টিতে মালিক আর শ্রমিকের সম্পর্ক মনিব আর দাসের মতো নয়। বরং তাদের সম্পর্ক ভাই ভাইয়ের। তারা একজন আরেকজনের

আমাদের জীবন চলার পথে এমন অনেক কাজ রয়েছে, যা চাইলে আমরা নিজেরাও করতে পারি। তথাপি আমাদেরই সমাজের কিছু দরিদ্র মানুষের কথা বিবেচনা করে আমরা তাতে তাদের সহযোগিতা নেই। আর এই কাজটি তাকে দেয়ার ফলে একদিকে তার কিছু আয়ের সুযোগ হলো; অপরদিকে আমাদেরও কিছু সহযোগিতা হলো, সময় সাশ্রয় হলো। ফলে আমরা যে সময়টিতে ঐ কাজটি করতাম তা বেঁচে গেলো। এবার আমরা ঐ সময়ে অন্য আরেকটি কাজ করতে পারব অথবা বিশ্রাম নিতে পারব।

কোনো শ্রেণি বা পেশার গুরুত্বই ইসলামের দৃষ্টিতে কম নয়। বরং প্রতিটি পেশার শ্রমিকের উপর অন্য পেশার লোকেরা নির্ভরশীল। সুনির্দিষ্ট কোনো পেশার লোকেরা কিছু সময় বা কিছু দিনের জন্য তাদের শ্রম বন্ধ রাখলে সত্যিকার অর্থেই আমরা সকলে হারে হারে টের পাই যে, আমাদের সকলের জন্যই তাদের ঐ পেশার কত গুরুত্ব। ইসলাম তাই পেশাগত কারণে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করাকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না।

অধীনে শ্রম দিতে আইনানুগভাবে বাধ্য ছিল না। যেমন একজন দাস তার মনিবের প্রতি আনুগত্যের শ্রম দিতে বাধ্য থাকে। বরং একজন শ্রমিক নিজের আর্থিক প্রয়োজন আর অপর ভাইয়ের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব- এ দুইয়ের সংমিশ্রণ হয়েছে বলেই তার আরেক ভাইয়ের অধীনে কাজ করতে এসেছে। একইভাবে ধনী লোকটিও নিজের পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজন এবং গরীব ভাইটির প্রতি সহযোগিতার মনোভাব- এ দুইয়ের সংমিশ্রণ হয়েছে বলেই তার আরেক ভাইকে নিজের অধীনে কাজে খাটিয়েছে।

সুতরাং এখানে সম্পর্ক হলো ভ্রাতৃত্বের। সম্পর্ক হলো সহযোগিতার, সম্পর্ক হলো দায়িত্বের, আর সম্পর্ক হলো অধিকারের। সর্বোপরি, এখানে সম্পর্ক হলো প্রয়োজনের। একজনের প্রয়োজন ছিল বলেই আরেকজন তাকে সহযোগিতা করতে চেয়েছে। একজনের অধিকার ছিল বলেই আরেকজন দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এসেছে। আর এটি কেবল ভাইয়ে ভাইয়ের মধ্যেই হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

"নিশ্চয়ই মু'মিনরা ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে (কোনো বিরোধ হলে) সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।" (আল হুজুরাত-১০)

শ্রমিকের প্রতি সদাচরণের ব্যাপারে মহান আল্লাহর সাধারণ ঘোষণা আল কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন:

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

"আর মু'মিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে, তুমি তাদের প্রতি স্নেহ-মমতার ডানা অবনমিত করো।" (আশশূআরা-২১৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে

তাদেরকে ভাই বলেই উল্লেখ করেছেন। সাহীহ এবং সুনানের অনেক গ্রন্থে এ বিষয়ে হাদিস পাওয়া যায়। যেমন-

عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ، قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ .

মারূর ইবন সুওয়াইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা.) কে দেখলাম যে, তার পরনে একটি দামি চাদর রয়েছে এবং তার গোলামের পরনেও অনুরূপ একটি চাদর। এ ব্যাপারে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে তিনি একদিন এক লোককে তার মায়ের নাম বিকৃত করে সম্বোধন করেছিলেন। লোকটি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নালিশ করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বললেন, তুমি এমন একজন লোক যার মধ্যে জাহিলিয়্যাত রয়ে গেছে। (এরা তো) তোমাদের ভাই এবং তোমাদের অধীনস্থ। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন বানিয়েছেন। অতএব, কারো ভাই যদি তার কর্তৃত্বাধীন থাকে তাহলে সে যেন নিজে যা খায় তা থেকে তাকে খাওয়ায়; নিজে যা পরিধান করে তা থেকে তাকে পরিধান করায় এবং তোমরা তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা তাদের ওপর চাপাবে না। তার জন্য কষ্টকর কোনো দায়িত্ব যদি তাকে দিয়েই ফেলো, তাহলে তাকে তাতে সহযোগিতা করবে।

অতএব এ কথা মাথায় রেখেই একজন শ্রমিককে কাজে খাটাতে হবে যে সে আমার ভাই এবং তার ব্যাপারেও আমি মহান আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবো।

৪. উপযুক্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণের তাকিদ

শ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়া একজন শ্রমিকের অধিকার। আর তার এ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম কোনো শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করার আগেই তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করার ব্যাপারে তাকিদ দেয়।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ .

আবু সা'ঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে নিযুক্ত করতে নিষেধ করেছেন। (বাইহাকী পৃ.৩২০, হাদীস নং-২১৫৯)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ وَلَمْ يُبَيِّنْ، يَعْنِي حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ .

আবু সা'ঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো শ্রমিককে (তার পারিশ্রমিক) স্পষ্ট না করে নিযুক্ত করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ যতক্ষণ না তার সাথে তার পারিশ্রমিক ঠিক করে নেয়া হয়। (আবু দাউদ-১৮১)

নিজের পারিশ্রমিক সম্পর্কে অজ্ঞাত রেখে শ্রমিককে কাজে খাটানো যাবে না। সম্ভব হলে কাজে নিযুক্তির আগে অথবা কাজচলাকালীন তাকে তার পারিশ্রমিক জানিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ এমন যেন না হয় যে, তার কাজ শেষ হয়ে গেছে অথচ সে তার পারিশ্রমিক কত তা জানে না। অপর এক বর্ণনা থেকে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ، وَأَعْلِمُهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ .

আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত যে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন): শ্রমিকের ঘাম শুকাবার আগেই তাকে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। আর কাজে থাকা অবস্থায়ই তাকে তার পারিশ্রমিক সম্পর্কে জানিয়ে দাও। (বাইহাকী-১১৬৫৪) অন্যত্র ইমাম বাইহাকী বর্ণনা করেছেন যে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ .

আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, আর যে ব্যক্তি কাউকে শ্রমিক নিযুক্ত করতে চায় সে যেন তাকে তার পারিশ্রমিক জানিয়ে দেয়। (বাইহাকি-১২১১২)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজের অনেকেই রিক্সা শ্রমিকদের সাথে ভাড়া না ফুরিয়েই তাদেরকে নিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে গমন করে। এরপর ভাড়া নিয়ে বাগ্বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। আর তখন পরিস্থিতির শিকার হয়ে রিক্সাওয়ালা ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কম নিতে বাধ্য হয়; কিংবা যাত্রী অতিরিক্ত ভাড়া দিতে বাধ্য হয়। অথচ কোনো পক্ষই হয়ত বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করে না যে, এটি বান্দাহর হকের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং তা বান্দাহর সাথে মিটিয়ে না গেলে মহান আল্লাহও তা ক্ষমা করবেন না।

৫.৫. শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

ইসলাম একজন শ্রমিককে তার কর্মস্থলে নিরাপত্তা বিধান করেছে। সে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে বাধ্য নয়; বরং কর্মস্থলে নিরাপত্তা লাভ করা তার অধিকার। সুতরাং কোনো নিয়োগকর্তার জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে জেনে শুনে তার শ্রমিকের জীবনকে হুমকির মধ্যে ফেলবে। ইসলাম তাই শিশু এবং নারীদের সাথে সাথে শ্রমিকদেরকেও যুদ্ধস্থলে হত্যা করতে বারণ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদিসটি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ وَاسْتَعْمَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ, فَرَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ هَذِهِ؟ قَالُوا: قَتَلَهَا خَالِدٌ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: الْحَقْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ: لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا عَسِيفًا, وَالْعَسِيفُ: الْأَجِيرُ التَّابِعُ .

'আবদুল্লাহ ইবন বুরাইদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক যুদ্ধে বের হলেন। তিনি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে যুদ্ধের অগ্রভাগের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। অতঃপর এক মহিলার লাশ দেখতে পেয়ে বললেন: কে একে হত্যা করেছে? তারা বললো, খালিদ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের কাছে গিয়ে বলো, যেন কোনো নারী, কোনো শিশু এবং কোনো আসিফকে হত্যা না করে। আর আসিফ হলো, অনুগামী শ্রমিক।

আজকাল আমাদের সমাজে শ্রমিকদের জীবনের যেন কোনো মূল্যই নেই। পরিশ্রমের তুলনায় তাদেরকে কোথাও উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়া হয় না। তাদের দরিদ্রতা, বেকারত্ব ও অভাবের সুযোগে তাদেরকে দিয়ে প্রয়োজনের ও সাধ্যের অধিক কাজ আদায় করা হয়। অথচ এর বিনিময়ে কোনো বাড়তি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় না। বরং প্রায়ই দেখা যায় যে, কর্মস্থলে অপর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থার কারণে তাদেরকে জীবন দিতে হয়। অথচ তাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে মালিকপক্ষ কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যাচ্ছে।

অতএব যুদ্ধের ময়দানে যেখানে মারামারির সময় এতো বাছাবাছি করার সুযোগ থাকে না, সেখানেও যেহেতু ইসলাম শ্রমিকদেরকে হত্যা করতে বারণ করে; তাই স্বাভাবিক অবস্থায়ও তার জীবন বিপন্ন হতে পারে এমন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি তাকে করা যাবে না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

লেখক : শিক্ষাবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ।

গার্মেন্টস সেক্টরের গুরুত্ব ও আমাদের করণীয়

আতিকুর রহমান

বাংলাদেশে প্রথম গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয় ১৯৬০ সালে ঢাকার উর্দু রোডে। তবে ১৯৭০ সালের পরেই বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের পুরোপুরি বিকাশ ঘটে বলে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। গার্মেন্টেস প্রস্তুতকারক ও গার্মেন্টস রফতানিকারক দেশ হিসেবে ১৯৮১-৮২ সালে ০.১ বিলিয়ন টাকার রেডিমেড গার্মেন্টস রফতানি করে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পদচারণা আরম্ভ হয়। যদিও সে সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গার্মেন্টেস শিল্পের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। এর মাত্র ১০ বছর পর ১৯৯২-৯৩ সালে বাংলাদেশের পোশাক রফতানির পরিমাণ ১৪৪৫ মিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নীত হয়, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশের পোশাক একটি ব্র্যান্ড হিসেবে উন্নত দেশগুলোতে পরিচিতি লাভ করেছে। পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান দখল করে প্রমাণ করেছে এদেশে পোশাকশিল্পের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। এখন পর্যন্ত ১৫০টিরও বেশি দেশে "মেইড ইন বাংলাদেশ"-এর পোশাক রফতানি হচ্ছে। দেশের প্রায় ৮০% রেমিট্যান্স আসে পোশাক শিল্প খাত থেকে।

২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর তাজরিন ফ্যাশনস লিমিটেড কারখানায় আগুনে ১১৭ জন শ্রমিক নিহত হওয়া এবং ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজার ভবনধসে ১১৭৫ জন শ্রমিক নিহত ও দুই হাজারের বেশি শ্রমিক আহত হওয়ায় মর্মান্তিক ঘটনার পর বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিরাপত্তা, জীবনমান নিয়ে দেশে-বিদেশে আলোচনার ঝড় ওঠে। শুধুমাত্র গার্মেন্ট সেক্টরেই একের পর এক ভবনধস, আগুন, পদপিষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু, মালিকপক্ষ, সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহলের দুঃশাসন, ম্যানেজমেন্টের ব্যর্থতা, আইন লঙ্ঘনের সংস্কৃতি দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। যার ফলশ্রুতিতে তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশে সরকার ও তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের শ্রম অধিকারের উন্নতি করতে আহবান জানায়। ২০১৩ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্র জেনারালাইসড সিস্টেম অফ প্রিফারেন্স (জিএসপি)-এর অধীনে বাংলাদেশকে দেয়া বাণিজ্যিক সুবিধা স্থগিত করে। এ সুবিধা ফেরত পেতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে কারখানার তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন প্রক্রিয়ায় উন্নতি করা এবং একই সাথে যেসব কারখানা শ্রম অধিকার, অগ্নিকাণ্ড ও ভবন নির্মাণে মান বজায় রাখতে ব্যর্থ হবে তাদের জরিমানার পরিমাণ বাড়ানোসহ আমদানি-রফতানি লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থা করতে শর্ত আরোপ করে থাকে। বর্তমানে সরকারের পক্ষ থেকে অধিকাংশ শর্ত পূরণ করার কথা বলা হলেও এখনো যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধা দিচ্ছে না। ফলে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় সরকারকে জিএসপি সুবিধা ফিরে পাওয়ার জন্য শর্তমোতাবেক চলমান কাজগুলো আরো গতিশীল করার পাশাপাশি নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরি।

১. শ্রমিকের কর্মস্থলের নিরাপত্তা, চাকরির নিরাপত্তা, মজুরি, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ইত্যাদি দেশের শ্রম আইনের সঙ্গে জড়িত বিধায় সরকারকে সর্বপর্যায়ে শ্রম আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক মানদন্ডে বজায় রাখতে শ্রম

২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর তাজরিন ফ্যাশনস লিমিটেড কারখানায় আগুনে ১১৭ জন শ্রমিক নিহত হওয়া এবং ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজার ভবনধসে ১১৭৫ জন শ্রমিক নিহত ও দুই হাজারের বেশি শ্রমিক আহত হওয়ায় মর্মান্তিক ঘটনার পর বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিরাপত্তা, জীবনমান নিয়ে দেশে-বিদেশে আলোচনার ঝড় ওঠে। শুধুমাত্র গার্মেন্ট সেক্টরেই একের পর এক ভবনধস, আগুন, পদপিষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু, মালিকপক্ষ, সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহলের দুঃশাসন, ম্যানেজমেন্টের ব্যর্থতা, আইন লঙ্ঘনের সংস্কৃতি দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

আইনের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ধারাগুলো সংশোধন করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. ফ্যাক্টরিগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং ইউনিয়নবিরোধী কাজে জড়িত অভিযুক্ত কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা এবং দোষী সাব্যস্ত হলে বিচারের মুখোমুখি করা।

৩. কারখানায়/ফ্যাক্টরিতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগ নেয়ার খবর পাওয়া মাত্র মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করা, মালিক পক্ষের লালন করা গুণ্ডাপাণ্ডা দিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা, মিথ্যা মামলা দায়ের করে গ্রেফতার করা, এলাকা ছাড়তে বাধ্য করা, গুম করে দেয়া, অন্যায়ভাবে শ্রমিকদের মারধর, হুমকি ও অপদস্থ করার সকল অভিযোগ খতিয়ে দেখা ও দায়ীদের বিচারের ব্যবস্থা করা।

এর পাশাপাশি বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারারস অ্যান্ড এক্সপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এর উচিত কারখানাগুলোতে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সমর্থন করা এবং তথাকথিত নামসর্বস্ব বা ভুয়া ইউনিয়ন গঠনকে নিরুৎ-সাহিত করা। ইউনিয়নবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখা। স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন এবং উন্নত শ্রম সম্পর্কের সুবিধার ব্যাপারে প্রশিক্ষিত করতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাকে (আইএলও) সঙ্গে নিয়ে কাজ করা।

অন্যদিকে কাপড়ের ব্র্যান্ডগুলোর উচিত বাংলাদেশের কারখানাগুলোকে শ্রম অধিকার রক্ষায় উৎসাহ দেয়া এবং কারখানা পরিদর্শনের উন্নতিকরণ এবং কারখানাগুলো কোড অব কন্ডাক্ট এবং বাংলাদেশের শ্রম আইন কতোটা মানা হচ্ছে পরিদর্শনে সে বিষয়ক প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করা। কারখানা শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে অগ্নিনিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনসিদ্ধ চুক্তিতে বাংলাদেশকে যুক্ত করা।

গার্মেন্টস সেক্টরের গুরুত্ব ও আমাদের করণীয়

৭০ এর দশকে ছোট পরিসরে বাংলাদেশে গার্মেন্টস সেক্টরের যাত্রা শুরু হলেও সময়ের পালাবদলে গত চার দশকে তা বিশাল শ্রম সেক্টরে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট বড় মিলে প্রায় বিশ হাজারের বেশি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি রয়েছে। যাতে প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিক কর্মরত। এ ৫০ লাখ শ্রমিকের সাথে তাদের পরিবার মিলে কমপক্ষে দেড় থেকে দুই কোটি মানুষ এ শ্রম সেক্টরের সাথে জড়িত। এর মধ্যে নারীশ্রমিকের সংখ্যাই হচ্ছে প্রায় ৮০%। বর্তমানে গার্মেন্টস সেক্টরে নামে বেনামে যে ৫০টি পেশাভিত্তিক শ্রমিক ফেডারেশন কাজ করছে তার বেশির ভাগই বাম ঘরানার। তারা শ্রমিক অধিকার এবং শ্রমিকের মুক্তির কথা বলে সুকৌশলে এ বিশাল সংখ্যক কোমলমতি নারীদেরকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাদের মাঝে ইসলামবিরোধী সেন্টিমেন্ট তৈরি করছে। নারী অধিকারের কথা বলে তাদেরকে বিভিন্ন ইস্যুতে মাঠে নামাচ্ছে। অপরদিকে কর্মস্থলে নারীদের জন্য আলাদা কোনো বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা না রাখার কারণে যৌন নির্যাতন বেড়েই চলছে এবং শ্রমিকরা অহরহ লাঞ্ছিত হচ্ছে। ফলে গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত নারীশ্রমিকরা একদিকে নির্যাতিত, নিস্পেষিত হচ্ছে, অপরদিকে তারা ইসলামী অনুশাসনকে জানা ও মানার দিক থেকে পিছিয়ে পড়ছেন। এমতাবস্থায় এ দেশের ধর্মপ্রিয় নারীসমাজ কোন পথে ধাবিত হচ্ছে তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। আমরা যারা একটি ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করছি এ বিশাল শ্রমিক জনগোষ্ঠীকে বাদ রেখে কিংবা তাদেরকে ইসলামী আদর্শের অনুসারী হিসেবে গঠন করতে না পারলে আমাদের সে প্রচেষ্টা কতটুকু সফলতার মুখ দেখবে তা বিবেচনায় আনতে হবে।

গার্মেন্টস সেক্টরের মত এ বিশাল শ্রম সেক্টরে প্রতিনিধিত্ব করার মত শ্রমিক কল্যাণের কোন জাতীয় ফেডারেশন নেই। এ সেক্টরে প্রতিনিধিত্ব করার মতো উল্লেখযোগ্য কোন নেতৃত্ব নেই বললেই চলে। অথচ এ সেক্টরের গুরুত্ব জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। আইএলও সহ পৃথিবীর বিভিন্ন বড় বড় শ্রমিক সংগঠন গার্মেন্টস সেক্টরের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে সম্মেলন ও সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। এ সেক্টরের সাথে বিশ্বের অনেক প্রভাবশালী দেশের স্বার্থ জড়িত। ফলে এ সেক্টর নিয়ে তারা সর্বদা সজাগ ও সচেতন থাকার চেষ্টা করে থাকে। বাংলাদেশের রফতানি আয়ের বড় অংশ এ সেক্টর থেকে আসার কারণে সরকারও সবসময় এ সেক্টরের প্রতি নজর রাখতে বাধ্য হয়। গার্মেন্টস সেক্টরের জন্য গঠন করা হয়েছে

পুলিশের বিশেষ ইউনিট 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ'। যাতে কোন কারণে শ্রমিক অসন্তোষ তৈরি না হয় কিংবা শ্রমিক অসন্তোষ তৈরি হলে তা তাড়াতাড়ি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা যায়।

বর্তমানে গার্মেন্টস সেক্টরে সারাদেশে শ্রমিক কল্যাণের ১৬টির মত ইউনিয়ন আছে। যা মোট শ্রমিকের তুলনায় যৎসামান্যই বলা যায়। ফলে সৎ নেতৃত্বের অভাব এবং অসৎ ও ন্যায়ভ্রষ্ট নেতাদের অর্থলোভ ও শোষণের শিকার হয়ে এ সেক্টরের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আজ দিশেহারা। শ্রমিকের অধিকারের কথা বলে তথাকথিত শ্রমিক নেতারা আজ শ্রমিকদের রক্ত চুষে খাচ্ছে। ফলে গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকরা নিদারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করছেন। এমতাবস্থায় এ সেক্টরে দ্রুত কাজ সৃষ্টির জন্য আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। দেশের যে সকল অঞ্চলে এ শিল্প গড়ে উঠেছে সে সকল অঞ্চলগুলোকে চিহ্নিত করে পরিকল্পিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। প্রধানত দেশের নিম্নোক্ত অঞ্চলসমূহে এ শিল্প বেশি পরিমাণ গড়ে উঠেছে। যেমন- ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ, ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জ, সাভার, আশুলিয়া, ধামরাই, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, বৃহত্তর চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহের ভালুকা, কুমিল্লা, শেরপুর, হবিগঞ্জ, পাবনার ঈশ্বরদী, টাঙ্গাইল, নীলফামারী ও খুলনা। এ সকল অঞ্চলে কাজ সৃষ্টি ও কাজকে গতিশীল করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি।

১. গার্মেন্টস শিল্প ও শ্রমিক অধ্যুষিত মহানগরী, জেলায়, উপজেলায়, থানায় শক্তিশালী কমিটি গঠন করা।

২. গার্মেন্টস সেক্টরে নতুনভাবে গঠিত ফেডারেশনের কার্যক্রম জোরদার করা।

৩. গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে ইসলামী আদর্শের দাওয়াত পৌঁছানোর লক্ষ্যে ব্যক্তিগতভাবে টার্গেটভিত্তিক দাওয়াতি কাজ করা এবং সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে তৌহিদ ও শিরক, সুন্নত ও বিদআতসহ আদর্শের সঠিক পরিচয় তুলে ধরা।

৪. গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিদ্যমান সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে এ সেক্টরে দায়িত্বপালনকারী নেতৃবৃন্দকে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন- ধারা ১০০ অনুযায়ী কর্মঘণ্টা না মানা, ধারা ১০৮ অনুযায়ী অধিককাল ভাতা বা ওভারটাইম না দেয়া, মিড লেভেল ম্যানেজমেন্টের অমানবিক আচরণ, অল্প লোক দিয়ে বেশি কাজ করানো, কথায় কথায় চাকরিচ্যুতি, ছুটি না দেয়া, অসুস্থতায় চিকিৎসা ও ছুটি না দেয়া, নারীশ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ভাতা না দিয়ে চাকরিচ্যুত করা, সমকাজের সমমজুরি না দেয়া, কর্মচারীদের অতিরিক্ত মজুরি না দিয়ে 'স্টাফ বলে' ৮ কর্মঘণ্টার স্থলে ১২-১৬ ঘণ্টা কাজ করানো প্রভৃতি।

৫. প্রভাবশালী গার্মেন্টস শ্রমিক, শ্রমিক নেতা ও গার্মেন্টস মালিকদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা :

ক. ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত খাওয়ানো, খাওয়া ও সামষ্টিক ভোজের আয়োজন করা

খ. গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে কুরআন, হাদিস, আদর্শ শ্রমনীতি বিষয়ক প্রকাশনা সামগ্রী বিতরণ ও বিভিন্ন উপলক্ষে হাদিয়া আদান-প্রদান করা।

গ. বিপদে-আপদে প্রয়োজনীয় সার্ভিস প্রদান করা।

ঘ. তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা।

৬. ভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও সংস্থার নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচিত হওয়া ও সম্পর্ক তৈরির উদ্যোগ নেয়া।

৭. গার্মেন্টস শিল্প ও শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় ব্যাপকভাবে দাওয়াতি ইউনিট গঠন করা এবং ফ্যাক্টরি ও ইউনিট ভিত্তিক নিয়মিত ও ফলপ্রসূ দাওয়াতি কাজ করা।

৮. গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের বড় অংশ নারী হওয়ায় তাদেরকে আন্দোলনের দাওয়াতি বলয়ে নিয়ে আসার নিমিত্তে শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় মহিলা দাওয়াতি ইউনিট গঠনের উদ্যোগ নেওয়া।

৯. গার্মেন্টস শ্রমিকগণ এলাকায় পরিকল্পিত ভাবে সমাজসেবা কার্যক্রম তথা চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা, আত্মকর্মসংস্থান, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির কার্যক্রম, শ্রম উন্নয়নমূলক নানাবিধ কর্মকাণ্ড ও প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দাওয়াত সম্প্রসারণের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১০. গার্মেন্টস শ্রমিকঘন থানা/ওয়ার্ড/ ইউনিয়নে সংগঠন কায়েমের চেষ্টা করা। এক্ষেত্রে ফ্যাক্টরিভিত্তিক কমিটি ও ইউনিট গঠনের প্রচেষ্টা জোরদার করা।

১১. গার্মেন্টস শ্রমিকদের মানোন্নয়ন, নৈতিক প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বসবাসকারী এলাকা সমূহের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে শ্রমিক মেস গড়ে তোলা এবং শ্রমিক মেসসমূহে সাধারণ শ্রমিকদের নিয়ে কুরআন তালিম, দারসুল কুরআন, হাদিস পাঠ, সহীহ শুদ্ধভাবে নামাজ শিক্ষা ও মাসলা-মাসায়েলের প্রোগ্রাম করা।

১২. শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে লেবার কোর্টে শ্রমিকদের মামলা পরিচালনা ও আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য 'আইনি সহায়তা সেল' ও শ্রমিকদের বিপদে-আপদে সহযোগিতা করার জন্য 'শ্রমিক সেবা ফান্ড' গঠন করা।

১৩. শ্রমিক সেবামূলক কাজের অংশ হিসেবে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে ইফতার সামগ্রী, ঈদ উপহার, শীতবস্ত্র বিতরণ, কোরবানির গোশত বিতরণ, শ্রমিকদের বিপদে আপদে পাশে দাঁড়ানো, শ্রমিকদের সন্তানদের পড়ালেখায় সহযোগিতা ও অসহায় শ্রমিকদের করজে হাসানা দিয়ে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করা।

১৪. গার্মেন্টসশ্রমিকদের সমর্থন ও আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে শ্রমিকদের স্বার্থ ও মৌলিক চাহিদা এবং শ্রম অধিকার ইস্যুতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।

১৫. শ্রমিক স্বার্থমূলক ইস্যুতে শ্রমিকদেরকে সম্পৃক্ত করে দাবি আদায়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করা। শ্রমিক আন্দোলনের কর্মসূচি পালনের ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণ করা এবং নৈতিক সীমালঙ্ঘনের পর্যায় পড়ে এমন কর্মকাণ্ড পরিহার করা।

১৬. শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে সমমনা শ্রমিক সংগঠনের সাথে ঐক্যবদ্ধ/যুগপদ ভূমিকা পালন করা।

১৭. গার্মেন্টসশ্রমিকদের বিভিন্ন ইস্যুতে সভা, সম্মেলন ও সেমিনারের আয়োজন করা।

১৮. ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধি ও জোরদার করা।

১৯. ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের বিদায়ী নেতৃবৃন্দকে এ সেক্টরে কাজে সম্পৃক্ত করা এবং এ সেক্টরে কর্মরত ছাত্র আন্দোলনের সাবেক জনশক্তিকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেয়া।

২০. সর্বোপরি এ সেক্টরের নেতৃত্ব সৎ ও যোগ্য মানুষের কাছে নিয়ে এসে আগামী দিনে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের জন্য এ সেক্টরকে প্রস্তুত করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

লেখক : সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশের কৃষি

আলমগীর হাসান রাজু

বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত হচ্ছে কৃষি। ২০১৮ সালের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্যমতে, এটি মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬ ভাগ জোগান দিয়ে থাকে এবং দেশের জিডিপিতে এর অবদান ১৪.১০ শতাংশ। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় এই খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কৃষি:

কৃষি অর্থ মার্জিত সভ্য, সুরুচিসম্পন্ন ও কৃষ্টি বুঝায়।

* সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উইকিপিডিয়া রচয়িতা বলেন-ভূমিতে শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী উৎপাদন করাকে কৃষি বলা হয়।

* কৃষিকার্য চাষবাস মাটিতেই করতে হয়-মাটি বলতে ভূগোলবিদগণ বলেন, খনিজপদার্থ, জৈবপদার্থ এবং জীব কার্যের সমন্বয়ে গঠিত জন্মানোর উপযোগী। পরিবর্তনশীল, প্রাকৃতিক বস্তুকে মাটি বলা হয়।

* মাটি ৪টি উপাদান দিয়ে তৈরি যথাক্রমে খনিজপদার্থ ৪৫% জৈবপদার্থ ৫%, জলীয় অংশ ২৫% ও বায়বীয় অংশ ২৫%।

* বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী ১৯৯৫-৯৬ সালে দেশে মোট ৫ কোটি ৬০ লক্ষ শ্রমিক কৃষি কাজ করে। মাত্র ১৮% কৃষিতে বেতনভুক্ত শ্রমিক আছে। বাকী খোদ কৃষক ও তাদের পরিবারের বেতনহীন লোকজন, পশু পালন, হাঁস-মুরগি পালন, ফসল কাটা ও মাড়াই, সিদ্ধকরণ, শুকানো ও ছাড়ানো খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণ ও সংরক্ষণে কৃষি শ্রমিকেরা কাজ করে থাকেন।

*** কৃষিখাতে সমস্যা ও সম্ভাবনা :** সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় যে সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. কৃষিব্যবস্থা প্রকৃতির খেয়াল খুশির ওপর নির্ভরশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ।

২. আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে।

৩. কৃষিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান দরিদ্রতা।

৪. কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব।

৫. কৃষকদের আর্থসামাজিক কারণে উপযুক্ত আধুনিক প্রযুক্তির স্বল্পতা।

৬. অনুন্নত ও দুর্বল বাজারব্যবস্থার কারণে কৃষিপণ্যের মূল্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা।

৭. কৃষিজ উৎপাদনসমূহ দ্রুত পচনশীল এবং ফসল পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অত্যধিক।

৮. ফল এবং শাক সবজিসহ বিভিন্ন কৃষিজ উৎপন্নের পুষ্টিমান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান।

কৃষির সম্ভাবনাসমূহ

১. মোট জাতীয় উৎপাদনে একক বৃহত্তর খাত হিসাবে কৃষিই সর্বাধিক অবদান রাখছে।

২. শস্য উৎপাদন পদ্ধতি ব্যাপকভাবে শ্রমঘন এবং কৃষি

খাতে বিদ্যমান উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি।

৩. দক্ষ ও অদক্ষ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান কৃষি খাতই বৃহত্তর উৎস।

৪. বছরব্যাপী বিদ্যমান অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ।

৫. জৈববৈচিত্র্যের ব্যাপক সমাহার।

৬. বিভিন্ন প্রজাতির শস্য এবং কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য হলো আমিষ, খনিজ ও ভিটামিনের প্রধান উৎস।

৭. কৃষিজাত উৎপন্নের ক্ষেত্রে অন্যান্য উৎপাদনের চেয়ে অধিকতর মূল্য সংযোজনের সুযোগ রয়েছে।

সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো আর সমস্যাকে মোকাবেলা করা এ দুই-ই হলো উন্নয়নকে গতিশীলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রধান শর্ত। আমাদের অত্যন্ত ভাবনা-চিন্তা সাপেক্ষে, সমস্যা এবং সম্ভাবনাগুলোর যথার্থ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক কৃষিকে আরও এগিয়ে নেওয়া দরকার। অল্প জমিতে বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদনের গবেষণা, কৃষির সমস্যাদি সমাধান, লাগসই ও টেকসই আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি কৃষিতে কাজে লাগানো প্রয়োজন। বিশ্ব অর্থনীতির পরিসংখ্যানে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে অনন্য উদাহরণ। ধনে সজবি আলু ও ভুট্টাসহ খাদ্যশস্যের উৎপাদনে বিশ্বের গড় উৎপাদনকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী, চাল উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৪র্থ। শুধু তাই নয়, সবজিতে ৩য় ও আলু উৎপাদনে ৭ম অবস্থানে পৌছাতে সক্ষম হয়েছে।

কৃষি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে শুধুমাত্র চাল উৎপাদন হচ্ছে ৩ কোটি ৮৬ লাখ ৩৪ হাজার মেট্রিকটন। ধান গম ও ভুট্টাসহ মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দশম। বছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয় ৫ কোটি ৫০ লাখ মেট্রিকটন। সূত্রানুযায়ী বিশ্বের খাদ্যশস্য উৎপাদনে শীর্ষে রয়েছে চীন। সেখানে উৎপাদন ৫৫ কোটি ১১ লক্ষ মেট্রিক টন। ৪৩ কোটি ৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করে যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে ২য় অবস্থানে।

ভারতের অবস্থান ৩য়। উৎপাদন ৬শ ২৯ কোটি ৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য। বিশ্বের অন্যান্য দেশে গড় উৎপাদনশীলতা প্রায় তিন টন। আর বাংলাদেশে তা ৪ দশমিক ১৫ টন। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্যানুসারে বাংলাদেশে জমির পরিমাণ ২৮০ লক্ষ একর। এর মধ্যে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫'শ ৫৬ হেক্টর। চাল উৎপাদন হচ্ছে- ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৪ হাজার মেট্রিক টন, কৃষি জমিতে বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প গড়ে তোলার ফলে আবাদি জমি উদ্বেগজনক হারে কমছে। প্রতি বছর আবাদি জমি কমে যাচ্ছে গড়ে ৮২ হাজার হেক্টর জমি। যা মোট জমির এক ভাগ। বছরে নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে এক হাজার হেক্টর জমি।

জাতিসংঘের কৃষি ও বিশ্ব খাদ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশ বর্তমানে চাল উৎপাদনে চতুর্থ আর সবজি উৎপাদনে তৃতীয় অবস্থানে। সবজিতে চীন এবং ভারতের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। সবজি উৎপাদন বেড়েছে ৫ গুণ, চেষ্টা করলে অনায়াসেই দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব। ১৯৭১ সালের পরে দেশে প্রতি হেক্টর জমিতে ২ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হতো, সেটা এখন ৬ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

দেশী ধানের জাতকে উন্নত করে বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা উচ্চফলনশীল (উফশী) জাত উদ্ভাবন সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ৬৭টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট করেছে ১৪ ধানের জাত। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪১৭টি কমোডিটি ভ্যারাইটিজ জাত অবমুক্ত করেছে এবং এর মধ্যে খাদ্যশস্য ৩৫, তেলজাতীয় ফসল ৪৩, ডাল জাতীয় ফসল ৩১, সবজি ৮৯, ফল ৬৪, ফুল ১৬, মসলার ২৪টি জাত রয়েছে।

কৃষিতে সম্ভাবনা যেমন আছে তেমনি আছে বহুবিদ সমস্যা। চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভারতের কৃষি এখন অনেক উন্নত। যেখানের চাষপদ্ধতি ও ফসল উৎপাদন এবং কৃষি পণ্যের বাজারব্যবস্থা পুরোটাই সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিয়ন্ত্রণ। বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে আশানুরূপ উন্নতি হলেও ফুড ম্যানেজমেন্ট ও আধুনিক বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি। যার জন্য কর্মবীর কৃষকেরা প্রায়ই উৎপাদিত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য পান না।

কৃষিতে সম্ভাবনা যেমন আছে তেমনি আছে বহুবিদ সমস্যা। চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভারতের কৃষি এখন অনেক উন্নত। যেখানের চাষপদ্ধতি ও ফসল উৎপাদন এবং কৃষি পণ্যের বাজারব্যবস্থা পুরোটাই সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিয়ন্ত্রণ। বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে আশানুরূপ উন্নতি হলেও ফুড ম্যানেজমেন্ট ও আধুনিক বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি। যার জন্য কর্মবীর কৃষকেরা প্রায়ই উৎপাদিত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য পান না।

কৃষক প্রধান বাংলাদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ যেখানে সরাসরি কৃষির সাথে জড়িত। বিশাল এই সেক্টরে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে সমন্বয় ও উল্লেখযোগ্য নজর নেই বলে বিস্তর অভিযোগ। মাঝে মধ্যে নানামুখী উদ্যোগ পরিকল্পনা নেয়া হয় ঠিকই কিন্তু তার বাস্তবায়ন হয় না। উপরন্তু দারুণভাবে অবহেলিত থাকছে সেক্টরটি অভিজ্ঞ মাঠপর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারা বলেন, মাঠের যে সমস্যা আছে তা নিরসন করে কৃষক ও সামগ্রিক কৃষির উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ নিলে বাংলাদেশে কৃষিতে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

ভাষা আন্দোলনে শ্রমিকের অবদান

মোঃ আসাদ হোসেন

আমরা জানি ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, কিন্তু রাজপথের লড়াইয়ে ছাত্র, শিক্ষকদের পাশাপাশি শ্রমিকদের অবদান কতটুকু তা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই আলোচিত হয় না।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে সে সময় কতজন শহীদ হয়েছিলেন তা সঠিকভাবে বলা আজ কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বিনা উসকানিতে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন রফিক উদ্দিন, আবদুল জব্বার, আবুল বরকত। ২১ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩টায় পুলিশের গুলি বর্ষণের অব্যবহিত পরেই সশস্ত্র পুলিশের দল রাস্তার পাশে পড়ে থাকা গুটি কয়েক লাশ তাদের ভ্যানে করে সরিয়ে নিয়ে যায়। সে সময় রাস্তার প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে সেরূপ জবানবন্দি পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে এদের কাছে মতামত নিয়ে জানা গেছে, আহতদের সংখ্যা ন্যূনতম ১০০ জন হবে।

এ ছাড়াও ২১ ফেব্রুয়ারি দিবাগত গভীর রাতে সেসব সশস্ত্র পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা একযোগে হামলা চালিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতাল মর্গে থেকে শহীদদের বেশ কয়েকটি লাশ সরিয়ে নিয়েছিল। সে জন্য বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মৃতের সঠিক সংখ্যা বলা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এছাড়াও গুলিবর্ষণে আহতদের মধ্যে অপারেশন থিয়েটার এবং হাসপাতালে পরবর্তীতে যারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন তাদেরও সঠিক হিসাব সংগৃহীত হয়নি বলা চলে। বিশেষজ্ঞদের মতে ৮ জন-ছাত্র, জনতার মৃত্যুর খবর সন্দেহাতীতভাবে পাওয়া যায়। ৮ জনের মধ্যে ৫ জনই শ্রমজীবী ছিলেন এই তথ্যটি বিশেষভাবে গুরুত্ব বহন করে। মহান বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ২১ শে ফেব্রুয়ারির সেই ৮ জন শহীদের পরিচিতি এখানে তুলে ধরা হলো :

ক্রম	নাম	পেশা
১	আবদুল জব্বার	সাধারণ গ্রামীণ শ্রমিক
২	আবদুল আউয়াল	রিকশাচালক
৩	শফিউর রহমান	ঢাকা হাইকোর্টের কর্মচারী
৪	আবদুস সালাম	ডাইরেক্টর অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফিসে রেকর্ড কিপার
৫	মো. অহিউল্লাহ	শিশুশ্রমিক (রাজমিস্ত্রি)
৬	আবুল বরকত	ছাত্র
৭	রফিক উদ্দীন আহমদ	ছাত্র
৮	অজ্ঞাত পরিচয় বালক	অজ্ঞাত
	মোট শ্রমিক	৮ জন

ভাষা আন্দোলনে শহীদ শ্রমিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১. আবদুল জব্বার শহীদ হয়েছেন ২১-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ, পরিচয়: সাধারণ গ্রামীণ কর্মজীবী মানুষ ছিলেন, পিতার নাম : মরহুম হাছেন আলী (১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু), মাতার নাম : সফাতুন্নেসা (১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু) পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে আবদুল জব্বার ছিলেন দ্বিতীয়। আবদুল জব্বারের স্ত্রীর নাম আমেনা খাতুন ও তার একমাত্র ছেলের নাম নূরল ইসলাম বাদল (১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৫ মাস) জন্ম : ১৩ আগস্ট ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ জন্মস্থান: পাঁচুয়া, ইউনিয়ন: রাওনা, উপজেলা : গফরগাঁও, জেলা: ময়মনসিংহ।

২. আবদুস সালাম গুলিবিদ্ধ হন ২১-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে ৭-৪-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বেলা ১১টায় মৃত্যুবরণ

করেন। পরিচয়: ডাইরেক্টর অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফিসে রেকর্ডকিপার পদে চাকরি করতেন। পিতার নাম: মরহুম মো: ফাজিল মিয়া (১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু) মাতার নাম: দৌলতন নেছা (১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু) তিনবোন ও চার ভাইয়ের মধ্যে আবদুস সালাম ছিলেন সবার বড়। তার সবচেয়ে ছোট ভাই এখনো জীবিত। জন্ম: ২৭ নভেম্বর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ, জন্মস্থান: গ্রাম: লক্ষণপুর, ইউনিয়ন: মাতৃভূঞা, থানা: দাগনভূঞা, জেলা: ফেনী।

৩. শফিউর রহমান শহীদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পরিচয়: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ক্লাসের প্রাইভেট ছাত্র ও ঢাকা হাইকোর্টের কর্মচারী। বংশাল রোডের মাথায় শহীদ হন (ঢাকা)। পিতার নাম: মরহুম মাহবুবুর রহমান মাতার নাম: মরহুমা কানেতাতুন্নেসা শফিউর রহমানের স্ত্রীর নাম আকিলা খাতুন (বর্তমানে জীবিত বয়স আনুমানিক ৮৩ বছর)। শফিউরের ছেলের নাম শফিকুর রহমান ও মেয়ের নাম আসফিয়া খাতুন। বর্তমানে তারা সবাই উত্তরা মডেল টাউনের বাসিন্দা। জন্ম : ২৪ জানুয়ারি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ, জন্মস্থান: গ্রাম: কোন্নাগর, জেলা: হুগলি, রাষ্ট্র : ভারত। ঢাকার ঠিকানা: হেমেন্দ্রনাথ রোড, ঢাকা। ১৯৯০ সালে শহীদ শফিউর রহমানকে মরণোত্তর একুশে পদক দেয়া হয়।

৪. আবদুল আউয়াল শহীদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ। (বর্তমান ঢাকা রেল হাসপাতাল কর্মচারী সংলগ্ন এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর মোটর গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু)। পরিচয় : রিকশা চালক, পিতার নাম: মো: আবদুল হাশেম, জন্ম: ১১ মার্চ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ (আনুমানিক), জন্মস্থান: সম্ভবত গেন্ডারিয়া, ঢাকা।

৫. মো. অহিউল্লাহ শহীদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ। ঢাকার নবাবপুর এলাকার বংশাল রোডের মাথায় সশস্ত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হন এবং তার লাশ পুলিশ অপহরণ করে। পরিচয়: শিশু শ্রমিক, পিতার নাম: হাবিবুর রহমান, পিতার পেশা: রাজমিস্ত্রি, জন্ম: ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ (আনুমানিক), জন্মস্থান: অজ্ঞাত।

৬. অজ্ঞাত বালক শহীদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ মৃত্যু: সম্ভবত কার্জন হল এলাকায় মোটর গাড়ি দুর্ঘটনায়। পরিচয়: সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে যে শোক মিছিল বেরিয়েছিল এই অজ্ঞাতনামা বালক ওই মিছিলে অংশ নিয়েছিল। মিছিলটি কে ছত্র ভঙ্গ করার জন্য মিছিলের মধ্যখানে তৎকালীন সশস্ত্র বাহিনী ট্রাক চালিয়ে দিলে এই অজ্ঞাতনামা বালকটি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

আসলে এদেশের সাধারণ শ্রমিকরা ইতিহাস বা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সময় কমই পান। তাই নিজেদের অবদান নিয়ে গলা ফাটানোর ইচ্ছা বা আগ্রহ কোনটাই হয়তো তাদের নাই। কিন্তু অন্তত দু'টি কারণে তাদের অবদান আলোচনা করতেই হবে :

১. যে দেশে গুনীর কদর হয় না, সে দেশে গুণীরা জন্মায় না।

২. বর্তমান ও ভবিষ্যতের আন্দোলন ও সংগ্রামের জন্য শ্রমিকদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনে যেসব ছাত্র, জনতা, সাধারণ মেহনতি মানুষ জীবনকে বাজি রেখে তুচ্ছ জ্ঞান করে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা মায়ের ভাষাকে ছিনিয়ে এনেছেন ইতিহাসের যুগ সন্ধিক্ষণে তাদের আমরা আজ হৃষ্টচিত্তে অভিবাদন জানাই। আমাদের মহান বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের প্রতি সম্মান জানিয়ে ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে ঘোষণা করা হয়। ইউনেস্কোভুক্ত বিশ্বের ১৮৮টি দেশে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়ে চরম আত্মত্যাগের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এটি সমগ্র বাঙালি জাতির গবের্র বিষয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির জাগ্রত চেতনার পথ ধরেই ১৯৭১ সালে এসেছে আমাদের স্বাধীনতা। এ দেশের বুকে লেখা হয় নতুন ইতিহাস, শুরু হয় রক্তাক্ষরে লেখা ভাষা আন্দোলনের নতুন অধ্যায়। বাংলাদেশের জন্ম ইতিহাস। '৫২-এর একুশ বাঙালিকে দিয়েছে আপন সভ্যতা আবিষ্কারের মহিমা। একুশে ফেব্রুয়ারির মাধ্যমেই আমরা অর্জন করেছি স্বাধিকার আন্দোলনের চেতনা।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনে যেসব ছাত্র, জনতা, সাধারণ মেহনতি মানুষ জীবনকে বাজি রেখে তুচ্ছ জ্ঞান করে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা মায়ের ভাষাকে ছিনিয়ে এনেছেন ইতিহাসের যুগ সন্ধিক্ষণে তাদের আমরা আজ হৃষ্টচিত্তে অভিবাদন জানাই। আমাদের মহান বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের প্রতি সম্মান জানিয়ে ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে ঘোষণা করা হয়। ইউনেস্কোভুক্ত বিশ্বের ১৮৮টি দেশে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়ে চরম আত্মত্যাগের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এটি সমগ্র বাঙালি জাতির গবের্র বিষয়।

মহান বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে সবার মত শ্রমজীবী শহীদদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

লেখক : সমাজকর্মী ও প্রাক্তন ছাত্র
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
asadbrur45@gmail.com

প্রবন্ধ

ইসলামে শ্রমিকদের অধিকার

ড. জি.এম শফিকুল ইসলাম

অধিকারবঞ্চিত একজন শ্রমিক কঠোর পরিশ্রম করে মালিকদের বসবাসের জন্য রাজকীয় বালাখানা তৈরি করছে অথচ সেই শ্রমিকের মাথা গুঁজার ঠাঁইটুকুও থাকে না। যে শ্রমিক মালিকের জন্য লক্ষ লক্ষ গজ কাপড় তৈরি করছে অথচ ঐ শ্রমিকের গায়ে ছেঁড়া কাপড় পরিলক্ষিত হয়। শুধু তাই নয় একজন মালিক তার কুকুরের খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য হাজার হাজার টাকার বাজেট করে অথচ একজন শ্রমিক তার সন্তানের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য কোন বাজেট করতে পারে না। শ্রমিকদের রক্ত নিঃসৃত পরিশ্রম দ্বারা উপার্জিত অর্থে মালিক তার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে করে কুকুর নিয়ে ভ্রমণ করে অথচ একজন শ্রমিক সাধারণ গাড়িতে করে ভ্রমণ করার কথা কল্পনাও করতে পারে না।

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে প্রতিটি মানুষের সকল প্রকার সমস্যার বুনিয়াদি সমাধান পেশ করেছে এবং তাদের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। তাই রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব, মালিক-শ্রমিক এমনকি সাদা-কালো সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার নিশ্চয়তা ইসলামী সমাজব্যবস্থায় রয়েছে। কারো অধিকারের প্রতি সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করা কিংবা অধিকার খর্ব করার প্রয়াস অমার্জনীয় অপরাধ বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম মূলত শ্রমিকদের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে এবং এর জন্য মৌলিক নীতিমালা উপস্থাপন করেছে। তাই বলা যায় যে ইসলামই প্রকৃত পক্ষে শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের যে নিশ্চয়তা দিয়েছে তা যে কোন যুগের মানবরচিত আইনে মেহনতি মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে এ অধিকার শব্দটিকে আরবিতে 'হক' এবং ইংরেজিতে **'Right'** বলা হয়েছে। মূলত যার যা প্রাপ্য বা পাওয়া উচিত তাকেই তার অধিকার বলা হয়। আর মানুষের অধিকার বা মানবাধিকার হলো সে সব অধিকার যা সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং সকলেই তা উপভোগের অধিকার রাখে শুধু এ কারণেই যে তারা সকলেই মানুষ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, বয়স, শ্রেণি, ভাষা, জাতীয়তা, রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে সকল মানুষ জন্মগতভাবে সব অধিকারের সমান ভাগীদার। ইসলাম শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। নিম্নে আমরা শ্রমিকদের প্রধান প্রধান অধিকারগুলো আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

১. মুনাফায় শ্রমিকের অধিকার

শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম মানবতার গৌরবকে সমুজ্জ্বল করেছে। একটি প্রতিষ্ঠানে লাভ তখনই আসে যখন পুঁজি বিনিয়োগ করে তাতে শ্রম যোগ করা হয়। এক্ষেত্রে মালিকের মূলধন হলো অর্থ আর শ্রমিকের মূলধন হলো 'শ্রম'। এ দু'টির মিলিত শক্তি লাভের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তাই লাভের অংশে মালিকের পাশাপাশি শ্রমিকদের অধিকার রয়েছে। আর এটাই হলো ইসলামের বিধান। অথচ দেখা যায় অধিকারবঞ্চিত একজন শ্রমিক কঠোর পরিশ্রম করে মালিকদের বসবাসের জন্য রাজকীয় বালাখানা তৈরি করছে অথচ সেই শ্রমিকের মাথা গুঁজার ঠাঁইটুকুও থাকে না। যে শ্রমিক মালিকের জন্য লক্ষ লক্ষ গজ কাপড় তৈরি করছে অথচ ঐ শ্রমিকের গায়ে ছেঁড়া কাপড় পরিলক্ষিত হয়। শুধু তাই নয় একজন মালিক তার কুকুরের খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য হাজার হাজার টাকার বাজেট করে অথচ একজন শ্রমিক তার সন্তানের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য কোন

বাজেট করতে পারে না। শ্রমিকদের রক্ত নিঃসৃত পরিশ্রম দ্বারা উপার্জিত অর্থে মালিক তার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে করে কুকুর নিয়ে ভ্রমণ করে অথচ একজন শ্রমিক সাধারণ গাড়িতে করে ভ্রমণ করার কথা কল্পনাও করতে পারে না। ইসলামী শ্রমনীতি এ ধরনের অমানবিকতা কখনো সমর্থন করে না। এ কারণে মুনাফায় শ্রমিকের অধিকারের কথা ইসলাম বিশেষ করে তাগিদ প্রদান করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সম্পদ যেন শুধু ধনী লোকদের মধ্যে আবর্তন না করে। (সূরা হাশর:৭) অনুরূপ ভাবে সূরা জারিয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'বিত্তবানদের সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। (সূরা জারিয়াহ:১৯) মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে যে, 'তোমরা মজুরকে তার কাজ হতে অংশ দান কর। কারণ আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যেতে পারে না। (মুসনাদে আহমদ, ২য় খণ্ড,পৃ.৩৫০) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'তোমার খাদেম যখন তোমার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে এবং তা নিয়ে তোমার কাছে আসে যা রান্না করার সময় আগুনের তাপ ও ধূম্র তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে তখন তোমার সঙ্গে বসিয়ে তাকে খাওয়াবে। খানা যদি শুষ্ক ও কম করা হয় তবে তা হতে তার হাতে এক মুঠো বা দুই মুঠো অবশ্যই তুলে দিবে। (মুসলিম-৫ম খণ্ড,পৃ. ৯৪) অর্থাৎ মালিকের জন্য তৈরিকৃত বস্তুর বিনিময়ে বেতন ছাড়াও তাকে সে বস্তুর থেকে কিছু অংশ দেয়ার তাগিদ রয়েছে। আধুনিক পরিভাষায় এটাকে লভ্যাংশ বলা হয়। তাই ইসলাম শ্রমজীবী মানুষের বেতনের বাইরে লাভের অংশ দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। কোন কারখানার শ্রমিকদের যদি লভ্যাংশের কিছু অংশ বছর শেষে শ্রমিকদের বেতনের বাইরে অতিরিক্ত দেয়া হয় তাহলে তারা জীবনবাজি রেখে কারখানার উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য কাজ করবে। তবে আধুনিক পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মালিকরা শ্রমিকদের বঞ্চিত করে লাভের সবটুকু অংশ নিজেরা গ্রহণ করে। অথচ এ উভয় অবস্থায় উৎপাদনের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার শ্রমিক সমাজ বঞ্চিত ও নিপীড়িত হয়। তারা তাদের ন্যায্য পাওয়া পায় না। রাসূলুল্লাহ সা. সর্বপ্রথম মুনাফায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব স্বীকার করে নিয়ে শ্রমিক সমাজকে মালিকের মর্যাদায় সমাসীন করেছেন এবং সার্বিক অবস্থায় শ্রমিকদের অংশ প্রদান নিশ্চিত করেছেন।

২. মানবিক মর্যাদা লাভের অধিকার

প্রাচীন কালে অনেক সমাজেই শ্রমজীবী মানুষকে নিম্নস্তরের, এমনকি মানবেতর অস্পৃশ্য মনে করা হতো। বর্তমানেও কোন কোন সমাজে এ অবস্থা বিরাজমান। তাই মানবিক মর্যাদার স্বীকৃতিই হলো শ্রমজীবী মানুষের প্রাথমিক অধিকার। ইসলাম প্রথম থেকেই শ্রমিকদের মানবিক মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ইসলামী সমাজব্যবস্থায় তাদের মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে। মানবিক মর্যাদা লাভের অংশ হিসেবে ইসলামই শ্রমজীবী মানুষকে তার মালিক বা নিয়োগকর্তার ভাই বলে আখ্যায়িত করেছে এবং ভাইয়ের মতোই তাদের সাথে যাবতীয় আচরণ করার নির্দেশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদের দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পণ করেছেন। কাজেই আল্লাহ যাদের ওপর এরূপ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তাদের কর্তব্য হলো যে, তারা যেরূপ খাদ্য খাবে তাদেরকেও সে রকম খাদ্য দিবে, যে রকম পোশাক পরবে তাদেরকেও সে রকম পোশাক পরিধান করার ব্যবস্থা করছে। আর যে কাজ তাদের পক্ষে সাধ্যাতীত সে রকম কাজ করতে তাদেরকে বাধ্য করবে না। আর যদি সেই কাজ তাদের দ্বারা করাতে হয় তাহলে তাদেরকে প্রয়োজন মত সাহায্য করতে হবে। (তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৩৩৪) মোট কথা ইসলামের দৃষ্টিতে নিয়োগকর্তার সাথে শ্রমিকদের মানুষ হিসেবে কোন পার্থক্য নেই বরং তারা নিয়োগকর্তারই ভাই। সুতরাং তাদের প্রতি মানবিক ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করা উচিত। তাদের প্রতি কোন প্রকার অসদাচরণ করা ঠিক হবে না। তাদের অমর্যাদা করা, অবমূল্যায়ন করা, ছোট মনে করা বা অস্পৃশ্য মনে করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই।

৩. পরিচালনায় শ্রমিকদের সম্পৃক্ত থাকার অধিকার

ইসলামে মালিক-শ্রমিক পরস্পর ভাই। তারা একে অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার এবং অধিকারের সংরক্ষক। সুতরাং কেউ কাউকে পরস্পরের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না বরং উভয়ের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই নিজেদের কল্যাণ ও সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করাই হবে তাদের মূল লক্ষ্য। মূলত মালিক পুঁজি বিনিয়োগ করে আর শ্রমিক শ্রম বিনিয়োগ করে। বিধায় ইসলাম তাদের উভয়ের অধিকার ও মর্যাদার ব্যাপারে কোনো পার্থক্য করেনি। শ্রমিকদেরকে মিল-কারখানা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে না দেয়ার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ মূলত শ্রমিকদেরকে ধোঁকা দিয়ে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। পুঁজিবাদী এ অর্থ ব্যবস্থায় মালিকগণ শ্রমিকদের অন্ধকারে রেখে অজ্ঞাতসারে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে থাকে। অনেক সময় তারা প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত বেতন, ভাতা, যাতায়াত খরচ ও অন্যান্য বিরাট অঙ্কের ব্যয় দেখিয়ে মিল কারখানাকে অলাভজনক প্রমাণ করে শ্রমিকদেরকে তাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখে। আর সমাজতান্ত্রিক দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণের কল্পনা রঙিন স্বপ্ন মাত্র।

৪. ছুটির অধিকার

শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্য বিশ্রাম, আপনজনদের সাথে একত্রে থাকা, পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন কাজকর্মে অংশ গ্রহণের জন্য সাপ্তাহিক ও বার্ষিক ছুটির একান্ত প্রয়োজন। পাশাপাশি একজন মানুষ হিসেবে সব ধরনের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। আজ শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাদেরকে এ ধরনের দায়িত্ব পালন করার তাগিদ ইসলামে রয়েছে। শুধু মালিকের দায়িত্ব পালন করার মধ্যেই একজন শ্রমিক বন্দি হয়ে থাকতে পারে না বরং স্বাধীনভাবে একজন শ্রমিককে বাঁচতে হলে তাকে আরো নানাবিধ দায়িত্ব পালন করতে হয়। জাহেলি সমাজে দাস পথার প্রচলন ছিল। সেখানে তারা মালিকের মর্জির বাইরে স্বাধীনভাবে কোন কাজ করার সুযোগ পেতো না। ইসলামই তাদেরকে এ বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে স্বাধীন মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করেছে। এ মর্মে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন, 'তিনি তাদেরকে বোঝা হতে মুক্ত করেন এবং যে সব শিকলে তারা আবদ্ধ ছিল তা থেকে তাদেরকে পরিত্রাণ দেন। (সূরা আ'রাফ:১৫৭) হযরত আমর ইবনে হারিস (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের থেকে যতটা হালকা কাজ নেবে তোমাদের আমলনামায় ততটা পুরস্কার ও পুণ্য লেখা হবে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খণ্ড, পৃ.৪৯) কারণ একজন শ্রমিক ছুটি ভোগ করার পর নতুনভাবে কর্মপ্রেরণা লাভ করে থাকে। নতুন উদ্যমের সাথে কাজ করে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধন করতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার ঘোষণা হলো, 'আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতা ও নম্রতা আরোপ করতে চান, কঠোরতা ও কাঠিন্যতা আরোপ করতে ইচ্ছুক নন। (সূরা বাকারা : ১৮৫) তবে

শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্য বিশ্রাম, আপনজনদের সাথে একত্রে থাকা, পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন কাজকর্মে অংশ গ্রহণের জন্য সাপ্তাহিক ও বার্ষিক ছুটির একান্ত প্রয়োজন। পাশাপাশি একজন মানুষ হিসেবে সব ধরনের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। আজ শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাদেরকে এ ধরনের দায়িত্ব পালন করার তাগিদ ইসলামে রয়েছে। শুধু মালিকের দায়িত্ব পালন করার মধ্যেই একজন শ্রমিক বন্দি হয়ে থাকতে পারে না বরং স্বাধীনভাবে একজন শ্রমিককে বাঁচতে হলে তাকে আরো নানাবিধ দায়িত্ব পালন করতে হয়। জাহেলি সমাজে দাস পথার প্রচলন ছিল। সেখানে তারা মালিকের মর্জির বাইরে স্বাধীনভাবে কোন কাজ করার সুযোগ পেতো না। ইসলামই তাদেরকে এ বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে স্বাধীন মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করেছে।

এ ছুটি বেতনসহ হতে হবে। এতে শ্রমিকরা আনন্দ পাবে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন, 'নিশ্চই কষ্ট ও কঠোরতার সাথে সাথেই রয়েছে শিথিলতা ও সহজতা এবং নিশ্চয়ই কষ্ট-কঠোরতার সাথে সাথেই রয়েছে সহজতা। (সূরা আল ইনশিরাহ :৫-৬) তাই পরিশ্রমের পরই শ্রমজীবী মানুষকে বিশ্রাম ও ছুটি দিতে হবে। এ ব্যাপারে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) বলেন, ছুটির ব্যাপারে বর্তমান পদ্ধতি সঙ্গত মনে হচ্ছে যে সারা বছরে নিয়মিত একমাস ছুটি পাওয়া উচিত এবং সবেতনে পনেরো দিন আকস্মিক ছুটি পাওয়া উচিত। তবে ছুটির জন্য অনুমতির ব্যাপারটি লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ের মতোই। বিশ্বস্ততা ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকলে মৌখিক অনুমতি নিলেই চলতে পারে।

৫. বাসস্থান লাভের অধিকার

বাসস্থান প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। প্রত্যেক মানুষের জন্য শীত, রৌদ্র ও বৃষ্টি হতে মাথা গোঁজার জন্য বাসস্থান একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক শ্রমিক তার পরিবার পরিজন নিয়ে মর্যাদা সহকারে একটি স্বাস্থ্যসম্মত ঘরে বসবাস করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আর এ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা মালিক বা সরকারের দায়িত্ব। শ্রমিকদেরকে তাদের এ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। আজকে বর্তমান বিশ্বে কোটি কোটি আদম সন্তান মুক্ত আকাশের নিচে বসবাস করছে। বড় বড় মিল-কারখানার চারপাশে বস্তি তৈরি করা হয়েছে, যেখানে কোন মানুষ বসবাস করতে পারে না। আবার কেউ কেউ শুধুমাত্র শ্রমিকদের জন্য সামান্য মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করলেও তা নজিরবিহীন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। তাই শ্রমিকদের কলোনি দেখলে মনে হয় এরা পৃথিবীর সবচেয়ে অবহেলিত ও নিচু শ্রেণির মানুষ অথচ এই শ্রমিক সমাজই সারা বিশ্বের মানুষের বেঁচে থাকার সামগ্রী জোগান দেয়ার কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। অথচ বাসস্থান সম্পর্কে কুরআনের বাণী হলো, 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের ঘরকে তোমাদের জন্য শান্তির নিকেতন বানিয়েছেন। (সূরা নাহল : ৮০) তাই ইসলাম সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মনোরম ঘরের প্রয়োজনীয়তার প্রতি তাগিদ করেছে। হযরত সালেহ ইবন আবি হাসান হতে বর্ণিত, মহানবী সা. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকে ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, তিনি পরিচ্ছন্নতাকে ভালোবাসেন। তিনি দয়াবান আর দয়াকে তিনি পছন্দ করেন। তিনি দাতা তাই দানকে তিনি পছন্দ করেন। তোমরা তোমাদের ঘরের আঙিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। (তিরমীযি, ৫ম খণ্ড, পৃ.১১১) হযরত উসমান (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'এই বস্তুগুলোর মধ্যে প্রত্যেক আদম সন্তানের অধিকার রয়েছে। বাসস্থানের জন্য ঘর, লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য বস্ত্র এবং স্বাভাবিক খাদ্য ও পানীয়। (তিরমীযি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭১)

৬. শিক্ষার অধিকার

শিক্ষার সুযোগ লাভ প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার থেকে কেউ শ্রমিক সমাজ এবং তাদের উত্তরসূরিদেরকে বঞ্চিত করতে পারে না। মালিক যদি শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সরকারের দায়িত্ব হলো সকল শ্রেণির নাগরিকদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।৩০ সাধারণত একজন শ্রমিকের তিন ধরনের শিক্ষার অধিকার রয়েছে।

ক. সাধারণ শিক্ষা

খ. নৈতিক শিক্ষা

গ. পেশাগত শিক্ষা।

নিম্নে এর বিবরণ তুলে ধরা হলো।

সাধারণ শিক্ষা : বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি পড়াশুনা করলে সাধারণ শিক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষ এসব পড়াশুনার সুযোগ খুব কম পেয়ে থাকে। তাই এ ধরনের শ্রমজীবী, স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিতদের জন্য বয়স্ক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা দরকার। সরকারের পক্ষ থেকে এটা করা একান্ত প্রয়োজন। সরকার করতে ব্যর্থ হলে মালিকপক্ষ বা শ্রমিক ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং সাধারণ জ্ঞান প্রদানের জন্য একটি সিলেবাস করে পরিকল্পিতভাবে একে অপরকে বা যৌথভাবে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

নৈতিক শিক্ষা : নৈতিক শিক্ষা মানুষকে নীতিবান, চরিত্রবান এবং ধার্মিক করে গড়ে তোলে। ভাল কথা, নৈতিকতা, ধর্মের কথা শিক্ষাই হলো নৈতিক শিক্ষা। ধর্মীয় বই পুস্তক যেমন-কুরআন, হাদিস, ইসলামী সাহিত্য, মহাপুরুষদের জীবনী, গুণের কথা, নীতিকথা প্রভৃতি পড়াশুনার মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা যায়। এর জন্যও সিলেবাস ও পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এ ধরনের নৈতিক শিক্ষার ফলে মানুষের বেহুদা খরচ কমে যায়, কাজের প্রতি জবাবদিহিতার মনোভাব তৈরি হয়,

অন্যকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার মনোভাব তৈরি হয়। ফলে পরিবার ও সমাজে শান্তি ফিরে আসে।

পেশাগত শিক্ষা : সাধারণ ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার শ্রমিকদেরকে কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে এবং শ্রমিকদের ছেলে-মেয়ে-সন্তানদেরকেও লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে শ্রমিকগণ দক্ষতা অর্জন করে পদোন্নতি লাভ ও অধিক মজুরি পেতে পারে এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিক অধিক উৎপাদনে সাহায্য করতে পারে। ইসলামী সমাজে সকলের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক। শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ তার দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে এবং পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্যও বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান লাভ করবে। কারণ জ্ঞান অর্জন ছাড়া মানুষ পৃথিবীতে একান্ত অসহায়। এ জন্য পড়ার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার বাণী, 'পড়! তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আলাক-১) তিনি আরো বলেছেন, 'হে নবী! বলে দিন যাদের জ্ঞান আছে এবং যাদের জ্ঞান নেই তারা কি সমান হতে পারে? (সূরা যুমার-৯) তাই নিশ্চিন্তে বলা যায় যে যারা শিক্ষিত শ্রমিক ও কর্মচারী তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব লালন করতে সক্ষম। এতে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং সার্বিকভাবে দেশের উন্নতি সাধিত হবে। হজরত আনাস ইবন মালিক হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'প্রত্যেক নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। (ইমাম ইবনে মাজাহ, আস সুনান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১) অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'দক্ষ কারিগরকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। (আল মুগনী ফিকহ ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর. ১৪০৫ হি. পৃ. ১৬৪) এ জন্য চৌকস ও দক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী তৈরির জন্য প্রশিক্ষণের একান্ত প্রয়োজন। আর এ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে মালিক অথবা দেশের সরকারকে। কারণ এটা তাদের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে শ্রমিক শ্রেণি প্রয়োজনীয় জীবিকা লাভে ব্যর্থ হয়। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকদের সাধারণত অশিক্ষিত রাখা হয় যাতে সহজে শ্রমিক সমাজকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা যায়। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিকদের নাম দেয়া হয় সর্বহারা।

৭. চাকরিতে পদোন্নতি লাভের অধিকার

চাকরিতে পদোন্নতি পাওয়া শ্রমিকদের অন্যতম অধিকার। এতে শ্রমজীবী মানুষেরা কাজে উৎসাহ পায় এবং নিজেদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার সুযোগ পায়। পদোন্নতি যোগ্যতার ভিত্তিতে হওয়াই ইনসাফের দাবি। যোগ্যতার সাথে সাথে চাকরির সিনিয়রিটি ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন। স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতা ও পক্ষপাতিত্ব পরিহার করা অপরিহার্য। সার্বিক উপযুক্ততার বিচারে চাকরিতে পদোন্নতি পাওয়া শ্রমিকদের একটি অধিকার। এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা ইসলামে অপরাধ হিসেবে গণ্য। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন, 'ধন-সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নির্ধারণ করেছেন তোমরা তা নির্বোধ লোকদের হাতে ছেড়ে দিও না। অবশ্য তাদের খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা কর এবং সদুপদেশ দাও। (সূরা নিসা-৫) মূলত নির্বোধ ও অযোগ্য লোকদেরকে প্রশিক্ষণ ও সদুপদেশের মাধ্যমে যোগ্য করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা। তবে পুঁজিবাদী সমাজে চাকরির পদোন্নতি কিছুটা দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল হলেও সমাজতান্ত্রিক দেশে পদোন্নতি অনেকটা তোষামোদির ওপর নির্ভর করে। সেখানে যোগ্যতা অনুপস্থিত।

৮. বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তার অধিকার

যৌবন বয়সে শ্রম দেয়ার পর বৃদ্ধ বয়সে যদি আর আয়ের বা ভোরণ পোষণের কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে এটি সবচেয়ে বড় অমানবিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে। হযরত উমর (রা.) একবার এক ইয়াহুদিকে বুড়ো বয়সে ভিক্ষা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, জিযিয়া ও সাংসারিক প্রয়োজন মিটাতে তাকে ভিক্ষা করতে হচ্ছে। তার কথা শুনে হযরত উমর (রা.) বললেন, তোমার প্রতি আমরা সুবিচার করিনি। তোমার যুবক বয়সে আমরা তোমার কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করেছি আর এখন বৃদ্ধ বয়সে তোমাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি। এ কথা বলে তাকে হাত ধরে সাথে নিয়ে নিজ হাতে খাওয়ালেন এবং তার জন্য ও তার মতো অন্যদের জন্য নিজে এবং গোটা পরিবারের ভরণ পোষণ করার মতো ভাতা মঞ্জুর করে দিলেন। এভাবে ইসলাম বৃদ্ধ বয়সে বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের জন্য পেনশন বা ভাতার প্রচলন করেন।

৯. চাকরির নিরাপত্তার অধিকার

প্রতিটি নাগরিকের চাকরির নিরাপত্তার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের। কেউ বিনা অপরাধে চাকরিচ্যুত হলে তার চাকরির ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তাই বিনা কারণে কোন মালিক যদি

◆◆

বাসস্থান প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। প্রত্যেক মানুষের জন্য শীত, রৌদ্র ও বৃষ্টি হতে মাথা গোঁজার জন্য বাসস্থান একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক শ্রমিক তার পরিবার পরিজন নিয়ে মর্যাদা সহকারে একটি স্বাস্থ্যসম্মত ঘরে বসবাস করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আর এ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা মালিক বা সরকারের দায়িত্ব। শ্রমিকদেরকে তাদের এ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। আজকে বর্তমান বিশ্বে কোটি কোটি আদম সন্তান মুক্ত আকাশের নিচে বসবাস করছে। বড় বড় মিল-কারখানার চারপাশে বস্তি তৈরি করা হয়েছে, যেখানে কোন মানুষ বসবাস করতে পারে না। আবার কেউ কেউ শুধুমাত্র শ্রমিকদের জন্য সামান্য মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করলেও তা নজিরবিহীন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। তাই শ্রমিকদের কলোনি দেখলে মনে হয় এরা পৃথিবীর সবচেয়ে অবহেলিত ও নিচু শ্রেণির মানুষ অথচ এই শ্রমিক সমাজই সারা বিশ্বের মানুষের বেঁচে থাকার সামগ্রী জোগান দেয়ার কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে।

◆◆

কোন শ্রমিককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে তাহলে সে মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার রয়েছে। আবার শ্রমিকদের কোন অপরাধ হলে তার বিচার করার অধিকার সরকারের, শুধু মালিকের ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। এ ব্যাপারে কুরআানের বাণী হলো, 'ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমাদের অধীন, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর। (সূরা শু'আরা-২১৫) হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'আল্লাহর রাসূল সা. আমার ঘরে বসে দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ! যাকে আমার উম্মতের কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয় অতঃপর সে তাদের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করে তুমিও তার প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন কর আর যে তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার পর তাদের প্রতি নরম ও কোমল আচরণ করে তুমিও তার প্রতি কোমল আচরণ কর। (সহীহ মুসলিম, ৬ষ্ঠ খন্ড,পৃ.৭) একজন শ্রমিককে চাকরিচ্যুতি করে তাকে এবং তার পরিবারকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে মানবেতর জীবন যাপনের পথে ঠেলে দেয়া সত্যিই নিষ্ঠুর ও অমানবিক কাজ। তাই অপরাধী ব্যক্তিকে সংশোধনের মাধ্যমে চাকরিতে বহাল রাখা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭) এ মর্মে ইবন উমার বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা. নিকট এসে বললেন হে আল্লাহর নবী আমার কিছু গোলাম আছে, যারা অন্যায় ও জুলুম করে, আমি কি তাদেরকে আঘাত করব? মহানবী সা. বলেন, 'তোমাদের অধীনজন যদি সত্তর বারও অপরাধ করে তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। (মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০) অথচ ইসলাম ছাড়া অন্যান্য মতবাদে শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা মালিকদের খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে। এখানে শুধু মালিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য মেহনতি মানুষকে ব্যবহার করা হয়।

১০. স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার

ইসলাম মানবসমাজ থেকে সব ধরনের দাসত্ব দূর করে সকল মানুষকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে স্বাধীনতা প্রদান করেছে। এ কারণে অর্ধ-পৃথিবীর শাসক হযরত উমর (রা.) সিরিয়ার পথে উট চালককে নিজের স্থানে বসিয়ে নিজেই উটের রশি ধরে মরুভূমির মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে চলেছিলেন। এ মর্মে আল্লাহর ঘোষণা হলো, 'তাদের ওপর হতে তিনি সে বোঝা সরিয়ে দেন যা তাদের ওপর চাপানো ছিল এবং সে বাধা ও বন্ধনসমূহ খুলে দেন যাতে তারা বন্দী ছিল। (সূরা আ'রাফ : ১৫৭) একদা হযরত উমর (রা.)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি মিসর বিজেতা আমর বিন আস (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে খলিফা হযরত উমর (রা.) আসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কবে থেকে তাদেরকে গোলাম বানিয়েছ তাদের মায়েরা তো তাদেরকে স্বাধীন অবস্থায় জন্ম দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এ শিক্ষারই পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তোমাকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তুমি স্বাধীন হয়েই থাক।' একই ভাবে ফারসি দার্শনিক 'রুশো' বলেছিলেন, মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্ম নেয়। ইসলামের স্বর্ণযুগেও একজন বৃদ্ধা হযরত উমর (রা.)-কে সমবেত জনতার সামনে প্রশ্ন করেছিলেন হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি দু'টি কাপড় পেয়েছেন আমার মত গরিব মানুষ মাত্র একটি কাপড় পেয়েছি। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা.) আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করলেন এ জন্য যে, মুসলিম জাতির এমন লোকও আছে যে খলিফার সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। অতঃপর তিনি তার পুত্রকে এ অভিযোগের জবাব দিতে বললেন, এ সময় তার পুত্র হাসি মুখে দাঁড়িয়ে জবাব দিলেন, সাধারণ মানুষের মত আমিরুল মুমিনিনও একটি কাপড় পেয়েছিলেন কিন্তু যেহেতু তিনি দীর্ঘকায় তাই আমার নিজের কাপড়টি তাকে দান করেছি। প্রাচীন গ্রিক ও মিসরীয় সভ্যতায় দাসদের বাকস্বাধীনতা ছিল না। মধ্যযুগে গির্জার প্রভাবাধীনে যখন ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ পরিচালিত হতো তখন সেখানে সাধারণ শ্রেণির মানুষের বাকস্বাধীনতা স্বীকার করা হতো না। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও দূরবীন আবিষ্কারের পর তার উদ্ভাবিত সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ খ্রিষ্টান যাজকগণ প্রচার করতে না দিয়ে তাকে বন্দী করে রেখেছিল। অনুরূপ ভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশে এবং শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক শাসিত দেশসমূহে কৃষ্ণাঙ্গদের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল। অথচ ইসলাম যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণা, বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাকশক্তি ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনের নির্দেশ হলো, 'আল্লাহ খারাপ কথা প্রকাশ পছন্দ করেন না। তবে মজলুম কর্তৃক জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পছন্দ করেন।' (সূরা নিসা ১৪৮) একদিন হযরত উমর (রা.) ভাষণ দিতে গিয়ে উচ্চ স্বরে বলে ওঠেন, আমি যদি দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ি তাহলে তোমরা কী করবে? এ কথা শুনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তরবারি কোষমুক্ত করে বলল, এ তরবারি দিয়ে তোমার শির উড়িয়ে দেবো। ধমকের সুরে উমর (রাঃ) বললেন, তুমি কি আমার সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারলে ! লোকটি নির্ভীকচিত্তে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার সম্পর্কে বলছি। এ জবাব শুনে হযরত উমর (রা.) বলে উঠলেন, আলহামদুলিল্লাহ! এ জাতির মধ্যে এমন লোকও আছে যে আমি বক্র পথে চললে সে আমাকে সোজা করে দিবে। বর্তমান নিয়মতান্ত্রিক ইংল্যান্ডের আইনে এখনো বলা হয়- The king can do no wrong অথচ রাসূলুল্লাহ সা. শিখিয়ে গেছেন কোন মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়।

১১. পেশা গ্রহণের অধিকার

শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে হলে তাদেরকে পেশা গ্রহণের অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম অত্যন্ত উদরতার পরিচয় দিয়েছে। ইসলামী সমাজের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো এই যে, ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পছন্দসই পেশা গ্রহণের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। আল কুরআনে হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মূসা (আ.) জবাব দিলেন আমার ও আপনার মধ্যে এ কথা ঠিক হয়ে গেল! এ দু'টি মেয়াদের মধ্যে আমি যেটাই পূর্ণ করব তারপর আমার প্রতি আর কিছু বৃদ্ধি হতে পারবে না। আর যেসব কথাবার্তা আমরা ঠিক করেছি, আল্লাহ সে বিষয়ে নেগাহবান রয়েছেন।' (সূরা কাসাস :২৮) মোট কথা হযরত মূসা (আ.) একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে তার মতামত স্বীয় মালিককে জানিয়ে দিলেন। তাছাড়া বকরি চরানো একটি সাধারণ পেশা হলেও প্রত্যেক নবীই সে পেশা অবলম্বন করেছেন। তাইতো হযরত আলী (রা.) গর্বের সাথে বলতেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সা. অভুক্ত রয়েছেন এ সংবাদ শোনার সাথে সাথে আমি মজুরির তালাশে বেরিয়ে গেলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল রাসূলের জন্য কিছু রোজগার করে নিয়ে আসা। আমি একজন ইয়াহুদির সাথে প্রতি বালতি পানির মজুরি একটি করে খেজুর নির্দিষ্ট করে নিলাম এবং সেই হিসেবে সতেরো বালতি পানি কুয়া থেকে উঠিয়ে সতেরোটি খেজুর লাভ করলাম। ঘরে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সা. এর খিদমতে খেজুরগুলো পেশ করলে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়েই সেগুলো খেয়েছিলেন। (ইবনে মাজাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১২)

১২. সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার

সংগঠন হচ্ছে এক প্রকার বুদ্ধিভিত্তিক শ্রম। যোগ্য ও উপযুক্ত সংগঠক ব্যতীত কোন দেশেই ব্যাপকভাবে সম্পদ উৎপাদন করা

সম্ভব নয়। এ কারণেই অর্থনীতিবিদরা সংগঠনকে উৎপাদনের একটি পৃথক উৎস বলে মনে করে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার রয়েছে। ইসলামে ট্রেড ইউনিয়ন ও সংগঠনের গুরুত্ব স্বীকৃত। যেমন নামাজের মধ্যে ইমামতি করা, রাষ্ট্রের মধ্যে খিলাফত ও হজের মধ্যে ইমারাত এসব কিছুতেই ইসলামী সংগঠনের পরিচয় মেলে। হযরত উমর (রা.) বলেছেন, "হে পৃথিবীবাসীরা! নিশ্চয় সংগঠন ব্যতীত ইসলাম হয় না, ইমারত ব্যতীত সংগঠন হয় না এবং আনুগত্য ব্যতীত সংগঠন হয় না।" (সুনানু দারেমী ১ম খন্ড ৯১ পৃষ্ঠা) ইসলামই প্রতিটি মানুষকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার প্রদান করেছে। ইসলামের দেয়া স্বাধীনতার আওতায় প্রত্যেক শ্রমিককে স্বাধীনভাবে সংগঠন করা ও যেকোন সংগঠনে যোগদান করার অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলাম প্রতিটি মানুষকে একতাবদ্ধভাবে চলার জন্য উৎসাহিত করেছে। কেননা যেকোনো কল্যাণমূলক কাজই মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে ইসলামের দেয়া ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায় করার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তাই শ্রমিকরা ইসলামের দেয়া অধিকার আদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। যাতে কেউ শ্রমিকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করলে শ্রমিক সংগঠন তা প্রতিহত করতে পারে। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার থাকলেও পুঁজিপতিদের অর্থের লোভে এবং ষড়যন্ত্রের কারণে শ্রমিক নেতারা সাধারণ শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের পথকে রুদ্ধ করে দেয়। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশে সরকার নিজে মিল-কারখানার মালিক হওয়ার সেখানে শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে সংগঠন করার কোনো অধিকার নেই।

“ইসলামই প্রতিটি মানুষকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার প্রদান করেছে। ইসলামের দেয়া স্বাধীনতার আওতায় প্রত্যেক শ্রমিককে স্বাধীনভাবে সংগঠন করা ও যেকোন সংগঠনে যোগদান করার অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলাম প্রতিটি মানুষকে একতাবদ্ধভাবে চলার জন্য উৎসাহিত করেছে। কেননা যেকোনো কল্যাণমূলক কাজই মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে ইসলামের দেয়া ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায় করার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তাই শ্রমিকরা ইসলামের দেয়া অধিকার আদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। যাতে কেউ শ্রমিকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করলে শ্রমিক সংগঠন তা প্রতিহত করতে পারে।”

১৩. সুবিচার বা ন্যায়বিচার লাভের অধিকার

ইসলাম ন্যায়বিচার লাভের অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। যাতে কোন অসহায় শ্রমিকের অধিকার যেন অন্যায়ভাবে কেউ ক্ষুণ্ন করতে না পারে। কারণ একজন অসহায় শ্রমিকের মালিক অনেক শক্তিশালী, অনেক সম্পদের অধিকারী। সমাজে তার অনেক প্রভাব থাকে। তাই অসহায় শ্রমিক তার নিকট ইনসাফ নাও পেতে পারে। Might is right শক্তিই সত্য হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ মর্মে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন, "তোমরা যখন লোকদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করবে তখন অবশ্যই ন্যায়-বিচার করবে।" (সূরা নিসা : ৫৮) সুতরাং ন্যায়বিচার পাওয়া একজন শ্রমিকের মৌলিক অধিকার। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আরো বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে ন্যায়-নীতি নিয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও। আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও। তোমাদের সুবিচার যদি তোমাদের নিজেদের পিতা-মাতা-নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেও হয়। আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরিব যাই হোক না কেন তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহ উত্তম। তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে ন্যায়বিচার হতে বিরত থেকো না।" (সূরা নিসা-১৩৫) সূরা মায়িদায় আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার ঘোষণা হলো, "কোন বিশেষ শ্রেণির লোকদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কোন রকম অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে।" (সূরা মায়িদাহ-৮) হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "তোমরা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলের ওপরে আল্লাহর দণ্ডবিধি কার্যকরী কর। আল্লাহর ব্যাপারে যেন কোন নিন্দুকের নিন্দা তোমাদেরকে বাধা দিয়ে রাখতে না পারে।" (ইবনে মাজাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৬) আজকের বিশ্বে ন্যায়-বিচার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ ক্ষমতার দাপট বা অর্থের বিনিময়ে বিচারের রায় কেনাবেচা হয়ে থাকে। তাই গরিব ও শ্রমিক সমাজ ন্যায়-বিচার লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এ জন্য বিখ্যাত রুশীয় কমিউনিস্ট নেতা মি: ভাইসিনস্কি বলেছিলেন, আমাদের দেশের আদালত যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় তখন তাদের সামনে কোন ন্যায়নীতির মাপকাটি থাকে না বরং মূল লক্ষ্য হলো সাধারণত রুশ সরকারের নীতি মর্যাদা সমুন্নত রাখা।

১৪. শ্রমিকের ক্ষতি পূরণ পাওয়ার অধিকার

কর্মস্থলে দুর্ঘটনার কারণে শ্রমিকের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যদি ক্ষতি হয়ে যায় বা পেশাগত কারণে রোগ হয়ে যায় বা মারা যায় তাহলে সে জন্য মালিককে ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। এটা শ্রমিকের অধিকার। অন্যথায় মালিক অসমর্থ হলে সরকারকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

(পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্ত)

লেখক : শিক্ষাবিদ ও গবেষক।

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয় ও প্রতিবেশীর হক

ড. সৈয়দ এ.কে.এম সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী

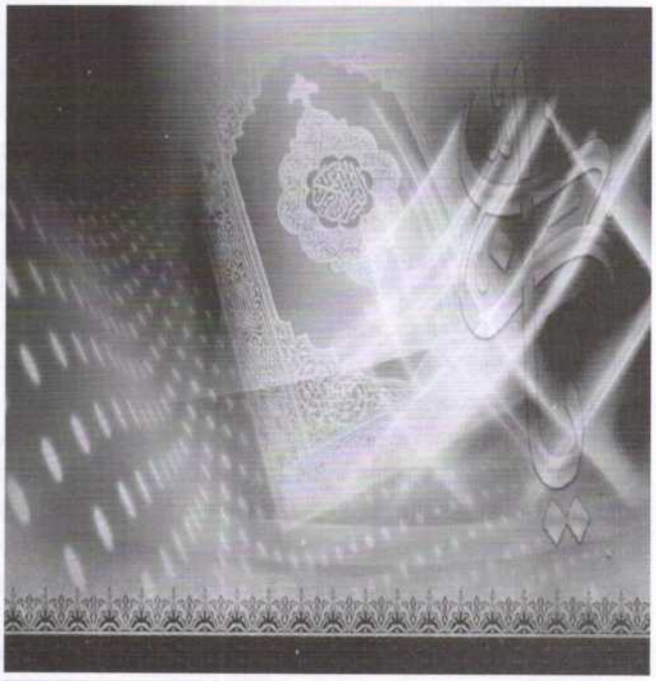

আত্মীয়ের হক

মানুষ জীবন রক্ষা এবং জীবন উন্নয়নের তাগিদেই পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য। এই বাধ্যবাধকতাই মানুষকে প্রথমে পরিবার, অতঃপর চক্র, সংঘ, সমাজ এবং রাষ্ট্রগঠনে অনুপ্রাণিত করে। যে বন্ধনের মাধ্যমে পরিবারের ভিত্তি রচিত হয়, সেই বন্ধনকে মূলত আত্মীয়তার বন্ধন বলে। আত্মীয় শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বজন, কুটম্ব, জ্ঞাতি ইত্যাদি। সহজ কথায় আত্মীয় হচ্ছে তারা, যাদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, তারা সম্পদের উত্তরাধিকারী হোক বা না হোক, মাহরাম হোক বা না হোক। আত্মীয়তা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Relationship। Relationship এর সংজ্ঞা Oxford অভিধানে বলা হয়েছে- "The way is which two people, groups or countries behave forwards each other or deal with each other".

আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রধানত দুই প্রকার। প্রথমত: রক্ত সম্পর্কীয় বা বংশীয়। যেমন: পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচা-চাচী, মামা-মামী, খালা, ফুফু, ভাই-বোন ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত: বিবাহ সম্পর্কীয়। যেমন: শ্বশুর-শাশুড়ি, শ্যালক-শ্যালিকা ইত্যাদি। পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারী হওয়ার দিক থেকেও আত্মীয় দুই প্রকার। প্রথমত: উত্তরাধিকারী আত্মীয়, যেমন– পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, কন্যা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত: উত্তরাধিকারী নয় এমন আত্মীয়, যেমন– চাচা-চাচী মামা-খালা ইত্যাদি। মিসর বিজয়ের আগে রাসূল (সা) সাহাবাদের উদ্দেশে বলেন, "নিশ্চয়ই তোমরা অচিরেই মিসর জয় করবে। সেটা এমন এক ভূমি যাকে 'কবিরাত্ব' বলা হয়। অর্থাৎ যেখানে দিনার-দিরহামের প্রাচুর্য রয়েছে। যখন তোমরা সেটা জয় করবে, তখন সেখানকার অধিবাসীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। কেননা তাদের সাথে তোমাদের জ্ঞাতি সম্পর্ক রয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন, বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ ইসমাইল (আ) এর মাতা হাজেরার দিক দিয়ে বংশীয় বা রক্ত সম্পর্ক এবং রাসূল (সা) পত্নী মারিয়া কিবতিয়ার দিক দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক।' রাসূল (সা) আরও বলেন, "যে লোক রিজিকে প্রাচুর্য ও দীর্ঘ জীবন প্রত্যাশা করে তার উচিত আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখা (মেশকাত)।" তিনি অন্যত্র বলেন, "যে লোক নিজের রিজিক ও আয়ুতে বরকত কামনা করবে তার পক্ষে 'সেলায়ে রেহমি' বা নিকট আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা উচিত।" (বোখারি) এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন, "হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক আত্মা থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে যাও। আর ভয় কর রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ব্যাপারে, তাদের হক আদায় করে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের (পর্যবেক্ষক) সকল খবর জানেন।" (সূরা নিসা-১) আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোনো কিছুকে তার শরিক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক ও অহংকারীকে।" (সূরা নিসা-৩৬) আত্মীয়ের হক প্রসঙ্গে সূরা বনি ইসরাইলের ২৬-২৭ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ আরও বলেন, "তোমরা আত্মীয়স্বজনের হক আদায় করে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরের হকও আদায় কর। আর কোনোভাবেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।

মিসর বিজয়ের আগে রাসূল (সা) সাহাবাদের উদ্দেশে বলেন, "নিশ্চয়ই তোমরা অচিরেই মিসর জয় করবে। সেটা এমন এক ভূমি যাকে 'কবিরাত্ব' বলা হয়। অর্থাৎ যেখানে দিনার-দিরহামের প্রাচুর্য রয়েছে। যখন তোমরা সেটা জয় করবে, তখন সেখানকার অধিবাসীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। কেননা তাদের সাথে তোমাদের জ্ঞাতি সম্পর্ক রয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন, বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ ইসমাইল (আ) -এর মাতা হাজেরার দিক দিয়ে বংশীয় বা রক্ত সম্পর্ক এবং রাসূল (সা) পত্নী মারিয়া কিবতিয়ার দিক দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক।' রাসূল (সা) আরও বলেন, "যে লোক রিজিকে প্রাচুর্য ও দীর্ঘ জীবন প্রত্যাশা করে তার উচিত আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখা (মেশকাত)।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন, "মহান আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করে যখন অবসর হলেন, তখন আত্মীয় সম্পর্ক দাঁড়িয়ে বলল, আপনার নিকট সম্পর্কচ্ছেদ হতে রক্ষা প্রার্থীর এটাই উত্তম স্থান। অতঃপর, আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে-আমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবো। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে আমিও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবো। অতঃপর সে (আত্মীয়তার সম্পর্ক) বলল, অবশ্যই হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তাই হউক।" (বোখারি ও মুসলিম) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের পরিণতি প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সূরা মুহাম্মদের ২২ ও ২৩ নম্বর আয়াতে বলেন, "অতএব, যদি তোমরা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হও, তবে কি তোমাদের এ আকাঙ্খা আছে যে, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের পারস্পরিক আত্মীয়তা ছিন্ন করে ফেলবে? আর যারা এরূপ করবে, তাদের ওপর আল্লাহর অভিশম্পাত বর্ষিত হবে। আর এ ধরনের লোকদেরকেই বধির এবং অন্ধ করে দেয়া হবে।" আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ধরন প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেন, "তাকে প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী বলা যেতে পারে না যে শুধু ততটুকুই করে-যতটুকু তার আত্মীয় তার সাথে করে থাকে। বরং প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী তাকেই বলা যেতে পারে, যে ব্যক্তি তার আত্মীয় তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সে তা রক্ষা করে চলে।" (বোখারি) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স) কে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার এমন কিছু আত্মীয় আছে, যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলি, আর তারা আমার সাথে ভালো ব্যবহার করে না। আমি সহিষ্ণুতার সাথে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিই, কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খের মতো ব্যবহার করে। (এখন আমি কী করবো?)। রাসূল (সা) বললেন, ঘটনা (যদি) এমনই হয়ে থাকে যা তুমি বলেছ, তাহলে তুমি যেন তাদের ওপর উত্তপ্ত ছাই নিক্ষেপ করছ। অর্থাৎ তোমার ধৈর্যের আগুন তাদেরকে শেষ করে দিবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার সাথে তাদের বিরুদ্ধে একজন সাহায্যকারী (ফেরেশতা) মজুদ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত (যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি) এর ওপর বহাল থাকবে।" (মুসলিম)

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ফরজ, সুন্নত এবং মানদুব বা বৈধ। পিতা-মাতা, ভাই-বোনসহ অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা ফরজ। নিকট আত্মীয় ব্যতীত অন্যান্য সকল আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা সুন্নত এবং কাফির-মুশরিক, পিতা-মাতা বা নিকট আত্মীয়ের সাথে ঈমানদার সন্তানের সুসম্পর্ক বজায় রাখা মানদুব বা বৈধ। আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য পরিকল্পিতভাবে কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। তাহলে আর কোনো আত্মীয় স্বজনই সম্পর্কের বাহিরে বিচ্ছিন্ন থাকবে না। প্রথমত: সকল নিকট এবং দূরবর্তী আত্মীয়দের ফোন নম্বরসহ তালিকা তৈরি করা। দ্বিতীয়ত: দরিদ্র আত্মীয়দের বিশেষভাবে চিহ্নিত করা। তৃতীয়ত: প্রত্যেক আত্মীয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। গড়ে বছরে অন্তত একবার করে হলেও সকল আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া। চতুর্থত: দরিদ্র আত্মীয়দের সম্ভবপর আর্থিক সহযোগিতা করা। অন্যান্য সচ্ছল আত্মীয়দের বাড়িতেও হাদিয়া নিয়ে যাওয়া। পঞ্চমত: অসুস্থ অথবা ঋণগ্রস্ত আত্মীয়দের পাশে ছায়ার মতো থাকা। ষষ্ঠত: সকল আত্মীয়দের নিয়মিত দাওয়াত দেয়া এবং বেড়াতে এলে সম্মানজনক আতিথেয়তার ব্যবস্থা করা এবং উত্তম আচরণ করা। সপ্তমত: সব ধরনের দাম্ভিকতা ও অহঙ্কার থেকে মুক্ত থেকে আত্মীয়দের সাথে সব সময় বিনয়ী ও নম্র আচরণ করা। অষ্টমত: নিজে জাহান্নাম থেকে বাঁচা এবং আত্মীয়দের জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নবমত: আত্মীয়-স্বজন পাপিষ্ঠ হলে তাদেরকে পাপের পথ থেকে ফেরানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দশমত: আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হলে তাদের জানাজায় যাওয়া, তাদের এতিম সন্তানদের লালন পালনে যথাযথ ভূমিকা পালন করা।

প্রতিবেশীর হক

মানুষ সামাজিক জীব। আর প্রতিবেশী মানব সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামী শরিয়ত যেমনি পরিবারে পরস্পর পরস্পরের ওপর (পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের আবার সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আবার স্ত্রীর প্রতি স্বামীর) হক নির্ধারণ করেছে, তেমনি এক প্রতিবেশীর ওপরও অন্য প্রতিবেশীর হক নির্ধারণ করে দিয়েছে। মূলত একজন মুসলমানের জন্য তিন ধরনের প্রতিবেশী রয়েছে-আবার তাদের হকও তিন ধরনের। প্রথমত: অমুসলিম প্রতিবেশী। তাদের রয়েছে এক হক। নাস্তিক, কাফের, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইহুদি যেই হউক না কেন প্রতিবেশী মানুষ হওয়ার কারণে তাদের হক রয়েছে। দ্বিতীয়ত: মুসলিম প্রতিবেশী। তাদের রয়েছে দুই হক। প্রতিবেশী মানুষ হিসেবে এক হক এবং মুসলিম হিসেবে আরেক হক। তৃতীয়ত: মুসলিম আত্মীয় ও প্রতিবেশী। তাদের রয়েছে তিন হক। প্রতিবেশী মানুষ হিসেবে এক হক, মুসলিম হিসেবে আরেক হক এবং আত্মীয় হিসেবে হক। নিজের ঘরের কেন্দ্র হতে চার দিকের নিকটবর্তী (বৃত্তের নিকটস্থ) ৪০ পরিবার প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (সা) বলেন, "জিবরাইল (আ) আমাকে প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে এতো বেশি তাগিদ করেছেন যে, আমার কাছে মনে হয়েছে, প্রতিবেশীকে সম্পদের অংশীদার (মিরাসের অংশ নির্ধারণ করে দেওয়া) বানিয়ে দিবে।" (বোখারি ও মুসলিম)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, "যে স্বীয় প্রতিবেশীর দৃষ্টিতে ভালো, সেই লোক সর্বোত্তম প্রতিবেশী।" (মুসনাদে আহমেদ)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, "ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে।" রাসূল (সা) একবার হযরত আবু যর (রা) কে বললেন, হে আবু যর! তুমি তরকারি রান্না করলে ঝোল বাড়িয়ে দিবে এবং তোমার প্রতিবেশীকে তাতে শরিক করবে (মুসলিম)। রাসূল (সা) একবার মহিলাদের সমাবেশে বক্তৃতা কালে বলেন, হে মুসলিম নারীগণ! তোমাদের কেউ যেন প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিতে সংকোচবোধ না করো। যদিও তা বকরির খুরের মত একটি নগণ্য বস্তু হয়।" (বোখারি) অন্য হাদিসে এসেছে, তিনি সাহাবাদের লক্ষ্য করে বলেন, "তোমরা (পরস্পর) হাদিয়া আদান-প্রদান কর। এর মাধ্যমে তোমাদের মাঝে হৃদ্যতা সৃষ্টি হবে (বোখারি)। দরিদ্র প্রতিবেশীদের খানা খাওয়ানোর বিষয়ে রাসূল (সা) বার বার তাগিদ দিয়েছেন। তিনি পবিত্র কোরআনের সূরা মুদ্দাচ্ছির এর ৪২ নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে সাহাবাদের "সাকার" নামক জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন-"যারা দরিদ্রকে খানা খাওয়ায় না তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে।" কেননা কোরআনে বলা হয়েছে "জাহান্নামিকে জিজ্ঞেস করা হবে কোন বিষয় তোমাদেরকে 'সাকার' নামক জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিয়েছে? (উত্তরে তারা বলবে) আমরা নামায পড়তাম না এবং দরিদ্রদের খানা খাওয়াতাম না (সূরা মুদ্দাচ্ছির)। শুধু খানা খাওয়ানো নয় বরং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রতিবেশীকে ধার দেয়ার বিষয়ে তাগিদ দিয়ে মহান আল্লাহ কোরআনের সূরা মাউনে বলেন, "দুর্ভোগ সে সকল নামাজির জন্য-যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে গাফেল, যারা লোকদেখানোর জন্য কাজ করে এবং যারা নিত্য প্রয়োজনীয় মামুলি জিনিসপাতি (আদান প্রদানে) ধার প্রদানে বিরত থাকে।"

কোনো প্রতিবেশী যদি জমি বিক্রি করতে চায় তবে প্রথমে তা নিকটতম প্রতিবেশীকে জানাতে হবে-এটা হলো তার হক । এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেন, "কেউ যদি তার জমি বিক্রয় করতে চায় সে যেন তার প্রতিবেশীকে জানায় ।" (ইবনে মাজা) রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা মন্দ প্রতিবেশী থেকে মহান আল্লাহর নিকট পানা চাও । তিনি আরও বলেন, "পৃথিবীতে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির নিদর্শন ৪টি । প্রথমত: নেককার স্ত্রী, দ্বিতীয়ত: প্রশস্ত বাড়ি, তৃতীয়ত: সুন্দর বাহন, চতুর্থত: উত্তম প্রতিবেশী ।" প্রতিবেশীকে কোনোভাবেই কষ্ট দেয়া যাবে না । রাসূল (সা) বলেন, "কেয়ামতে প্রথম বিচার শুরু হবে এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অন্য প্রতিবেশীর অভিযোগ দিয়ে ।" তিনি আরও বলেন, "যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং আখেরাতের বিশ্বাস করে সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় ।" (বোখারি) । এক সাহাবা বলল, হে আল্লাহর রাসুল! "আমার প্রতিবেশী যদি আমাকে কষ্ট দেয় তাহলেও কি আমি তার হক আদায় করবো? উত্তরে রাসূল (সা) বললেন, তোমার প্রতিবেশী যদি প্রতিদিন তুমি ঘর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে তোমার মুখে ছাই নিক্ষেপ করে তবুও তুমি তার হক আদায় করবে । এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেন, "তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ (অত্যন্ত) পছন্দ করেন, তার মধ্যে এক ব্যক্তি হলো ঐ ব্যক্তি, যার একজন মন্দ প্রতিবেশী রয়েছে, সে তাকে কষ্ট দেয়,-তখন ঐ ব্যক্তি সবর করে ও আল্লাহর সওয়াবের আশা রাখে । এক পর্যায়ে ঐ প্রতিবেশীর মৃত্যু বা অন্যত্র চলে যাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে মুক্তি দেয় ।" (মুসনাদে আহমদ)

প্রতিবেশীর ওপর প্রতিবেশীর হক এত বেশি যে দূরে কোথাও কেউ চুরি করলে বা জেনা করলে যে গুনাহ প্রতিবেশীর সম্পদ চুরি বা প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে জেনা করলে দশগুণ গুনাহ হবে । এ প্রসঙ্গে হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) বলেন, "রাসূল (সা) তাঁর সাহাবাদের জেনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন । তারা বললো, তাতো হারাম । আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা হারাম ঘোষণা করেছেন । তখন রাসূল (সা) বললেন, কোনো ব্যক্তি দশজন নারীর সাথে জেনা করলে যে গুনাহ হবে প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে (একবার) জেনা করলে তার চাইতে বেশি মারাত্মক গুনাহ হবে । তারপর রাসূল (সা) সাহাবাদের চুরি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তারা বললো তাতো হারাম । আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা হারাম ঘোষণা করেছেন । তখন রাসূল (সা) বললেন, দশ বাড়িতে চুরি করা যে অন্যায় প্রতিবেশীর বাড়িতে (একবার) চুরি করা তার চাইতে অনেক বেশি অন্যায় (মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী) । প্রতিবেশীর জমি দখল প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি দখল করবে, কেয়ামতের দিন ঐ জমির সাত তবক পরিমাণ তার গলায় বেড়ি আকারে পরিয়ে দেয়া হবে ।" (মুসলিম) ।

প্রতিবেশীর সাথে মন্দ আচরণ শুধু আমলই বরবাদ করে না বরং ব্যক্তিকে জাহান্নামি করে । এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "এক ব্যক্তি রাসূল (সা) এর নিকট এসে বলল, এক নারী বেশি বেশি (নফল) নামাজ পড়ে, রোযা রাখে, দুই হাতে দান করে । কিন্তু জবান দ্বারা নিজের প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয় । (তার অবস্থা কী হবে?) । রাসূল (সা) বললেন, সে জাহান্নামে যাবে । আরেক নারী বেশি নফল নামাজও পড়ে না, খুব বেশি দান-সাদকাও করে না, সামান্য দু'এক টুকরা পনির দান করে । তবে সে জবান দ্বারা প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয় না । (এই নারীর ব্যাপারে কী বলেন?) । রাসূল (সা) বললেন, সে জান্নাতি ।" (বোখারি, মুসনাদে আহমদ) । রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ ঢেকে রাখে, আল্লাহও কেয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন (মুসলিম) । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা) বলেন, নবী (সা) এক ব্যক্তিকে বললেন, "যখন তুমি শুনতে পাবে তোমার প্রতিবেশী বলছে তুমি ভালো করছ, তবে প্রকৃতই তুমি ভালো করছ । আর যখন শুনতে পাবে তুমি মন্দ করছ তবে মনে করবে প্রকৃতই তুমি মন্দ করছ ।" (ইবনে মাজা)

পরিশেষে যে বিষয়টি আলোকপাত করতে চাই, তা হলো, ইসলাম আদর্শমূলে সমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে । একটি আদর্শ সমাজের মূল ভিত্তি হলো পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতা, যা একে অপরের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে । সে জন্য ইসলাম প্রতিবেশীর হকের বিষয়ে এতোটা তাগিদ দিয়েছে । আর প্রতিবেশী নির্ধারণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে । যেখানে সেখানে, যেকোনো পরিবেশে গিয়ে জায়গা কিনে বাড়ি করার আগে ভাবতে হবে যারা আপনার প্রতিবেশী হবে-তাদের জীবন দর্শন আর আপনার জীবন দর্শন এক কি না? তাদের জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য আর আপনার জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি আছে কিনা? মনে রাখবেন, আপনি যদি প্রতিবেশী নির্ধারণে অবস্তুগত সংস্কৃতির বিষয়টি গুরুত্ব না দেন-তবে আপনি অবশ্যই আপনার জন্য স্থায়ী বিপদ ডেকে আনলেন । মহান আল্লাহ আমাদেরকে প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করে-তাদের যথাযথ হক আদায় করে জান্নাতি হওয়ার তৌফিক দিন । আমিন ।

লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ।

প্রতিবেশীর সাথে মন্দ আচরণ শুধু আমলই বরবাদ করে না বরং ব্যক্তিকে জাহান্নামি করে । এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "এক ব্যক্তি রাসূল (সা) এর নিকট এসে বলল, এক নারী বেশি বেশি (নফল) নামাজ পড়ে, রোযা রাখে, দুই হাতে দান করে । কিন্তু জবান দ্বারা নিজের প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয় । (তার অবস্থা কী হবে?) । রাসূল (সা) বললেন, সে জাহান্নামে যাবে । আরেক নারী বেশি নফল নামাজও পড়ে না, খুব বেশি দান-সাদকাও করে না, সামান্য দু'এক টুকরা পনির দান করে । তবে সে জবান দ্বারা প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয় না । (এই নারীর ব্যাপারে কী বলেন?) । রাসূল (সা) বললেন, সে জান্নাতি ।" (বোখারি, মুসনাদে আহমদ) । রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ ঢেকে রাখে, আল্লাহও কেয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন (মুসলিম) । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা) বলেন, নবী (সা) এক ব্যক্তিকে বললেন, "যখন তুমি শুনতে পাবে তোমার প্রতিবেশী বলছে তুমি ভালো করছ, তবে প্রকৃতই তুমি ভালো করছ । আর যখন শুনতে পাবে তুমি মন্দ করছ তবে মনে করবে প্রকৃতই তুমি মন্দ করছ ।" (ইবনে মাজা)

নারী শ্রমিকের অধিকার ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস

অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

"বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর অর্ধেক তার নারী।"
–কাজী নজরুল ইসলাম

প্রাচীনকাল হতে আধুনিক যুগ আজ অবধি সর্বক্ষেত্রে নারীদের অবদান। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীরাই বেশি এগিয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য নারীরা সব জায়গায় অবহেলিত ও তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। দেশের বিভিন্ন সেক্টরে নারীরা নিয়োজিত।

পোশাক কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের একটি বড় অংশ নারীশ্রমিক। মূলত নারীশ্রমিকরাই পোশাক কারখানায় মূল শ্রমশক্তি।

আইনে নারীশ্রমিকদের যে অধিকারগুলো দেয়া আছে তার অনেকগুলোই বর্তমানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। একজন সাধারণ শ্রমিকের যে অধিকার আছে, নারীশ্রমিকের সে অধিকারগুলোর পাশাপাশি আরো কিছু বিশেষ অধিকার আছে। অধিকারগুলো একজন নারীশ্রমিককে কারখানায় বা কর্মস্থালে কাজ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

কিন্তু অনেক নারীই তাদের শ্রমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। একজন নারীশ্রমিক গর্ভাবস্থায় তার প্রাপ্য ছুটি থেকে বঞ্চিত হন– এমন প্রতিবেদন আমরা মাঝে মধ্যেই দেখি। বেতনসহ ছুটি পান না অনেক নারীশ্রমিক। শুধু তাই নয়, গর্ভাবস্থায় তারা চাকরি হারানো ঝুঁকিতেও থাকেন। কিন্তু তারপরও এর কোনো প্রতিকার নেই।

নারী এখন রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে গাড়িচালনা সবক্ষেত্রেই সমান পারদর্শী। শ্রমের সবকটি বিভাগেই রয়েছে তার সমান পদচারণা। কিন্তু তারপরও বিরাজ করছে তার অধিকার বঞ্চনা। শুধু কর্মস্থলেই নয়, নিজ ঘরেই পরবাসী এদেশের অধিকাংশ নারী। তৃণমূলের চিত্র আরো ভয়াবহ।

নারীর অর্থনৈতিক অসচ্ছলতাই এর মূল কারণ। এ সক্ষমতা অর্জনের জন্যই প্রয়োজন নারীর কর্মের অধিকার তথা শ্রম অধিকার। যত বেশিসংখ্যক নারী কর্মজগতে প্রবেশ করবে ততোই নারী তথা রাষ্ট্রের কল্যাণ। অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব না।

বৈষম্যমুক্ত কর্মপরিবেশ নারীকে এগিয়ে নেবে উন্নয়নের দিকে।

কিন্তু বাস্তবে আমরা এমন একটি বৈষম্যমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারিনি। বৈষম্য রয়েছে বেতন ও মজুরির ক্ষেত্রেও। নারীরা একজন পুরুষকর্মীর চেয়ে প্রায় ২০-২৫% শতাংশ কম মজুরি পেয়ে থাকে, কিন্তু তারা একই পরিমাণ শ্রম দিয়ে থাকে। এটি নারীশ্রমিক ও নারী অধিকারের পরিপন্থী।

আইন এমনকি আমাদের সংবিধানও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে। এ অধিকারগুলোর নারীশ্রমিকদের বেলায়ও প্রযোজ্য।

আমাদের সংবিধানেও নারী তথা সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশকে এগিয়ে নিতে বিশেষ অধিকার দেয়ার কথা বলা আছে। রাষ্ট্র তাদের কল্যাণের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। এতো ইতিবাচক আইন থাকার পরও কর্মস্থলে নারীর অধিকার আজো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

দেশের মোট জনশক্তির প্রায় অর্ধেক নারী। নারীশ্রমিকনির্ভর পোশাক শিল্প খাত আজ বাংলাদেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও নারীর অবদান সর্বজন স্বীকৃত। অনেক নারীশ্রমিক পরিবার পরিজন ছেড়ে প্রবাসে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রাও আয় করছেন। জিডিপির একটা বড় উৎস আসছে নারীর আয় থেকে। নারীর এই অর্জন কোনো সহজ পথে আসেনি। শত অবজ্ঞা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেই নারী সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। তাই নারীশ্রমিকদের শোষণ, নির্যাতন, হয়রানি, সহিংসতা ও বৈষম্য থেকে মুক্ত করাই আজকের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। নারীশ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য অনেক সংগঠন গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি রয়েছে অনেকগুলি দিবস। প্রত্যেকটি দিবসে সেমিনার, সভা, সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে অধিকার আদায়ের কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ফল পাওয়া গিয়েছে সামান্যই।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ বিশ্ব নারী আন্দোলনের এক উজ্জ্বলতম দিন। কাজের সময় কমিয়ে দৈনিক ১২ ঘণ্টা করা, মানবিক ও উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, নারীশ্রমিকের প্রতি সহিংসতা রোধ এবং মজুরিসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ ও নির্যাতন-হয়রানি বন্ধের দাবিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরে সুতা কলের নারীশ্রমিকেরা এই দিনে প্রথম রাজপথে নেমেছিলেন। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী, নারীশ্রমিকদের অধিকার আদায়ের এই যৌক্তিক আন্দোলনকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। ফলে আন্দোলনকারীদের ওপর নেমে এসেছিল নানা নির্যাতন ও অত্যাচার। অত্যাচারের মাত্রা এত তীব্র, অমানবিক ও পাশবিক ছিল যে, তা দেখে বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় উঠেছিল। আন্দোলনকারীরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, লড়াই সংগ্রাম ছাড়া দাবি আদায় সহজ হবে না। ব্যাপকভাবে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীশ্রমিকদের সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু ও কড়া নজরদারিকে এড়িয়ে

নারীশ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজটি ছিল অনেক কঠিন। তাই নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে নারীশ্রমিকদের পুনরায় সংগঠিত করতে সময় লেগে যায় আরো প্রায় অর্ধ শত বৎসর। অর্থাৎ সুদীর্ঘ ৫০ বছর পর ১৯০৮ সালে নিউ ইয়র্ক শহরেই জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, মার্কসবাদী তাত্ত্বিক এবং 'নারী অধিকার' আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তারও ২ বছর পর ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন।

উক্ত সম্মেলনে ১৭টি দেশের ১০০ জন নারীশ্রমিকনেত্রী যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ক্লারা জেটকিন, নারীশ্রমিকদের সরাসরি প্রতিবাদ সংগ্রামের প্রথম দিন ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চকে স্মরণ করে নারী জাগরণের অন্যতম দিন হিসেবে ঘোষণা দিয়ে, ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের জন্য সম্মেলনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে সম্মেলনে ব্যাপক আলাপ আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতি বছর ৮ মার্চকে নারীর সম অধিকার দিবস হিসেবে পালনের জন্য উপস্থিত সকল নারী নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯১১ সাল থেকে প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৮ মার্চ নারীর সম অধিকার দিবস হিসেবে পালিত হতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯১৪ সাল থেকে এই কর্মসূচির বিস্তৃতি ঘটতে থাকে এবং ১৯৮৪ সালে এই দিবসটি জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে।

সারা দেশে যখন যখন আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন হচ্ছে তখনো নারীর সমঅধিকার, ন্যায্য পারিশ্রমিক আর সমমর্যাদা থেকে বিরাট সংখ্যক নারী বঞ্চিত হচ্ছেন। বাংলাদেশে দুই যুগের অধিক সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার হচ্ছেন নারী। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই সমমর্যাদা, উপযুক্ত পরিবেশ, কর্মক্ষেত্রে সমান পারিশ্রমিক থেকে নারীসমাজের বড় একটি অংশ বঞ্চিত হচ্ছেন, সব প্রাপ্তির পরও কোথায় যেনো ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। এই ত্রুটি কি এবং তা খুঁজে বের করে সমাধান করতে হবে। ত্রুটি খুঁজে বের করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কারণ দুনিয়া আজ অনেক এগিয়ে গিয়েছে।

বিশ্ব এগিয়ে চলছে

বিশ্ব এগিয়ে চলছে। তার সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলছে আমাদের প্রিয় স্বদেশ। নারী শিক্ষার প্রসারে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হলেও কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ সেভাবে বাড়েনি, ব্যতিক্রম কেবল পোশাক শিল্পখাত। এই শিল্পে এখনো ৮০% কর্মজীবীই নারী। আবার ৮০% নারীশ্রমিকের ৭৫% নারীই হেলপার কিংবা অপারেটর গ্রেডে চাকরি করে। সুপারভাইজার, ফ্লোর ইনচার্জ অথবা ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের কোন পদে চাকরিজীবী নারীশ্রমিকের সংখ্যা ৫% এর বেশি হবে না। কম মজুরি প্রদান, টার্গেটের কথা বলে অতিরিক্ত সময় কাজ করানো। টার্গেট পূরণ না হলে অতিরিক্ত সময় কাজ করার জন্য ওভারটাইম ভাতা প্রদান না করা, শ্রম আইনে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও রাত ১০টার পর নারীশ্রমিকদের দিয়ে কিছু কারখানায় কাজ করানো এবং সুপারভাইজার বা ফ্লোর ইনচার্জদের অশালীন ব্যবহার এই সেক্টরের নিয়মিত চিত্র। এক্সপোর্ট শিডিউলের কথা বলে শ্রমিকদেরকে সাপ্তাহিক ছুটি, নৈমিত্তিক ছুটি কিংবা পীড়া ছুটি থেকে বঞ্চিত করা হয়। মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রেও রয়েছে নানা অনিয়ম। নারীশ্রমিকের গর্ভধারণ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ অবহিত হওয়ার সাথে সাথে অধিকাংশ গর্ভবতী নারীশ্রমিক চাকরি হারান।

সম্প্রতি চট্টগ্রামে কিছু কিছু পোশাক শিল্প কারখানায় মাতৃত্বকালীন ছুটির আবেদনের সাথে কাবিননামা জমা দেয়ার শর্তও যুক্ত করা হয়েছে। ব্র্যান্ড বায়ারের কাজ করে এমন কিছু কারখানায় মাতৃত্বকালীন ছুটি পাওয়া গেলেও অধিকাংশ কারখানায় নবজাতক শিশু লালন পালনের জন্য মানসম্মত কোন ডে কেয়ার সেন্টার নাই। ফলে সন্তান জন্মদানের পর সন্তান লালন পালন নিয়েও নারীশ্রমিকদের সঙ্কটের অন্ত নাই। নারীশ্রমিকের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণেই এই শিল্পের শ্রমিকেরা অন্য শিল্পের শ্রমিকদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি সংকটপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করে। এখন নারীশ্রমিকরা পেশার ভিন্নতা ও সুযোগ-সুবিধা খুঁজছেন।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বর্তমানে আরো একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হচ্ছে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাত। শহর, বন্দর, গ্রামে, গঞ্জে সব জায়গায় গড়ে উঠেছে বেসরকারি হসপিটাল, ক্লিনিক ও প্যাথলজিক্যাল সেন্টার। এই খাতেও পুরুষের তুলনায় নারীশ্রমিকের সংখ্যা বেশি। শ্রম আইনের ৫ নং ধারায় নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র দেয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও এই খাতের ৯০% এর বেশি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র দেয়া হয় না। ফলে নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকের মধ্যে কোন ধরনের সঙ্কট হলে তখন ভুক্তভোগী শ্রমিকের পক্ষে নিয়োগকর্তাকে চিহ্নিত করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ শ্রমিকের প্রারম্ভিক মজুরি সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার টাকা। যা দিয়ে তাদের মাসের খরচ চলে না। তাই এই খাতের অধিকাংশ শ্রমিক দুই প্রতিষ্ঠানে অথবা একই প্রতিষ্ঠানে দুই শিফটে চাকরি করে, কেবল মাত্র সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়া শ্রম আইনে বর্ণিত বাকি ছুটিগুলোর কোনো বালাই নেই। তবে বছর শেষে ১৮-২০ দিনের অর্জিত ছুটির টাকা পরিশোধ করা হয়। কথায় কথায় ডিউটি অফ বা চাকরিচ্যুতি এখানে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। বিভিন্ন স্থানে নারীশ্রমিকদের যৌন হয়রানির অভিযোগও আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ ছাড়া নির্মাণ শিল্প ও কৃষিতে নারী পুরুষের মজুরি বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। অভিযোগ রয়েছে সমান সময় নিয়ে একই ধরনের কাজ করা সত্ত্বেও পুরুষের সমান দক্ষতাসম্পন্ন নারীশ্রমিকেরা পুরুষের তুলনায় কম মজুরি পায়। অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি সেক্টরে যেন নারী পুরুষ বিভাজন রয়েই গেছে।

অথচ আইএলও কনভেনশন ১০০ এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) এর ৩৪৫ ধারা অনুসারে একই প্রকৃতি, একই মান বা মূল্যের কাজের মজুরি নির্ধারণের সময় নারী ও পুরুষ সকলের জন্য সমান মজুরি নীতি অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ কেবল মাত্র নারী ও পুরুষ ভেদে মজুরি বৈষম্য হলে সেটা আইনের সুস্পষ্ট লংঘন হবে।

শেষ কথা : নারীশ্রমিকরা কাক ডাকা ভোর থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করেও তারা পুরুষ সহকর্মীদের সমান মজুরি পায় না। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া এর আর কোনো কারণ নেই। কারণ, একই পরিশ্রম করে তারা পুরুষের চেয়ে কম মজুরি পায়। কিন্তু তারপরও তারা মুখ বুজে কাজ করে যায় দিনের পর দিন। নারীর শ্রমকে ছোট করে দেখার এ সামাজিক ব্যাধি থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে। প্রত্যেকটি সচেতন মানুষ মনে করে কর্মক্ষেত্রে নারীদের উপযুক্ত পরিবেশ, উপযুক্ত বেতন ভাতা, আইনে প্রদত্ত সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানসহ একজন নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

লেখক : কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

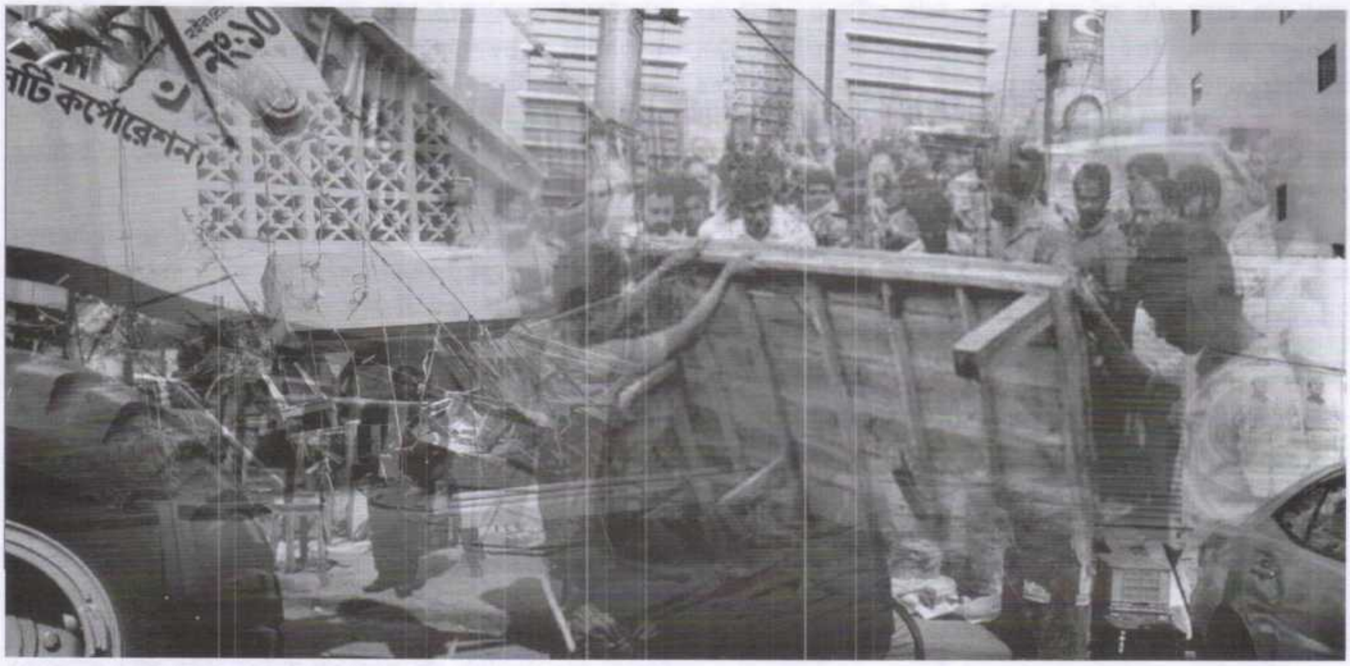

হকার উচ্ছেদের আগে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান

বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় তিলোত্তমা নগরীর কাচঘেরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষগুলোতে অসংখ্য মানুষ যখন কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বাইরের বৃষ্টি আর আলো আঁধারিকে উপভোগ করে তখন সে ভবনগুলোর আশপাশেই লাখো লাখো মানুষ জীবনের সর্বশেষ পুঁজিটুকু রক্ষার জন্য চেষ্টায় রত থাকে। ধূসর বিকেলে অফিস ফেরত মানুষগুলো যখন প্রিয়জনের সান্নিধ্যে যাবার জন্য নিরন্তর ছুটে চলে তখন লাখো বনি আদমের কাছে ভালোবাসা, প্রেম, মমতা সব কিছু ম্লান হয়ে যায় দু' মুঠো অন্নের কাছে- ওরা ডেকে চলে দুইশত টাকা, একশত টাকা কিংবা জোড়া বিশ টাকা। রোদেপোড়া শরীর, ঘর্মাক্ত দেহ, ক্লান্তকণ্ঠে ওদের ডেকে চলা থামে না। সকাল হতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হতে রাতের এক প্রহর, এভাবেই দিনের পর দিন ওদের চিৎকার চেঁচামেচিতেই যেন নগরকে কোলাহলের নগরী বলে মনে হয়। চৈত্রের দুপুরে বড়ো বড়ো ভবনগুলোর এসির তাপমাত্রা কমাবার জন্য যখন রিমোট কন্ট্রোলের বাটন টেপা হয় তখন তারই নিচে একদল মানুষের শরীর বেয়ে বেয়ে যখন ঘামগুলো ঝরে পড়ার পরও দু'জন খরিদ্দার কোনো কিছু ক্রয় করে তখন ওরা ভুলেই যায় এটা শীত নাকি গ্রীষ্মকাল। কারণ সকালে তার মা বাড়ি হতে ফোন দিয়েছিলো 'বাবা ঔষধ শেষ- টাকা পাঠিয়ে দিও।' একই ফোনে স্ত্রী বলেছিলো, 'বাজারের নিত্য প্রয়োজনীয় লিস্টের কথা।' ছোটো মেয়েটি বাবাকে বলেছিলো, 'বাবা এখনো আমার স্কুলের বেতন পরিশোধ হয়নি।' লাখো মানুষের জীবনের চাড়াগল্প রোপিত হয় যেই নগরে সেই নগরেই আবার লাখো লাখো মানুষের জীবনগল্পগুলো শোনার মতো কেউ থাকে না। প্রিয়ার হাতে রুমাল গুঁজে দিয়ে যে তরুণ তার ভালোবাসার মেলবন্ধনকে আরো মজবুত করে সে তরুণ রুমালটি যার কাছ হতে ক্রয় করেছে তার কাছে এসব ভালোবাসার কতটুকু মূল্য যখন দিন শেষে সে দেখে এখনো দু'কেজি চাল, এক কেজি আলু আর আধা পোয়া ডাল কেনার পয়সা হয়নি। জীবনযুদ্ধে নিরন্তর ছুটে চলা এসব মানুষগুলোর নামই হকার। হকাররা রাজপথে শ্লোগান তুলেছে 'আমরা হকার মানুষ কি না - জবাব চাই জবাব চাই', 'ভাত দে, কাজ দে- নইলে হকার বসতে দে'। সরকারের সিদ্ধান্তেই ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জকে হকারমুক্ত করার জন্য ফুটপাথের সকল হকারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। ফুটপাথ মানেই তো মানুষের পায়েচলা পথ। ঢাকা এবং তার পাশের নগরী নারায়ণগঞ্জের ফুটপাথগুলোতে আদতেই কোনো মানুষের চলাচলের কোনো সুযোগ নেই বললেই চলে। ফুটপাথকে হকারমুক্ত করার দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু যেখানে যুগের পর যুগ লাখ লাখ লোক জীবন-জীবিকার তাগিদে ফুটপাথে ব্যবসা করে আসছে। এ মানুষগুলো এ দেশেরই নাগরিক। নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অত্যন্ত জনবহুল একটি দেশ। এখানে বেকারত্ব এক বড়ো সমস্যা। প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষ কর্মসংস্থানের তাগিদে গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হয়। দু'বেলার খাবার আর একটু বিশ্রামের জায়গার জন্য ফুটপাথে অহরাত্রি পরিশ্রম করা মানুষগুলো হকার নামে পরিচিত। হকাররা হকার হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। জীবন জীবিকার প্রয়োজনেই তারা রাস্তার পাশে

মানুষের পায়েচলা পথকে নিজের রুটি রুজির অবলম্বন বানিয়েছে। ফুটপাথে যারা ব্যবসা করছে তারা হঠাৎ করেই ফুটপাথ দখল করে বসেনি। ফুটপাথের দখল নিয়ে যেমন দখলদারিত্বের রাজনীতি আছে তেমনি আছে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য। মতিঝিল এলাকার এক একজন হকারকে অবস্থাভেদে এক লাখ থেকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়, সেখানে বসে ব্যবসা করার জন্য। এরপর বিভিন্ন নামে-বেনামে চাঁদা, মাসিক ভাড়া আরো অনেক কিছু তো আছেই। অপরাজনী-তির দুষ্টচক্রে এসব মানুষের জীবন বাঁধা। ফুটপাথ দখল করে এভাবে দোকান সাজিয়ে বসা বৈধ না কি অবৈধ এ প্রশ্ন যে কেউই করতে পারে। করার অধিকারও যে কোনো ব্যক্তির আছে। তার পূর্বে এটিও একটি বড় প্রশ্ন- যারা দু মুঠো অন্নের জন্য ফুটপাথে হকার সেজে বসেছে এ জন্য কি শুধু তারাই দায়ী নাকি এর জন্য রাষ্ট্র ও রাজনীতিকদের কোনো দায় আছে? জনগণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, বেকারত্ব লাঘব করা, দক্ষ জনশক্তি হিসেবে জনগণকে গড়ে তোলা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। এ অধিকার জনগণ কতটুকু মাত্রায় ভোগ করতে পারছে- সে প্রশ্নের জবাব মেলা ভার। রুটি-রুজির তাগিদে শহরমুখী মানুষগুলো যে যেভাবে পারছে নিজের কর্মসংস্থান খুঁজে নিচ্ছে। অসহায় এ মানুষগুলোকে ব্যবহার করেই এক শ্রেণির সুযোগসন্ধানী রাজনীতিক অর্থ-বিত্তের মালিক বনে যাচ্ছে, এর সাথে যুক্ত আছে চাঁদাবাজ এবং পুলিশও। জনশ্রুতি আছে যে, ঢাকার ফুটপাথে প্রতিদিন কোটি টাকা আয় করেন এক শ্রেণির লোকেরা। এ অর্থ ভাগ-বাটোয়ারা হয় রাজনীতিক থেকে প্রশাসনের বিভিন্ন কর্তা ব্যক্তিদের মাঝে। যারা জীবনের কষ্টের সঞ্চয়টুকু দিয়ে ফুটপাথে একটু বসার জায়গা পেয়েছে অথবা কোনোভাবে দাঁড়িয়ে কোনো পণ্য বিক্রির বিনিময়ে দু'পয়সা রোজগারের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। সে মানুষগুলোকে এভাবে বিতাড়িত করার পূর্বে তাদের ভিন্ন কর্মসংস্থান অথবা বিকল্প জায়গায় পুনর্বাসন করা সর্বাগ্রে জরুরি বিষয়। হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে তাদেরকে বিনা নোটিশে কর্মহীন করে দেয়া কোনো শুভ কাজ হতে পারে না। ফুটপাথ হকারমুক্ত হোক এটা সকল মহলেরই দাবি। তবে তার পূর্বে যারা হকারদেরকে ফুটপাথে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে

যারা হকার উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং যারা হকার উচ্ছেদের জন্য লাঠি নিয়ে তাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন- আপনারা যেমন মানুষ, তারাও তেমনি মানুষ। রক্তে মাংসে গড়া এ মানুষগুলোর জন্য অন্য আর দশজনের মতো, মা-বাবা, স্ত্রী আর সন্তানরা তাদের অপেক্ষায় থাকে। রোদেপোড়া আর বৃষ্টিতে ভেজা মানুষগুলো এ মাটিরই সন্তান। ১৬ কোটি মানুষের দেশে তারাও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। দেশের নাগরিক হিসেবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা আর দু'বেলা আহার জোগাবার অধিকার আর সবার মতো তাদেরও আছে। সে ব্যবস্থা করলেই হকার উচ্ছেদ কর্মসূচি সুফল দেবে নচেৎ ডাণ্ডা দিয়ে তাদের তাড়িয়ে বেড়ালে এর সুষ্ঠু সমাধান হবে না। হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেই তাদের উচ্ছেদের উদ্যোগ নেয়া হোক

এবং নিয়মিত বখড়া আদায় করে হকারদের আয়ের একটি অংশ হাতিয়ে নিতো তাদেরকে আইনের আওতায় আনা জরুরি। বিভিন্ন সময় হকারদের পুনর্বাসনের নামে সিটি করপোরেশন ঢাকা শহরে অনেকগুলো মার্কেট নির্মাণ করেছে। এ সকল মার্কেটগুলোতে ক্ষুদ্র আয়ের অথবা ক্ষুদ্র পুঁজির মানুষগুলোর সংস্থান হয়েছে বলে কোনো তথ্য আমরা পাই না। আদতে ঢাকা মহানগরী অথবা বড়ো বড়ো শহরগুলোতে হকারদের কোনো তালিকা নেই। অতীতে দেখা গেছে হকার্স মার্কেট নামে যে মার্কেটগুলো হয়েছে, তা নির্মাণের পূর্বে এমন সব লোকদের হকারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা আদৌ কখনোই হকার ছিলো না। যারা লাখ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসা করতে পারে এমন লোকদেরই হকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে তাদের নামে এসব হকার্স মার্কেটের দোকান বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। নিরন্ন ভাগ্যাহত মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এ অপকৌশল বন্ধ করে অসহায় মানুষগুলোর দু'মুঠো অন্ন আর এক চিলতে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণে ফুটপাথকে করতে হবে চাঁদাবাজ ও পেশি শক্তিমুক্ত। যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেছে সে দলের এক শ্রেণির সুযোগসন্ধানী নেতারা হকারদেরকে নিজেদের আয়ের উৎস ও রাজনীতির হাতিয়ার বানিয়েছে, এ অপরাজনীতি বন্ধ হোক।

যারা হকার উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং যারা হকার উচ্ছেদের জন্য লাঠি নিয়ে তাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন- আপনারা যেমন মানুষ, তারাও তেমনি মানুষ। রক্তে মাংসে গড়া এ মানুষগুলোর জন্য অন্য আর দশজনের মতো, মা-বাবা, স্ত্রী আর সন্তানরা তাদের অপেক্ষায় থাকে। রোদেপোড়া আর বৃষ্টিতে ভেজা মানুষগুলো এ মাটিরই সন্তান। ১৬ কোটি মানুষের দেশে তারাও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। দেশের নাগরিক হিসেবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা আর দু'বেলা আহার জোগাবার অধিকার আর সবার মতো তাদেরও আছে। সে ব্যবস্থা করলেই হকার উচ্ছেদ কর্মসূচি সুফল দেবে নচেৎ ডাণ্ডা দিয়ে তাদের তাড়িয়ে বেড়ালে এর সুষ্ঠু সমাধান হবে না। হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেই তাদের উচ্ছেদের উদ্যোগ নেয়া হোক- এ কামনা করছি।

লেখক : সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

পোশাক শিল্পের প্রভাব

ফাহিম ফয়সাল

পোশাক শ্রমিকদের সাম্প্রতিক আন্দোলনের ফলে বর্তমানে এই শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ হয়েছে ৮ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ১৮ হাজার টাকা। এ থেকে সহজেই অনুমেয়, ৪০ লাখ শ্রমিকের প্রায় সবাই গ্রাম থেকে আসা। শহরে কারখানার আশপাশে তারা বাসা ভাড়া করে থাকে। এখানে পরিবারসহ থাকার সুযোগ কম মানুষেরই হয়ে থাকে। শ্রমিকদের শতকরা ৮৫ ভাগ নারী। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে দিনের পর দিন তারা দৈনিক ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করছেন। এর প্রভাব আমাদের সমাজে কিভাবে পড়ছে? এটা ভাবার বিষয়।

তৈরি পোশাক রফতানিতে বিশ্বে চীনের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। তৈরি পোশাক বাংলাদেশের সবথেকে বড় রফতানি শিল্প। গত বছর ৩০ হাজার ৬১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পোশাক শিল্প থেকে বাংলাদেশ আয় করেছে। যা মোট রফতানি আয়ের ৮৩ দশমিক ৪৯ শতাংশ। দেশে ৪ হাজার ৫৬০টি তৈরি পোশাক কারাখানা আছে। এর বেশির ভাগ রয়েছে রাজধানী ঢাকায়। উল্লেখযোগ্য বন্দরনগরী চট্টগ্রামে কর্মরত আছে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক। পোশাক কারখানায় দেশের সব এলাকার মানুষ কর্মরত আছে। শ্রমিকদের মধ্যে ৮৫ শতাংশ নারী। যারা দৈনিক ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা কাজ করে।

বাংলাদেশে পোশাক শিল্প ক্রমবর্ধমান। প্রতি বছর এই খাতের উৎপাদন ও আয় আগের বছরকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। নতুন কারখানা তৈরি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

সম্ভাবনার পাশাপাশি এখানে বিপরীত চিত্রও রয়েছে। পোশাক কারখানায় প্রচুর বিদেশী নাগরিক চাকরি করে। তারা উঁচু পদগুলো দখল করে রেখেছে। ইঞ্জিনিয়ার ও প্রশাসনিক পদে বিদেশীদের বিস্তর পদচারণা। ফলে বঞ্চিত হচ্ছে দেশের মানুষ। পোশাক তৈরির কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি হতো। এখন দেশে কাঁচামাল উৎপাদন হওয়ার কারণে আমদানি ব্যয় কমেছে। কিন্তু এখনো যন্ত্রপাতি ক্রয়ে বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করে। পাশাপাশি পোশাক কারখানার যন্ত্র ক্রয়ের উছিলায় দেশ থেকে প্রচুর অর্থ পাচার হয়।

পোশাক শ্রমিকদের সাম্প্রতিক আন্দোলনের ফলে বর্তমানে এই শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ হয়েছে ৮ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ১৮ হাজার টাকা। এ থেকে সহজেই অনুমেয়, ৪০ লাখ শ্রমিকের প্রায় সবাই গ্রাম থেকে আসা। শহরে কারখানার আশপাশে তারা বাসা ভাড়া করে থাকে। এখানে পরিবারসহ থাকার সুযোগ কম মানুষেরই হয়ে থাকে। শ্রমিকদের শতকরা ৮৫ ভাগ নারী। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে দিনের পর দিন তারা দৈনিক ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করছেন। এর প্রভাব আমাদের সমাজে কিভাবে

পড়ছে? এটা ভাবার বিষয়।

পুরুষ বাইরে কাজ করে সংসারের জন্য রোজগার করবে আর নারী ঘর-সংসার সামলাবে এই ধারণার বিলুপ্তি ঘটেছে পোশাক শিল্পের উত্থানের পর থেকে। পাশাপাশি শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোক্তা তৈরি নারীদের গৃহস্থালি কাজের বাইরে কর্মসংস্থানে টেনে এনেছে। পোশাক শিল্পের চেয়েও দ্বিগুণ সংখ্যক পুরুষ বিদেশে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত আছে। দেশে রয়ে গেছে তাদের পরিবার। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে এদেশের নর ও নারীর কর্মক্ষেত্রে থাকার পরিমাণ বিগত দুই দশকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিশ্বায়নের প্রভাবে বিদেশি সংস্কৃতির অবাধ অনুপ্রবেশ। ফলে যৌথ পরিবারের ধারণা ব্যাপক মাত্রায় কমে গেছে। একক পরিবারগুলোতেও দেখা দিয়েছে নানান পারিবারিক অশান্তি। বিবাহ বিচ্ছেদ, পরকীয়া, লিভটুগেদারের পরিমাণ বেড়েছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের ১ কোটি ৬২ লাখ মানুষ দরিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এই পরিসংখ্যান মতে সস্তা শ্রমের প্রাচুর্যতা থাকায় পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে ধরে নেয়া যায় পোশাক শিল্পের কারণে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সেটা একপেশে। শুধুমাত্র মালিকপক্ষ লাভবান হয়েছে। সার্বিক বা সুষম উন্নয়ন ঘটেনি। বেতন বৃদ্ধির জন্য পোশাক কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলন সেটাই প্রমাণ করে। একদিকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে এবং যারা ভালো আছে মনে করা হচ্ছে তারাও বেতন বৃদ্ধির জন্য বিক্ষোভ করছে।

বাংলাদেশ অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশ। শহরাঞ্চলে মানুষের ভিড় বেশি। এমতাবস্থায় পোশাক শিল্পে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থান এদেশের জন্য রহমতস্বরূপ। এই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে গ্রামে পরিবার রেখে যারা শহরের পোশাক কারখানায় কাজ করছেন তাদের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টা দেখা দরকার। পোশাক শ্রমিকদের থাকা ও খাওয়ার পরিবেশ উন্নত করা দরকার। শ্রমিকদের নিরাপদ আবাস, চিকিৎসা এবং তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার প্রয়োজন রয়েছে। কারখানায় কর্মসংস্থানের পাশাপাশি কর্মরতদের পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া মালিক পক্ষকে করপোরেট সোসাল রেসপন্সিবিলিটির (সিএসআর) আওতায় শ্রমিকদের জন্য অর্থ খরচ করে নানাবিধ সামাজিক কাজ হাতে নিতে হবে।

পোশাক শিল্পে কর্মসংস্থানের সামাজিক প্রভাবের পাশাপাশি পরিবেশের ওপর কারখানা বর্জ্যের প্রভাবও চিন্তায় ফেলেছে। নিয়ম মেনে কারখানা স্থাপন এবং ব্যবহার করা এটা অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও নেই। পেশাদারিত্বের ঘাটতি অন্যান্য সেক্টরের মতো পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রকট। ফলে কারখানার বিশাল তরল বর্জ্যের প্রভাব পড়ছে আশপাশের পরিবেশের ওপর। জনমানুষের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে কারখানা বন্ধ করতে হবে সেটা নয়। বরং পরিবেশ দূষণ রোধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলো কারখানায় প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু খরচ বাঁচানোর লোভে পড়ে অনেক কারখানা মালিক সেটা করছে না। পেশাদারিত্বের অভাব ও দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়ায় সরকারের উদ্যোগ এখানে নিষ্ক্রিয়।

পোশাক শ্রমিকদের অসন্তোষ পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটা বিভিন্ন সময়ে দেখা গিয়েছে। সরকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে এবং স্থানীয় রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে বিপুল সংখ্যক পোশাক শ্রমিককে রাস্তায় নামানো হয়। প্রধান সড়কের পাশেই বেশির ভাগ পোশাক কারখানা। শ্রমিকরা একযোগে রাস্তা অবরোধ করলে জনগণকে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। এসব নিয়ে শ্রমিক সংগঠন ও মালিক পক্ষের কারো কারো রয়েছে অসুস্থ কলকাঠি।

সর্বোপরি পোশাক শিল্পের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব রয়েছে। মালিক, শ্রমিকনেতা ও আম শ্রমিকদের মধ্যে ইতিবাচক চেতনার লালন ও শৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি করা গুরুত্বপূর্ণ। যারা সমাজ পরিবর্তনের কাজ করেন তারা নিশ্চয় পোশাক শিল্প নিয়ে কাজ করবেন এটা সকলের প্রত্যাশা।

লেখক : সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশ অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশ। শহরাঞ্চলে মানুষের ভিড় বেশি। এমতাবস্থায় পোশাক শিল্পে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থান এদেশের জন্য রহমতস্বরূপ। এই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে গ্রামে পরিবার রেখে যারা শহরের পোশাক কারখানায় কাজ করছেন তাদের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টা দেখা দরকার। পোশাক শ্রমিকদের থাকা ও খাওয়ার পরিবেশ উন্নত করা দরকার। শ্রমিকদের নিরাপদ আবাস, চিকিৎসা এবং তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার প্রয়োজন রয়েছে। কারখানায় কর্মসংস্থানের পাশাপাশি কর্মরতদের পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া মালিক পক্ষকে করপোরেট সোসাল রেসপন্সিবিলিটির (সিএসআর) আওতায় শ্রমিকদের জন্য অর্থ খরচ করে নানাবিধ সামাজিক কাজ হাতে নিতে হবে।

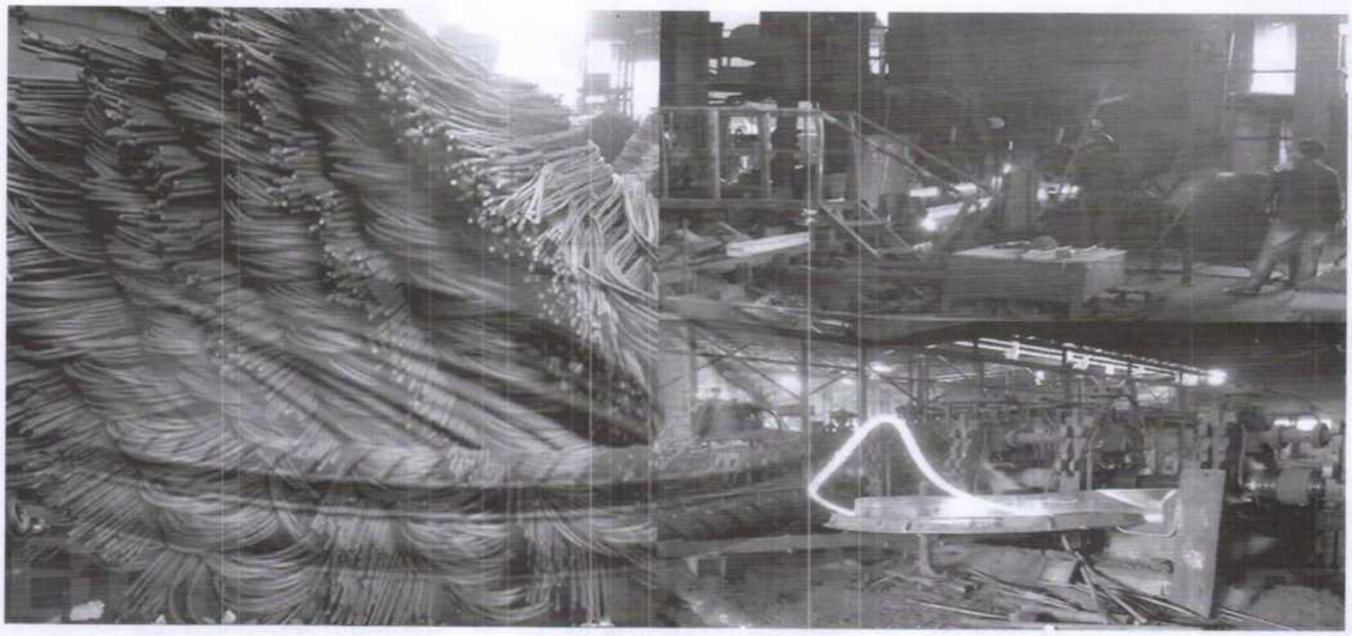

রি-রোলিং শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা

আবুল হাসেম

রি-রোলিং শিল্প একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। সারাদেশে প্রায় ৪৫০টি রি-রোলিং স্টিল মিল কারখানায় ২ লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মচারী কর্মরত। বর্তমানে এই শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। সরকারের ভিশন ২০২১ এর ঘোষণার তুলনায় দেশের উন্নয়নের জোয়ার যে নেই তা তাকালেই চোখে পড়ে। আমাদের দেশের রি-রোলিং শিল্পের বর্তমান বার্ষিক উৎপাদনক্ষমতা ৮০ লাখ টন। কিন্তু অব্যাহত গ্যাস সঙ্কট, বিদ্যুৎবিভ্রাট ও ঘনঘন লোডশেডিংয়ের ফলে বর্তমানে উৎপাদন হচ্ছে ৪০ লাখ টন। বর্তমানে দেশের চাহিদা ৩০ লাখ টন। ফলে উদ্বৃত্ত থাকছে ১০ লাখ টন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের শিল্পগুলো লোকসানের কবলে পড়ছে। অথচ যদি গ্যাসের সঠিক প্রভাব পাওয়া যেত এবং বিদ্যুতের লোডশেডিং ও বিদ্যুৎবিভ্রাট না হতো তাহলে উৎপাদনক্ষমতা ৮০ লাখ টনের কাছাকাছি পৌঁছে যেত। তা ছাড়া রি-রোলিং শিল্পের বাজার ব্যাপক না হওয়ায় বহু শিল্প উদ্যোক্তাকে সামর্থ্যের চেয়ে কম উৎপাদনে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। মাত্র ২০টি রি-রোলিং মিল অভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রায় অর্ধেক জোগান দিচ্ছে। এর ফলে দ্রুত বিকাশমান এই শিল্পের উদ্যোক্তারা ভীষণ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রি-রোলিং শিল্পের পণ্যসামগ্রী রফতানি হচ্ছে সীমিত আকারে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন দেশের লৌহজাত বা স্টিল পণ্যের ব্যবহার গত কয়েক দশকে বহুগুণ বাড়িয়েছে। এশিয়ায় এই ধরনের পণ্যের জনপ্রতি ব্যবহার সর্বোচ্চ জাপানে একটন যা পাশের দেশ ভারতে মাত্র ৫০ কেজি। আর আমাদের দেশে এই শিল্পের ব্যবহার জনপ্রতি ২৫ কেজি যা আগামী ৫ বছরে বেড়ে দ্বিগুণ হবে বলে শিল্প উদ্যোক্তদের ধারণা। এই বিষয়ে পিএইচপি গ্রুপের চেয়ারম্যান সুফী মিজানুর রহমান বলেন, আমাদের বেসিক স্টিল মিল যেটা কয়লা থেকে হয়, সেটাও ভবিষ্যতে চলে আসবে। কারণ বর্তমানে আমাদের স্টিলের চাহিদা বছরে ৮০ মিলিয়ন টন। রি-রোলিং শিল্পে যে সকল পণ্য তৈরি হয় তার মধ্যে অবকাঠামো নির্মাণকাজে ব্যবহৃত রড় হচ্ছে উৎপাদন সামগ্রীগুলোর মধ্যে একটি। আমাদের দেশে প্রতি বছর এ রডের চাহিদা রয়েছে ৩০ লাখ টনের। অথচ রি-রোলিং কারখানাগুলোর সম্মিলিত উৎপাদন ক্যাপাসিটি ৮০ লাখ টন। তাই দেশের ভেতর এ পণ্যের প্রতিযোগিতা অনেক বেশি।

আমাদের দেশের রি-রোলিং শিল্পের বর্তমান বার্ষিক উৎপাদনক্ষমতা ৮০ লাখ টন। কিন্তু অব্যাহত গ্যাস সঙ্কট, বিদ্যুৎবিভ্রাট ও ঘনঘন লোডশেডিংয়ের ফলে বর্তমানে উৎপাদন হচ্ছে ৪০ লাখ টন। বর্তমানে দেশের চাহিদা ৩০ লাখ টন। ফলে উদ্বৃত্ত থাকছে ১০ লাখ টন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের শিল্পগুলো লোকসানের কবলে পড়ছে। অথচ যদি গ্যাসের সঠিক প্রভাব পাওয়া যেত এবং বিদ্যুতের লোডশেডিং ও বিদ্যুৎবিভ্রাট না হতো তাহলে উৎপাদনক্ষমতা ৮০ লাখ টনের কাছাকাছি পৌঁছে যেত। তা ছাড়া রি-রোলিং শিল্পের বাজার ব্যাপক না হওয়ায় বহু শিল্প উদ্যোক্তাকে সামর্থ্যের চেয়ে কম উৎপাদনে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

চট্টগ্রামের আইইবির চেয়ারম্যান প্রকৌশলী শাহজাহান বলেন, আমাদের দেশের বর্তমানে একসাথে বিলেট এবং রড তৈরি করে এ

ধরনের কারখানা আছে প্রায় ৭০ থেকে ৮০টা। এক সময় জাহাজ ভাঙা শিল্প যখন রি-রোলিং কারখানাগুলোর কাঁচামালের একমাত্র উৎস ছিল তখন এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তারে সিন্ডিকেট কাজ করতো। পরবর্তীতে কাঁচামালের উৎস বিস্তৃত হলে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়।

রি-রোলিং শিল্পের মালিকরা বলেছেন, রি-রোলিং কারখানাগুলোর উৎপাদিত পণ্য সীমিত আকারে রফতানি হচ্ছে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের কয়েকটি রাজ্যে। রি-রোলিং মিলস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বর্তমান সরকারের সাথে ভারতের যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে তা কাজে লাগিয়ে ভারতের আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরাসহ অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে আমাদের রড়সহ এমএস প্রোডাক্টের বিশাল বাজার সৃষ্টি করা যায়। কারণ উক্ত ৭টি অঙ্গরাজ্যে তেমন কোন স্টিল মিল না থাকায় ভারতের দূরের রাজ্যগুলো থেকে বিপুল পরিবহন খরচ দিয়ে রড নিয়ে আসতে হয়। অথচ রি-রোলিং মিল মালিকগণ আশা করেছিলেন-ভারতের এই সাতটি অঙ্গরাজ্যে বিনা শুল্কে উৎপাদিত পণ্য রফতানি করার সুযোগ পাবেন। এ ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন স্তরে রি-রোলিং মিলস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আলোচনাও করা হয়েছিল। কিন্তু সুযোগটি বাংলাদেশকে দেয়া হয়নি। উপরন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ভারত বাংলাদেশের আশুগঞ্জ নৌবন্দর ব্যবহার করে আখাউড়া দিয়ে তাদের রাজ্যে থেকে ইংগট বিলেট ৭টি অঙ্গরাজ্যে থেকে বিনা শুল্কে নিয়ে যাচ্ছে। এতে আমরা উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। কারণ ভারতের এসব পণ্যসামগ্রী বিনা শুল্কে বাংলাদেশেও ঢুকে পড়তে পারে। এতে দেশের রি-রোলিং ও স্টিল শিল্পগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। এজন্য জরুরি ভিত্তিতে ভারতকে আশুগঞ্জ নৌবন্দর ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে। বাংলাদেশ থেকে ঐ সব রাজ্যে রড পাঠাতে আমাদের পরিবহন খরচ টনপ্রতি ২০০ থেকে ৩০০ টাকা বেশি পড়ে। আমাদের রি-রোলিং শিল্পকে রক্ষা করতে হলে কাঁচামাল আমদানি পর্যায়ে পিএসআই প্রথা প্রত্যাহার, ইংগট ও বিলেট উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর থেকে ভ্যাট ও কর প্রত্যাহার শিল্প ব্রেকিংয়ের মেল্টিং স্ক্র্যাপ ও পেটের মূল্য কমানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, ব্যাংকের সুদহার ওয়ান ডিজিটে নিয়ে আসা, টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল করা এবং বাসা ও শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ব্যবহার নিরবচ্ছিন্ন রাখা একান্ত জরুরি।

আমি শুরুতেই উল্লেখ করছি যে, প্রায় ৪৫০টি স্টিল রি-রোলিং শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২ লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মচারীসহ তাদের পরিবারের প্রায় ১০ লক্ষাধিক লোক এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। রি-রোলিং শ্রমিকরা প্রচণ্ড উত্তাপ, কঠিন শ্রম শারীরিক ঝুঁকি, চাকরির নিরাপত্তাহীনতা এবং স্বল্প মজুরির এই কাজে জীবিকা নির্বাহ করে। এই শিল্পের শ্রমিকদের জন্য কোন আইন নেই। উত্তপ্ত লৌহা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হয়। কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেখানে নেই। দুর্ঘটনার শিকার হলে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় না, বরং চাকরিটা চলে যায়। শ্রমিকরা আইনের আশ্রয় নিতে পারে না। কারণ পরিচয়পত্র ও নিয়োগপত্র দেয়া হয় না। যখন তখন চলে ছাঁটাই, নির্যাতন। ২০১১ সালে ৩রা জুলাই রি-রোলিং মিলস শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য মজুরি হার ঘোষণা করা হয়। শ্রমিকদের জন্য ৬টি এবং কর্মচারীদের জন্য ৩টি গ্রেডে এই মজুরি হার ঘোষণা করা হলেও কোন কারখানায় এর সঠিক বাস্তবায়ন হয়নি।

আমি শুরুতেই উল্লেখ করছি যে, প্রায় ৪৫০টি স্টিল রি-রোলিং শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২ লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মচারীসহ তাদের পরিবারের প্রায় ১০ লক্ষাধিক লোক এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। রি-রোলিং শ্রমিকরা প্রচণ্ড উত্তাপ, কঠিন শ্রম শারীরিক ঝুঁকি, চাকরির নিরাপত্তাহীনতা এবং স্বল্প মজুরির এই কাজে জীবিকা নির্বাহ করে। এই শিল্পের শ্রমিকদের জন্য কোন আইন নেই। উত্তপ্ত লৌহা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হয়। কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেখানে নেই। দুর্ঘটনার শিকার হলে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় না, বরং চাকরিটা চলে যায়। শ্রমিকরা আইনের আশ্রয় নিতে পারে না। কারণ পরিচয়পত্র ও নিয়োগপত্র দেয়া হয় না। যখন তখন চলে ছাঁটাই, নির্যাতন। ২০১১ সালে ৩রা জুলাই রি-রোলিং মিলস শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য মজুরি হার ঘোষণা করা হয়। শ্রমিকদের জন্য ৬টি এবং কর্মচারীদের জন্য ৩টি গ্রেডে এই মজুরি হার ঘোষণা করা হলেও কোন কারখ-নায় এর সঠিক বাস্তবায়ন হয়নি।

বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১৩৯(৬)-এর ধারায় আছে কোন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য স্থিরকৃত ন্যূনতম মজুরি হার সরকারের নির্দেশক্রমে প্রতি ৫ বছর অন্তর পুনর্নির্ধারণ করবে। কিন্তু ৭ বছর অতিক্রান্ত হলে মজুরি পুনর্নির্ধারণের জন্য এখনও মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়নি। অথচ এই ৭ বছরে প্রতিটি দ্রব্যের দাম, গ্যাস, বিদ্যুৎ, বাড়িভাড়া যানবাহনের ভাড়া, চিকিৎসাব্যয় সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রম আইনের ১৪০ ধারা মোতাবেক মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে কোন সুপারিশ প্রণয়ন করার সময় মজুরি বোর্ড জীবন যাপন ব্যয়, জীবন যাপনমান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরন, ঝুঁকি ও মান এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম ১৫০০০ টাকা নির্ধারণ করে মজুরি বোর্ড পুনর্গঠন করা সময়ের দাবি।

লেখক : কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ও
সভাপতি, ব্যক্তিমালিকানাধীন স্টিল
রি-রোলিংস মিলস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন

১মে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে

শ্রমজীবী মানুষের প্রতি

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের

আহবান

প্রিয় শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

১মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। ১৮৮৬ সালে ১মে থেকে ৪মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের দর্জি শ্রমিকরা দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলন করেছিল তাতে পুলিশ ব্যাপক আক্রমণ করে। ফলশ্রুতিতে ৪ জন শ্রমিক নিহত হন এবং অসংখ্য শ্রমিক আহত হন। যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে যেতে পারে ভেবে শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কর্মঘন্টার আইন পাস করতে বাধ্য হয়।

এরপর সারা দুনিয়া এই আইনকে অনুসরণ করতে শুরু করে। ১৯৮৯ সালের ১৪ জুলাই ইউরোপ, আমেরিকার ২০টি দেশের শ্রমিক নেতারা প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হয় এবং ১মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ঘোষণা দেয়। অনেক সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে ১৯২০ সালে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কর্মঘণ্টা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়।

শ্রমিক অধিকারের সংগ্রাম ও আজকের বাস্তবতা

প্রতি বছর ১মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করা হয় মহা ধুমধামের সাথে। কিন্তু আজও শ্রমিক দিবসের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়নি। ১৮৮৬ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত ১৩৩ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা কী পেয়েছি? আমরা ট্রেড ইউনিয়ন পেয়েছি। অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা, আইন ও নেতৃত্ব পেয়েছি। অগণিত শ্রমজীবী মানুষ তাদের জীবনও বিলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার বিনিময়ে দুঃখী বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের কতটা ভাগ্যের বদল হয়েছে? শ্রমিকরা কি তাদের প্রাপ্য মজুরি ও সম্মান পেয়েছে? আজও বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে অন্নহীনের কান্না, বস্ত্রহীনের মর্মব্যথা আর নিরাশ্রয়ের আকুতি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সারা পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে শত শত সংগঠন ও হাজারো নেতৃত্ব। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এসব সংগঠন ও নেতৃত্ব সফলতাও পেয়েছিল কিন্তু শ্রমিকদের প্রকৃত চাওয়া পাওয়া পূরণ হয়নি। পূরণ হওয়ার কথাও নয়। কারণ মানুষের তৈরি বস্তাপচা মতবাদ ও নিয়ম দিয়ে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় না।

তাই শ্রমজীবী মেহনতি জনতার চির কল্যাণকর ইসলামের শাশ্বত, কালজয়ী ও অনুপম মুক্তির আদর্শ ইসলামের পথে ফিরে আসা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

শ্রমিকরা বঞ্চিত ও শোষিত হওয়ার কারণ

শ্রমিক আন্দোলনের নামে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ শুধু ফাঁকা আওয়াজ তুলে নিরীহ দুঃখী শ্রমিক সমাজকে প্রতারিত করা হচ্ছে। শ্রমিক সমাজের কর্তব্য, দক্ষতা ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি উপেক্ষা করে কখনো কখনো উৎপাদনশীলতা, অর্থনীতি ও সমাজের শান্তি স্থিতিশীলতাকেও হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অপর দিকে মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমঝোতা ও দেশপ্রেম ধ্বংস করা হয়েছে। অধিকারের পাশাপাশি কর্তব্য ও দায়িত্বের অনুভূতি তথা মূল্যবোধ জাগ্রত করাও যে নেতৃত্বের কাজ, সেসব বেশির ভাগ সময় তারা বেমালুম ভুলে থেকেছেন। মূলত ট্রেড ইউনিয়ন, প্রচলিত শ্রমনীতি, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ইত্যাদি সম্পর্কেও বলতে গেলে শ্রমিকসমাজ অন্ধকারেই রয়ে গেছে। এমনকি মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রদর্শিত ইসলামী শ্রমনীতির শাশ্বত বিধান সম্পর্কেও শ্রমিকসমাজকে জানতে দেয়া হয়নি।

ইসলামী শ্রমনীতিই পারে এই অবস্থা হতে উত্তরণ করতে

"ইসলামের শ্রমনীতি" শ্রমজীবী মানুষের জন্য এক শাশ্বত অনুপম চিরশান্তির বিধান, যা প্রিয় নবী (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় দুনিয়াবাসীর সামনে মডেল হিসেবে রেখে গেছেন। ১৫ শত বছর পূর্বে নবী করীম (সাঃ) যে কথা বলে দিয়েছেন, তা আজো সমাজে চালু হলে শ্রমিকসমাজের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তার মধ্যে একটি অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে নবী করীম (সা.) বলেছেন,

"শ্রমিকদের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বে তাদের প্রাপ্য মজুরি দিয়ে দাও"। "শ্রমিকরা আল্লাহর বন্ধু"-শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর শ্বাশত বাণী শুধু সমকালীন সময়ের জন্য নয় বরং যুগ যুগ ধরে আপনাদের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

"নিজেরা যা খাবে, তোমাদের দাস-দাসীদেরকেও তাই খাওয়াবে"– বিদায় হজের ভাষণে প্রিয় নবী (সাঃ) এর মুখ থেকে শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে উচ্চারিত বাণী আজও পৃথিবীর অধিকারবঞ্চিত শ্রমিকদের অন্তরে দাগ কাটে।

ইসলামী শ্রমনীতি সমাজে চালু হলে শ্রমিকদের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের জন্য অপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রচেষ্টা ও দাবিঃ

ইসলামী শ্রমনীতি যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ১৯৬৮ সালের ২৩ মে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর (বা.জা.ফে-০৮)। এই ফেডারেশন দীর্ঘ ৫১ বছর যাবৎ এ দেশে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করছে। বহু চড়াই উতরাই পার হয়ে ফেডারেশনটি আজও হাঁটি হাঁটি, পা-পা করে ইসলামী শ্রমনীতির পতাকা বুকে ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে।

ফেডারেশন আইএলও এর অনুসমর্থিত কনফেডারেশন ৮৭ ও ৯৮ দ্বারা সমর্থিত। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার (আইআইসিএল) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং আইআইসিএল-এর নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট।

আসুন এবারের আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করি এবং বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলি

১. ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে দেশের শ্রমনীতি ঢেলে সাজাতে হবে।
২. শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে মুনাফায় শ্রমিকদের অংশ প্রদান করতে হবে।
৩. পাট শিল্পকে রক্ষায় দেশব্যাপী পাটকল শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি অবিলম্বে মেনে নিতে হবে।
৪. ছাঁটাইকৃত গার্মেন্টস শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণসহ পুনঃনিয়োগ দিতে হবে।
৫. রেল ও বন্দর রক্ষায় এই সেক্টরের সকল ন্যায্য দাবি মেনে নিতে হবে।
৬. সকল বন্ধ কল-কারখানা চালু করতে হবে।
৭. পরিবহন সেক্টরে চাঁদাবাজি বন্ধসহ পরিবহন শ্রমিকদের সরকারিভাবে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
৮. শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া বেতন মজুরি অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে।
৯. জাতীয়ভাবে ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
১০. গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৬ থেকে ২০ হাজার টাকা চালু করতে হবে।
১১. শ্রমআইন অনুযায়ী নারী শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন ছুটি ও ভাতা প্রদানসহ নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য শিশু যত্নাগার স্থাপন করতে হবে।
১২. শ্রমিকদের জন্য ন্যায়বিচার ত্বরান্বিত করার স্বার্থে শ্রমঘন এলাকায় শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
১৩. শ্রমজীবী মানুষের জন্য বাসস্থান, রেশনিং, চিকিৎসা ও তাদের সন্তানদের বিনামূল্যে শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
১৪. হকারদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে হলি-ডে মার্কেট চালু করতে হবে।
১৫. কল-কারখানায় ঝুঁকিমুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ ও অগ্নিনিবারণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
১৬. আহত ও নিহত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে।
১৭. শ্রমিকদের পেশাগত ট্রেনিং ও সচেতনতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
১৮. শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে।
১৯. নারী ও পুরুষের বেতন-ভাতার সমতা বিধান করার পাশাপাশি কল-কারখানায় নারী শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
২০. আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করে সকল পেশায় অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রমজীবী মানুষকে সহযোগিতা ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনে সম্পৃক্ত হওয়ার আহবানঃ

ইসলামের সকল দিক ও বিভাগের মধ্যে ইসলামী শ্রমনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ নীতি পেশাজীবী মানুষের অধিকার, মর্যাদা, মজুরিনীতি, চাকরির নিশ্চয়তা, মালিক-শ্রমিক সু-সম্পর্ক, মালিক-শ্রমিক পারস্পরিক কর্তব্যবোধ, উৎপাদনশীলতা, শ্রমবিরোধ নিষ্পত্তি ও চাকরিবিধি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ওপর সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় ইসলাম মূলত এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় যেখানে শ্রমিক মালিক সবার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে এবং চাওয়ার আগে প্রত্যেকের অধিকার আদায় করে দিতে সবাই সচেষ্ট থাকবে। এতে উভয়ের মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক বিরাজ করবে। কাজেই শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষ যদি ইসলামের প্রদর্শিত নীতিমালা অনুসরণ করে তাহলে একদিকে শ্রমিকদেরকে দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে হবে না, অন্যদিকে মালিকরা শ্রমিকদের শোষণ করার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসবে। এ জন্য শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে সম্মিলিতভাবে ইসলামী শ্রমনীতি অনুসরণের বিকল্প নেই।

আসুন, শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আমরা ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিল হই এবং মেহনতি মানুষের আর্তনাদ ও আর্তচিৎকার বন্ধ করে তাদের মুখে হাসি ফোটাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আপনাদের ভাই
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার (সাবেক এমপি)
সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বা.জা.ফে-০৮

৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, ওয়্যারলেস রেইলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাহে রমজান উপলক্ষে শ্রমিক ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের আহবান

প্রিয় শ্রমিক ভাই ও বোনেরা

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ ।

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আপনাদের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ।

সময়ের পরিক্রমায় রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে পবিত্র 'মাহে রমজান' আবারো আমাদের নিকট সমাগত । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ মাসকে শাহারুন মোবারক তথা বরকতময় মাস বলে অভিহিত করছেন । মাহে রমজানের রোজাকে ফরজ করার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানবজাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের উন্নতি ও কল্যাণের মূল ভিত্তি তাকওয়াপূর্ণ জীবনগঠনের অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন । পবিত্র কোরআন মজিদের সূরা আল বাকারার ১৮৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার ।" সাওম বা রোজা যেমন ক্ষুধায়-কাতর দুঃখী মানুষের প্রতি আমাদের মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে, তেমনই শিক্ষা দেয় সততা, ধৈর্য, একনিষ্ঠতা, ত্যাগ, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহানুভূতির । আর প্রেরণা জোগায় শোষণ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত একটি ইনসাফপূর্ণ সমাজ গড়ার ।

ইসলামপ্রিয় শ্রমিক ভাই ও বোনেরা

রাসূল সা. বলেছেন, "ইসলাম পাঁচটি বুনিয়াদ বা খুঁটির ওপর কায়েম আছে- ১. এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল, ২. নামাজ কায়েম করা, ৩. জাকাত আদায় করা, ৪. হজ্জ ও ৫. রমজানের রোজা রাখা । (বুখারি ও মুসলিম) রোজা বা সাওম হচ্ছে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ । রোজা শব্দটি আরবি সাওম শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ বিরত থাকা অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকাই হলো রোজা । মূলত রমজান মাসটি হলো আমাদের জন্য প্রশিক্ষণের মাস । রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া অর্জন করা । আল্লাহকে ভয় করে জীবন পরিচালনার শিক্ষা হাসিল করা । তাকওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে 'রক্ষা করা, বেঁচে থাকা' অর্থাৎ আমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল কাজ আল্লাহ দেখছেন এ ভয় অন্তরে ধারণ করে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ যথাযথভাবে পালন করার নাম তাকওয়া । রোজাদার ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে রোজা ভেঙে যায় এমন কোনো কাজ করে না । কঠিন পিপাসায় কাতর হয়েও পানি পান করে না, আবার ক্ষুধার কঠিন যন্ত্রণায়ও কোনো খাবার খাওয়ার চিন্তা করে না । এভাবে তাকওয়ার সৃষ্টি হয় । আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদেরকে মুত্তাকি বলে । সুতরাং রোজা রেখে যদি মিথ্যা বলা, পরনিন্দা করা, অশ্লীল কথা ও কাজ, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, গিবত, চোগলখুরি, হিংসা-বিদ্বেষ, কাজে ফাঁকি দেওয়া এবং অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করাসহ সকল প্রকার অপরাধমূলক কাজ থেকে আমরা নিজেকে দূরে রাখতে না পারি, তাহলে আমাদের রোজা আল্লাহর নিকট কখনো কবুল হবে না । রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মন্দ কাজ পরিত্যাগ করতে পারে নাই তার সারাদিন না খেয়ে থাকা আল্লাহর কাছে কোনো প্রয়োজন নাই ।" (বুখারি)

সম্মানিত শ্রমজীবী ভাই-বোনেরা

রমজান মাস মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড় নেয়ামত । আমরা জানি এ মাসে একটি ফরজ ইবাদত করলে অন্য মাসের সত্তরটি ফরজ আদায়ের সমান সওয়াব পাওয়া যায়, তেমনিভাবে একটি নফল ইবাদত করলে অন্য মাসের ফরজ আদায়ের সমান ফজিলত পাওয়া যায় । এ মাসে এমন একটি রাত (লাইলাতুল কদর) রয়েছে, যে রাতের মর্যাদা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম । রাসূল সা. বলেছেন "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও আত্মসমালোচনার সাথে রমজানের রোজা রাখবে, তার আগের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে । আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে রমজানের রাত্রি ইবাদতে কাটাবে তার আগের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে । আর যে ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে কদরের রাত্রি তালাশ করবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হবে ।" (বুখারি ও মুসলিম) অন্য হাদিসে আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. বলেছেন, পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে আমার উম্মতকে এমন পাঁচটি বস্তু দেয়া হয়েছে যা আগেকার নবীর উম্মতদেরকে দেয়া হয়নি; ১. রোজাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট মেশকে আম্বরের চেয়েও অধিক প্রিয় ২. সমস্ত সৃষ্টিকুল এমনকি সমুদ্রের মাছও রোজাদারের জন্য ইফতার পর্যন্ত দোয়া করতে থাকে ৩. প্রতিদিন বেহেশতকে রোজাদারদের জন্য সজ্জিত করা হয় এবং আল্লাহ পাক বলেন, আমার বান্দাগণ দুনিয়ার ক্লেশ যাতনা দূরে নিক্ষেপ করে অতি শিগগিরই আমার নিকট আসছে ৪. রমজানে দুর্বৃত্ত শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয়, যার দরুন সে ঐ পাপ করাতে পারে না যা অন্য মাসে করানো সম্ভব ৫. রমজানের শেষ রাতে রোজাদারের গুনাহ মাফ করা হয় । (আহমদ, বায়হাকি) হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "রোজা আমার জন্য, রোজার প্রতিদান আমি নিজ হাতে দিব ।"

প্রিয় শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা

আপনারা কি জানেন রমজান মাসের এত গুরুত্ব কেন? রমজান মাসটি গুরুত্ব পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো এ মাসে নাজিল করা হয়েছে মানবতার মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন। পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, "রমজান মাস, এ মাসেই নাজিল করা হয়েছে আল কোরআন, যা মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ হেদায়াত ও দ্ব্যর্থহীন শিক্ষাসংবলিত, যা সত্য-সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়।" প্রকৃতপক্ষে আল কোরআন ইহলৌকিক মানবজাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পথনির্দেশক। রাসূল সা. বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতিকে এ কোরআন দ্বারা সমুন্নত করেন আবার কোনো জাতিকে অধঃপতিত করেন।" সুতরাং এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর দেয়া কোরআন অনুযায়ী না চলে মানুষের মনগড়া বিধান দিয়ে চলার কারণে আজ মুসলমানদের এ অধঃপতিত অবস্থা। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে আমাদেরকে কোরআন পড়া, বোঝা ও কোরআনের আলোকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। আর কোরআনের বিধিবিধান জানার ও বোঝার উপযুক্ত সময় এ রমজান মাস। আসুন আত্মগঠন ও ইনসাফপূর্ণ শ্রমনীতি বাস্তবায়নের দীপ্তশপথে উজ্জীবিত হয়ে কষ্টকর কায়িক শ্রমের পাশাপাশি নিম্নের বিষয়গুলো আন্তরিকতার সাথে পালন করার চেষ্টা করি–

১. ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে রমজানের রোজা রাখি।

২. জামায়াতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, তারাবিহ, তাহাজ্জুদ এবং নফল ইবাদতসমূহ অধিক পরিমাণে আদায় করি।

৩. সহিশুদ্ধভাবে কোরআন পড়তে শিখার চেষ্টা করি।

৪. প্রতিদিন অর্থসহ কোরআন, হাদিস, মাসয়ালা-মাসায়েল ও আদর্শিক বই পড়ি।

৫. সূরা আল বাকারার ১৫৩-১৫৭, ১৮৩, ১৮৫; আলে ইমরান ১৯০-২০০; আত তাওবা ২০-২৭, ৩৮-৪২,১১১; সূরা আল মুমিনুন-১-১১, সূরা ইয়াসিন, সূরা আর-রহমান, সূরা আস সফসহ আমপারার সূরাসমূহ অর্থ ও তাফসিরসহ পড়া ও বোঝার চেষ্ট করি।

৬. রমজান মাসে অনৈতিকতা, নগ্নতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, দুর্নীতি ও জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ গড়ে তুলি।

সংগ্রামী শ্রমিক ভাই-বোনেরা

আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম। আর ইসলাম মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জগতের নিশ্চিত কল্যাণ ও সাফল্যের একমাত্র ব্যবস্থা। সূরা আলে ইমরানের ১৯ নম্বর আয়াতে এরশাদ হচ্ছে, "নিঃসন্দেহে জীবনবিধান হিসেবে আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র ব্যবস্থা।" মানবজীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগের মতো কাজ-কর্ম, পেশা, শ্রম দেয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই শ্রমিক ও কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট সুন্দর নীতিমালার অভাবে বর্তমান আধুনিক বিশ্বে অস্থির ও বৈষম্যপূর্ণ শ্রমব্যবস্থা বিরাজমান। ফলে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে শুধু হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈষম্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্যাতিত বঞ্চিত মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্কের পরিবেশ তৈরি করতে ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাতে শামিল হয়ে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য শ্রমিক ভাই-বোনদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

আপনাদেরই ভাই

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার (সাবেক এমপি)

সভাপতি

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে ফরজ করা হয়েছিল। আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।" (বাকারা- ১৮৩)

পবিত্র রমজানুল মোবারক উপলক্ষে কর্মী ও দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতির বিশেষ চিঠি

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আশা করি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একান্ত মেহেরবানীতে ভাল আছেন এবং শত প্রতিকূলতার মাঝেও যথারীতি দ্বীনি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আসন্ন মাহে রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। বর্ষ পরিক্রমায় রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস 'মাহে রমজান' আবারও আমাদের মাঝে সমাগত। তাকওয়া অর্জনের মাস মাহে রমজান'। আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি ও আত্মোগঠনের জন্য এ মাসকে পালন করা প্রয়োজন। সিয়াম সাধনাকে চরিত্র গঠন, ব্যক্তিগত মানোন্নয়ন, অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মাস হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। এজন্য যথানিয়মে ভাবগম্ভীর পরিবেশে রোজা রাখা, ইফতার, জামায়াতে নামাজ, কুরআন অধ্যয়ন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ, কিয়ামুল লাইল, তারাবিহ ও তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করার সুযোগ নিতে হবে। নামাজে পঠিত কুরআনের আয়াতসমূহ এবং দোয়াসমূহের অর্থ বুঝার চেষ্টা করতে হবে। দুনিয়ার চিন্তা ও চেতনাকে আখিরাতমুখী করার চেষ্টা করতে হবে। চোখের পানি দিয়ে হৃদয়মন সিক্ত করে আল্লাহর কাছে সকল কিছু চাইতে হবে। নেতৃবৃন্দসহ সকল মজলুম মানুষের মুক্তির জন্য এ মাসে বেশি বেশি আল্লাহর দরবারে ধরণা দিতে হবে।

দাওয়াত দানের উত্তম সুযোগ রয়েছে এ মাসে। একজন দা'য়ী হিসেবে পরিবারের সদস্য, পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন এবং বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের কাছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত যথাযথভাবে পৌঁছানোর চেষ্টা চালাতে হবে। পারিবারিক বৈঠকের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদেরকে আখিরাতমুখী করার প্রচেষ্টা, সাধ্যমত প্রতিবেশীদেরকে সাথে নিয়ে ইফতার করার চেষ্টা করতে হবে।

রমজান মাসের সিলেবাস-

১. আল কুরআন	: তাফহীমুল কোরআন ১৯ খন্ড অধ্যয়ন। যাদের পক্ষে সম্ভব পুরো কোরআন অন্তত একবার অর্থসহ তেলাওয়াত করা।
২. হাদীস	: তাহারাত, সালাত, সিয়াম, জিহাদ ও আখিরাত সংক্রান্ত অধ্যায়।
৩. সাহিত্য	: নামাজ রোজার হাকিকত, হেদায়াত, কুরআন রমযান তাকওয়া এবং কবীরা গুনাহ বই।
৪. তা'লিমুল কুরআন	: সহীহ তেলাওয়াত শিক্ষার ব্যবস্থাকে ব্যাপক রূপ দেয়ার চেষ্টা করা।
৫. মুখস্ত করা	: মৌলিক বিষয়ে বাছাই করা আয়াত ও হাদীস মুখস্ত করা।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

রমজান মাসে ছাহেবে নেছাব অর্থাৎ ধনী লোকেরা যাকাত আদায় করে থাকেন। সূরা তওবা-এর ৬০ নম্বর আয়াতে যাকাত প্রদানের ৮টি খাত বর্ণিত হয়েছে। খাতগুলো হলো- ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন, দাস-মুক্তি, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং মুসাফিরদের জন্য। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সমাজকল্যাণমূলক খাতকে আরো গতিশীল করার জন্য যাকাত আদায়ের কাজকে মজবুত করতে হবে। তাই যাকাত প্রদান ও সংগ্রহের ব্যাপারে শাবান মাসে সামর্থবান ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে তালিকা ও টার্গেট নির্ধারণ করে দিয়ে রমজান মাসে যাকাত সংগ্রহ করতে হবে। যাকাত দাতা সদস্যগণ যাকাতের ৫০% ফেডারেশনের কল্যাণ ফান্ডে জমা দিবেন। বৃহত্তর সংগঠনের সাথে সমন্বয় সাধনের মধ্যদিয়ে কাজের আঞ্জাম দিতে হবে। প্রতিটি বিভাগ/মহানগরী সংগঠনকে জেলা/থানা সংগঠন থেকে যাকাত আদায়ের সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং বিভাগ/মহানগরী সংগঠনকে আদায়কৃত যাকাতের নির্ধারিত নেছাব কেন্দ্রে জমা দিতে হবে। আসুন মহান রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে আত্মগঠনের এ মাসকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে পরকালীন মুক্তির পথ প্রশস্ত করি ও তার আলোকে প্রতিটি কাজ সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন।

ঢাকা

তারিখ : ১০-০৪-২০১৯

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার
সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বা.জা.ফে-৮
www.sramikkalyn.org

ফেডারেশন সংবাদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০১৯

সভাপতি
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

সাধারণ সম্পাদক
আতিকুর রহমান

গত ১ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'২০১৯ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারের সভাপতিত্বে রাজধানীর এক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা: শফিকুর রহমানের পরিচালনায় সম্মেলনে ২০১৯-২০ সেশনের জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আতিকুর রহমান নির্বাচিত হন। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উপদেষ্টা সেলিম উদ্দিন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উপদেষ্টা ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে নতুন কেন্দ্রীয় সভাপতির পরিচালনায় ২০১৯-২০ সেশনের জন্য ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ নির্বাচিত করা হয়। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যসহ সারাদেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল, জেলা ও মহানগরী এবং ট্রেড ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ডেলিগেট অংশগ্রহণ করেন।

জেলা সভাপতি সম্মেলন-২০১৯

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় রাজধানীর এক মিলনায়তনে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের মহানগরী ও জেলাসমূহের সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুন অর রশিদ খান, সহ-সভাপতি কবির আহমদ, লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু, আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান ও দপ্তর সম্পাদক আবুল হাশেম প্রমুখ। উক্ত সম্মেলনে সকল মহানগর ও জেলা সভাপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে শাখা সমূহের ২০১৮ সালের কাজের পর্যালোচনা, ২০১৯ সালের পরিকল্পনা গ্রহণ, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন, নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাংগঠনিক কাঠামো ঘোষণা, নতুন ট্রেড ইউনিয়ন বৃদ্ধির পরিকল্পনা, গণসংযোগ দশক, মাহে রমজানের কর্মসূচি পালনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

খুলনা ও বরিশাল বিভাগ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮ টায় পটুয়াখালী জেলার এক মিলনায়তনে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের মহানগরী ও জেলা সমূহের সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুন অর রশিদ খান, সহ-সভাপতি মাষ্টার সফিকুল আলম, লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক খান গোলাম রসুল, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক আবুল হাশেম, বরিশাল বিভাগের সভাপতি মতিয়ার রহমান, বরিশাল মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট শাহে আলম, খুলনা বিভাগ উত্তরের সভাপতি ইদ্রিস আলীসহ সকল মহানগরী ও জেলা সভাপতিগণ উপস্থিত

ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে শাখা সমূহের ২০১৮ সালের কাজের পর্যালোচনা, ২০১৯ সালের পরিকল্পনা গ্রহণ, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন, নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাংগঠনিক কাঠামো ঘোষণা, নতুন ট্রেড ইউনিয়ন বৃদ্ধির পরিকল্পনা, গণসংযোগ দশক, মাহে রমজানের কর্মসূচি পালনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০ টায় পাবনার এক মিলনায়তনে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের মহানগরী ও জেলা সমূহের সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের পাবনা জেলার প্রধান উপদেষ্টা আবু তালেব মন্ডল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুন অর রশিদ খান, সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, মজিবুর রহমান ভুঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক আবুল হাশেম, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, রাজশাহী বিভাগ পূর্বের সভাপতি আব্দুল মতিন, রাজশাহী বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি আব্দুস সবুর, রংপুর বিভাগের সভাপতি আবুল হাশেম বাদলসহ সকল মহানগরী ও জেলা সভাপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে শাখা সমূহের ২০১৮ সালের কাজের পর্যালোচনা, ২০১৯ সালের পরিকল্পনা গ্রহণ, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন, নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাংগঠনিক কাঠামো ঘোষণা, নতুন ট্রেড ইউনিয়ন বৃদ্ধির পরিকল্পনা, গণসংযোগ দশক, মাহে রমজানের কর্মসূচি পালনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ১ মার্চ সকাল ১০ টায় চট্টগ্রামের এক মিলনায়তনে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের মহানগরী ও জেলা সমূহের সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ, আবু তাহের খান, মজিবুর রহমান ভুঁইয়া, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ড. সৈয়দ এ কে এম সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী, এস এম লুৎফর রহমান, চট্রগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মোঃ ইসহাক, সিলেট মহানগরী সভাপতি মোঃ শাহজাহান আলী, কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান ও কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক আবুল হাশেমসহ মহানগরী ও জেলা সভাপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে শাখা সমূহের ২০১৮ সালের কাজের পর্যালোচনা, ২০১৯ সালের পরিকল্পনা গ্রহণ, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন, নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাংগঠনিক কাঠামো ঘোষণা, নতুন ট্রেড ইউনিয়ন বৃদ্ধির পরিকল্পনা, গণসংযোগ দশক, মাহে রমজানের কর্মসূচি পালনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

বিভাগ ও মহানগরী সমূহের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০১৯

সিলেট বিভাগ

গত ২৪ মার্চ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট অঞ্চলের পরিচালক হাফিজ আব্দুল হাই হারুন। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলামকে সভাপতি এবং ফারুক আহমদকে সেক্রেটারি করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট সিলেট বিভাগের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

ঢাকা বিভাগ দক্ষিণ

গত ১৫ মার্চ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের নারায়ণগঞ্জ জেলার প্রধান উপদেষ্টা মোমিনুল হক সরকার। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজুকে সভাপতি এবং ড. আজগর আলীকে সেক্রেটারি করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ

গত ০১ মার্চ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'১৯ অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মো: ইসহাকের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনে প্রধান ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমেদ, মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতি-কুর রহমান, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফুর রহমান প্রমুখ। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য মো: ইসহাককে সভাপতি এবং মশিউর রহমানকে সেক্রেটারি করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তর

গত ৫ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'১৯ বিভাগী সভাপতি ড. সৈয়দ এ কে এম সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ ও কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম প্রমুখ। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য ড. এ কে এম সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকীকে সভাপতি এবং অধ্যাপক রুহুল আমিনকে সেক্রেটারী করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

সিলেট মহানগরী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে গত ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০ টায় নগরীর এক মিলনায়তনে দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের সিলেট মহানগরী সভাপতি শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে এবং মহানগরী সাধারণ সম্পাদক

অ্যাডভোকেট জামিল আহমেদ রাজুর পরিচালনায় উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট উত্তর জেলার প্রধান উপদেষ্টা হাফেজ আনোয়ার হোসেন, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও সিলেট অঞ্চলের পরিচালক হাফেজ আব্দুল হাই হারুন। অন্যান্যদের মধ্যে সিলেট মহানগরীর বিভিন্ন থানা, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি ও শিল্পাঞ্চলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য শাহজাহান আলীকে সভাপতি ও চৌধুরী আব্দুল বাছির নাহিরকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট মহানগরী কার্যকরি কমিটি ঘোষণা করা হয়।

ঢাকা মহানগরী উত্তর

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ গত ৬ মার্চ সকাল ৯ টায় রাজধানীর এক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি লস্কর মোহাম্মদ তসলিমের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা মহানগরী উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা সেলিম উদ্দিন, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির প্রমুখ। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য মুহাম্মাদ মুহিব্বুল্লাহকে সভাপতি ও এইচ এম আতিকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট মহানগরী কার্যকরি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে মহান-গরী উত্তরের বিভিন্ন থানা ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে গত ১২ মার্চ সকাল ৯ টায় রাজধানীর এক মিলনায়তনে মহানগরী দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে ও মহানগরী সাধারণ সম্পাদক মো: মোশাররফ হোসেন চঞ্চলের পরিচালনায় উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উপদেষ্টা জনাব ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। উক্ত সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য মোঃ আব্দুস সালামকে সভাপতি ও জনাব হাফিজুর রহমানকে সেক্রেটারি করে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট মহানগরী কার্যকরি কমিটি গঠিত হয়।

রাজশাহী মহানগরী

গত ১৫ মার্চ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাজশাহী মহানগরীর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'১৯ স্থানীয় এক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সভাপতি আব্দুস সামাদের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের রাজশাহী মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. কেরামত আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মো: মজিবুর রহমান ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান এবং রাজশাহী বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি আব্দুস সবুর, মহানগরী উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সেলিম উদ্দিন প্রমুখ। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য আব্দুস সামাদকে সভাপতি এবং আব্দুল মালেককে সেক্রেটারী করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট মহানগরী কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

গাজীপুর মহানগরী

গত ২৩ মার্চ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরীর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ ফেডারেশনের গাজীপুর মহান-গরী সভাপতি আজহারুল ইসলাম মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, ফেডারেশনের গাজীপুর মহানগরী উপদেষ্টা অধ্যাপক জামাল উদ্দিন ও খায়রুল হাসান, সম্মেলনে ২০১৯-২০ সেশনের জন্য আজহারুল ইসলাম মোল্লাকে সভাপতি ও মাহবুব হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

কুমিল্লা মহানগরী

গত ৫ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ নগরীর এক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, প্রধান বক্তা ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানন, বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সাবেক সহ-সভাপতি মাষ্টার আমিনুল হক, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুজিবুর রহমান ভঁইয়া, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, ড. এ কে এম সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী ও মহানগরী উপদেষ্টা মুসলেহ উদ্দিন প্রমুখ। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য কাজী নজির আহমদকে সভাপতি এবং অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে সেক্রেটারী করে ৫৫ সদস্য বিশিষ্ট মহানগরী কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

নারায়নগঞ্জ মহানগরী

গত ৬ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়নগঞ্জ মহানগরীর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের নারায়নগঞ্জ মহানগরীর উপদেষ্টা মাওলানা মঈন উদ্দিন আহমদ এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি আলমগীর হাসান রাজু প্রমুখ। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য এইচ এম আব্দুল মোমিনকে সভাপতি এবং সোলাইমান হোসেন মুন্নাকে সেক্রেটারী করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট মহানগরী কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

ময়মনসিংহ মহানগরী

গত ১৯ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ময়মনসিংহ মহানগরীর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ময়মনসিংহ অঞ্চল পরিচালক আলমগীর হাসান রাজু । বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ময়মনসিংহ বিভাগের সভাপতি মীর্জা আব্দুল মাজেদ। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য আনোয়ার হাসান সুজনকে সভাপতি এবং ওয়ালি উল্লাহ মুজাহিদকে সেক্রেটারী করে ২৬ সদস্য বিশিষ্ট নগর কার্যকর কমিটি গঠিত হয়।

জেলা সমূহের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০১৯

ঢাকা জেলা উত্তর

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা জেলা উত্তরের উদ্যোগে গত ৮ মার্চ সকাল ৯ টায় স্থানীয় এক মিলনায়তনে দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের ঢাকা জেলা উত্তর সভাপতি শাহাদাত হোসেনের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ ও ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মনসুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলার প্রধান উপদেষ্টা ইখলাছ উদ্দিন খান। অন্যান্যদের মধ্যে বিভিন্ন উপজেলা সভাপতি ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি ও শিল্পাঞ্চলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য শাহাদাত হোসেনকে সভাপতি ও হাফেজ আশরাফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরি কমিটি গঠিত হয়।

লক্ষ্মীপুর জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষ্মীপুর জেলার উদ্যোগে গত ৭ মার্চ বিকাল ৩ টায় স্থানীয় এক মিলনায়তনে দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের লক্ষ্মীপুর জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট মুহসিন কবির মুরাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের মিয়ার পরিচালনায় উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলার প্রধান উপদেষ্টা রুহুল আমিন ভুঁইয়া, ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রুহুল আমিন। এছাড়াও বিভিন্ন উপজেলা সভাপতি ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে ২০১৯-২০ সেশনের জন্য মুমিন উল্লাহ পাটোয়ারীকে সভাপতি ও আবুল খায়ের মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরি কমিটি গঠিত হয়।

চাঁদপুর জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চাঁদপুর জেলার উদ্যোগে গত ১৭ মার্চ সকাল ৯ ঘটিকায় স্থানীয় এক মিলনায়তনে দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি অধ্যাপক রুহুল আমীনের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের চাঁদপুর জেলার প্রধান উপদেষ্টা আব্দুর রহিম পাটোয়ারী, প্রধান বক্তা ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সভাপতি ড. সৈয়দ এ.কে.এম সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের হাজীগঞ্জ উপজেলার উপদেষ্টা মাওলানা মীর হুসাইন, শাহরাস্তী উপজেলার উপদেষ্টা ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আবুল হুসাইন। সম্মেলনে বিভিন্ন উপজেলা সভাপতি ও সেক্রেটারীসহ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য অধ্যাপক রুহুল আমীনকে সভাপতি ও জনাব মাওলানা গোলাম ফারুক মোঃ ইয়াহিয়াকে সেক্রেটারি করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরি কমিটি গঠিত হয়।

খুলনা জেলা উত্তর

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা জেলা উত্তরের উদ্যোগে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০ টায় স্থানীয় এক মিলনায়তনে দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের খুলনা জেলা উত্তরের সভাপতি আব্দুল খালেক হাওলাদার। জেলা সেক্রেটারী আলী আকবর মোড়লের পরিচালনায় উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের খুলনা জেলা উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা এমরান হুসাইন, জেলা উপদেষ্টা মুন্সী মিজানুর রহমান, খান জাহান আলী থানার উপদেষ্টা হাসান মোহাম্মদ টিপু প্রমুখ। অন্যান্যদের মধ্যে বিভিন্ন উপজেলা সভাপতি, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি ও শিল্পাঞ্চলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য আব্দুল খালেক হাওলাদারকে সভাপতি ও আলী আকবর মোড়লকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরি কমিটি গঠিত হয়।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা

গত ২৬ মার্চ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিচালক কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার প্রধান উপদেষ্টা জনাব জাফর সাদেক, ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মোঃ ইসহাক ও চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সভাপতি ইউসুফ বিন আবু বকর প্রমুখ। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য মাষ্টার মনসুর আলীকে সভাপতি এবং আরিফুর রহমানকে সেক্রেটারী করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

গাজীপুর জেলা

গত ২৯ মার্চ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের গাজীপুর জেলার প্রধান উপদেষ্টা ড. জাহাঙ্গীর আলম এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী ও কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ এবং ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মনসুর রহমান প্রমুখ। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য মুজাহিদুল ইসলামকে সভাপতি এবং ফারুকুজ্জামানকে সেক্রেটারী করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

ঝিনাইদহ জেলা

গত ১৪ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঝিনাইদহ জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'১৯ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি ড. মনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের খুলনা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মোঃ ইদ্রিস আলী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগ উত্তরের সেক্রেটারী অধ্যাপক মশিউর রহমান। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য ড. মনোয়ার হোসেনকে সভাপতি এবং আবু জাফরকে সেক্রেটারী করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

কুষ্টিয়া জেলা

গত ১৪ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুষ্টিয়া জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কুষ্টিয়া জেলার উপদেষ্টা শাহজাহান আলী মোল্লা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের খুলনা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মো: ইদ্রিস আলী এবং সেক্রেটারী অধ্যাপক মশিউর রহমান। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য এস এম মহসিন আলীকে সভাপতি এবং শফিকুল ইসলামকে সেক্রেটারী করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

যশোর পূর্ব জেলা

গত ১৫ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন যশোর পূর্ব জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক গোলাম রসুল খান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের যশোর পূর্ব জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাষ্টার নুরুন্নবী এবং ফেডারেশনের খুলনা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মো: ইদ্রিস আলী প্রমুখ । সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য আব্দুল মালেক খানকে সভাপতি এবং রফিকুল ইসলাম খানকে সেক্রেটারী করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

নোয়াখালী জেলা

গত ৫ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের নোয়াখালী জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আলাউদ্দিন , ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম ও ড. সৈয়দ এ কে এম সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী প্রমুখ । সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য অ্যাডভোকেট জহিরুল আলমকে সভাপতি এবং তাজুল ইসলামকে সেক্রেটারী করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

ঢাকা জেলা দক্ষিণ

গত ১৪ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা জেলা দক্ষিণের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি আলমগীর হাসান রাজু। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের সেক্রেটারী ড. আজগর আলী ও মাওলানা কামাল হেসেন। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য আব্দুল্লাহ হিরাকে সভাপতি এবং আবু তৈয়বকে সেক্রেটারী করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

নরসিংদী জেলা

গত ২৯ মার্চ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নরসিংদী জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের নরসিংদী জেলার উপদেষ্টা মাওলানা মুসলেম উদ্দিন, ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি আলমগীর হাসান রাজু, ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের সেক্রেটারী ড. আজগর আলী ও মাওলানা আমজাদ হোসেনসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য শামসুল ইসলামকে সভাপতি এবং আব্দুল লতিফ খানকে সেক্রেটারী করে ৩৫ সদস্য জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

ফরিদপুর জেলা

গত ২২ মার্চ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ফরিদপুর জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও ফরিদপুর অঞ্চল পরিচালক মোঃ আজহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি আবুল বাসার, মা্ওলানা বদরুদ্দীন, প্রফেসর আব্দুল ওয়াহাবসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য মাষ্টার জাহাঙ্গীর আলমকে সভাপতি এবং শামীম আতাহারকে সেক্রেটারী করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

মাদারীপুর জেলা

গত ১৪ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মাদারীপুর জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মাদারীপুর জেলার উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুস সোবহান, ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি আবুল বাসারসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য খন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে সভাপতি এবং সাইয়েদ মনিরুজ্জামানকে সেক্রেটারী করে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

নেত্রকোনা জেলা

গত ১৪ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নেত্রকোনা জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ময়মনসিংহ বিভাগের সভাপতি মীর্জা আব্দুল মাজেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ময়মনসিংহ বিভাগের সেক্রেটারী অ্যাড. মাহবুবুর রশিদ ফরাজীসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য এহসানুল হক ভূইয়াকে সভাপতি এবং শফিউল আলম চৌধুরী জুয়েলকে সেক্রেটারী করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

কক্সবাজার জেলা

গত ৬ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কক্সবাজার জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান, চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মোঃ ইসহাক, সেক্রেটারী মোঃ মশিউর রহমানসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য মোঃ আলমগীর হোসেনকে সভাপতি এবং শহিদুল মোস্তফা চৌধুরীকে সেক্রেটারী করে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

চট্টগ্রাম উত্তর জেলা

গত ২১ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে

উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ । বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম উত্তর জেলার উপদেষ্টা অধ্যক্ষ আমিরুজ্জামান, চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মোঃ ইসহাক, সেক্রেটারী মোঃ মশিউর রহমানসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য ইউসুফ বিন আবুবকরকে সভাপতি এবং রবিউল হোসাইনকে সেক্রেটারী করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

ময়মনসিংহ জেলা

গত ১৯ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ময়মনসিংহ জেলা দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ময়মনসিংহ অঞ্চল পরিচালক আলমগীর হাসান রাজু। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ময়মনসিংহ বিভাগের সভাপতি মীর্জা আব্দুল মাজেদ। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য অ্যাডভোকেট মাহববুর রশিদ ফরাজীকে সভাপতি এবং আবু বকর সিদ্দিক মানিককে সেক্রেটারী করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

জামালপুর জেলা

গত ১২ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন জামালপুর জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জামাল-পুর জেলা প্রধান উপদেষ্টা নাজমুল হক সাঈদী। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য মীর্জা আব্দুল মাজেদকে সভাপতি এবং মামুনুর রশিদ ছিদ্দিকীকে সেক্রেটারী করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

কিশোরগঞ্জ জেলা

গত ১২ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কিশোরগঞ্জ জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কিশোরগঞ্জ জেলা প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ময়মনসিংহ বিভাগের সভাপতি মীর্জা আব্দুল মাজেদ, সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রশিদ ফরায়েজী প্রমুখ। সম্মেলনে ২০১৯-২০২০ সেশনের জন্য খালেদ হাসান জুম্মনকে সভাপতি এবং সিরাজুল ইসলামকে সেক্রেটারী করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

দিবস পালন

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ২১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহসভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু, আব্দুস সালাম, দপ্তর সম্পাদক আবুল হাশেম, আইন আদালত সম্পাদক অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, মুহিবুল্লাহ ও এইচ এম আতিকুর রহমান।

প্রধান বক্তা তার বক্তৃতায় বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনের বড় অর্জন। অনেক ত্যাগ ও কোরবানির মাধ্যমে আমাদেরকে মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায় করতে হয়েছে। দেশের প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতির কারণে মহান ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র-জনতার সাথে শ্রমিকরাও রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিলেও শাসকগোষ্ঠীর অহমিকা ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির কারণে ভাষা আন্দোলনে শ্রমিকদের যথার্থভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। যে ভাষার জন্য এত ত্যাগ-তিতিক্ষা সেই ভাষার ব্যবহার এখনও সার্বক্ষণিক হয়নি। নেতৃবৃন্দ বলেন, মূলত শ্রমিকরা সকল আন্দোলনেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন। আমাদের ভাষা সৈনিকেরাও অনেকে শ্রমিক ছিলেন।

ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার একজন সাধারণ শ্রমিক ছিলেন, আব্দুস সালাম একজন রেকর্ডকিপার কর্মচারী ছিলেন, আব্দুল আওয়াল ছিলেন একজন রিকশা শ্রমিক, মোঃ অহিউল্লাহ ছিলেন শিশুশ্রমিক। ভাষা আন্দোলন করার কারণে কত শ্রমিক জেল জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়ে ছিলেন তা আমাদের অজানাই থেকে গেলো। বক্তারা ভাষা আন্দোলনে সারাদেশে শ্রমিকদের অবদানের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, '৫২ ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় তৎকালীন প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও ছাত্র বহিষ্কারের প্রতিবাদে সেদিন বগুড়ার রাজপথ কাঁপিয়ে আন্দোলনের বাস্তব ভিত্তি রচনা করেছিলেন বগুড়ার বিড়ি শ্রমিক ভাইয়েরা। তা ছাড়া নারায়ণগঞ্জের ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য মমতাজ বেগম তৎকালীন রাজনী-তিক ও শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে গোপনে বৈঠক ও মতবিনিময় করেন। তিনি আদমজী জুট মিল শ্রমিকদের সঙ্গে বেশ কয়েক দফা বৈঠক করেন এবং তাদেরকে আন্দোলনের তাৎপর্য বোঝাতে সক্ষম হন এবং নারায়ণগঞ্জে আন্দোলনের প্রধান প্রাণশক্তি হয়ে ওঠেন আদমজী জুট মিল শ্রমিকরা। পাবনায় হোসিয়ারি শিল্পের শ্রমিকরা, চট্টগ্রাম ডক শ্রমিকরা ছাত্র-জনতার সাথে আন্দোলন গড়ে তুলে রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার জন্য। অথচ বিভিন্ন আন্দোলনে শ্রমিকদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হলেও তাদের অধিকার নিয়ে কেউ কথা বলে না। তাই আগামী দিনে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের অগ্রণী ভূমিকা পালনে শ্রমিকদের জাতীয় অবদান যথাযথভাবে আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনসহ সকল শ্রমিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

ঢাকা মহানগরী উত্তর

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সাধারণ সম্পাদক মোঃ মহিবুল্লাহর সভাপতিত্বে ও মহানগরীর সহ-সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় আলোচনায় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাসির ও মনজুর আহমদ প্রমুখ।

চট্টগ্রাম মহানগরী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম সদর অঞ্চলের উদ্যোগে মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সেক্রেটারী এস এম লুৎফর রহমান। মহানগরী সাধারণ সম্পাদক ও সদর অঞ্চলের সভাপতি মকবুল আহমদ ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সদর অঞ্চলের সহ-সভাপতি আবদুল কাদের, অঞ্চল সেক্রেটারি মীর হোসাইন, শ্রমিক নেতা হামিদুল ইসলাম, আবদুল ওয়াদুদ পাটোয়ারী, ইউনুছ আলী লিটন, রেজাউল করিম মুরাদ, শহিদুল হাসান, মুহাম্মদ বেলাল, মো: সেলিম রেজা প্রমুখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা দেশ ও পতাকার মান সমুন্নত রাখতে সকলকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত না করার আহবান জানান।

সিলেট বিভাগ

গত ২১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট বিভাগের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট বিভাগীয় সভাপতি ফখরুল ইসলাম, সিলেট বিভাগের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খানের পরিচালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মৌলভীবাজার জেলা সভাপতি সাইফুল ইসলাম, হবিগঞ্জ জেলা সভাপতি মুশাহিদ আলী, সুনামগঞ্জ জেলা সভাপতি শাহ আলম, সিলেট (উত্তর) জেলা সভাপতি আনোয়ার হোসাইন ও সিলেট সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জইন উদ্দিন।

উপস্থিত ছিলেন বিভাগের সহ-সভাপতি আব্দুল মতিন, সিলেট বিভাগের নবনির্বাচিত সেক্রেটারি মাওলানা ফারুক আহমদ, সিলেট দক্ষিণ জেলা সেক্রেটারি রেহান উদ্দিন রায়হান, সিলেট উত্তর জেলা সেক্রেটারি সারোয়ার হোসাইন, মৌলভীবাজার জেলা সেক্রেটারি আহমদ ফারুক ও অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম প্রমুখ।

চকবাজার ট্র্যাজেডি : দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

সরকারের উদাসীনতায় এত প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে -মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে চকবাজারের অগ্নিকান্ডের ঘটনায় নিহতদের স্মরণে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি এক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে চকবাজারে নিহতদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। দোয়া মাহফিলপূর্ব সভাপতির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু, কেন্দ্রীয় পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক নুরুল আমিন, ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি মুহিববুল্লাহ, শ্রমিক নেতা এইচ এম আতিক প্রমুখ। মাহফিলপূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, সরকারের উদাসীনতায় এত প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। মর্মান্তিক এ ঘটনায় এমন ব্যাপক প্রাণহানি কখনো মেনে নেয়া যায় না। কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমতি না নিয়ে সরকারি প্রভাব খাটিয়ে এত বিশাল এলাকায় কেমিক্যাল তৈরির সাথে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করেন, পাশাপাশি নিহত এবং আহতদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ প্রদান করার জোর দাবি জানান। পরে চকবাজারের দুর্ঘটনায় নিহতদের রূহের মাগফিরাত এবং তাদের স্বজনদের ধৈর্য ধরার তৌফিক কামনা করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন।

ঢাকা মহানগরী উত্তর

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে ঢাকার চকবাজারে অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতদের স্মরণে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক মো: মহিবুল্লাহর সভাপতিত্বে ও মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক জনাব এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন আব্দুল্লাহ বাসির, নুরুল আমিন, আবুল কাশেম প্রমুখ।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে ঢাকার চকবাজারে অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতদের স্মরণে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডাশনের মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে ও মহানগরী সাধারণ সম্পাদক জনাব মোশারফ হোসেন চঞ্চলের পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের অন্যতম উপদেষ্টা সামছুর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আবুল কাশেম, নুরুল হক, ইসমাইল হোসেন, আবু হানিফ প্রমুখ।

চট্টগ্রাম মহানগরী

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে ঢাকার চকবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতদের জন্য দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সেক্রেটারি এস এম লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে আরো উপস্থিত ছিলেন নগর ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক ও সদর অঞ্চল সেক্রেটারি মো: মীর হোসাইন, ডবলমুরিং থানা সভাপতি ইউনুছ আলী লিটন, শ্রমিক নেতা আবদুল ওয়াদুদ পাটোয়ারী, আবদুল হামিদ, মো: মোর্শেদ ও মো: সাদেক প্রমুখ।

লীডারশীপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম

গত ১৪ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট বিভাগের উদ্যোগে লীডারশীপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট বিভাগের সভাপতি ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং বিভাগের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফারুক আহমেদের পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জোবায়ের, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি হাফেজ আব্দুল হাই হারুন। অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন হাফেজ মিফতাহ উদ্দিন আহমেদসহ সিলেট বিভাগের জেলা সভাপতি ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় গার্মেন্টস বিভাগ

বার্ষিক বনভোজন ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-২০১৯

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কেন্দ্রীয় গার্মেন্টস বিভাগের উদ্যোগে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের সাবেক জনশক্তিকে নিয়ে বার্ষিক বনভোজন ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'১৯ অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান এর পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, লস্কর মো: তসলিম, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, আলমগীর হাসান রাজু, ফেডারেশনের গাজীপুর মহান-গরীর প্রধান উপদেষ্টা এস এম সানাউল্লাহ, গাজীপুর জেলার প্রধান উপদেষ্টা ড. জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মহিব্বুল্লাহ, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাড. আলমগীর হোসাইন, কেন্দ্রীয় পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক নুরুল আমীন, গাজীপুর মহানগরী সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোল্লা আজহারুল ইসলাম, গাজীপুর জেলা সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সহ-প্রচার সম্পাদক আশরাফুল আলম ইকবাল, শ্রমিক নেতা ফারদিন হাসান হাসিব, নুরুল আলম, আব্দুর রহমান, আবুল কালাম শিকদার, আব্দুল মুমিন, আবু হানিফ, নুরুল আলম, মুজাহিদুল ইসলাম, নাছির উদ্দিন, আবুল হোসেন, নুরুল আমিন প্রমুখ। উক্ত বনভোজনে ঢাকা মহানগরী, সাভার, আশুলিয়া, ধামরাই, ভালুকা, গাজীপুর মহান-গরী, গাজীপুর জেলা, নারায়নগঞ্জ মহানগরী, নারায়নগঞ্জ জেলা ও কেরানীগঞ্জ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। বনভোজনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বিবৃতি

সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নিন -অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে মিছিলের সময় পুলিশের গুলিতে শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনাই প্রমাণ করে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের আন্দোলনকেও ভয় পাচ্ছে যা ফ্যাসিবাদী সরকারের চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। তিনি শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নেয়ার আহবান জানান। গত ৯ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে তিনি এ মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন, তারা শুধু মুখে ফাঁকা বুলি আউড়িয়ে দেশে গণতন্ত্র, আইনের শাসন, শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতের কথা বলে নিজেরাই আইনবহির্ভূত কাজ করে যাচ্ছে। যড়যন্ত্রের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ শুধু বিরোধী দলের মত সহ্য করতে পারে না। এখন শ্রমিকের মত প্রকাশেও ভয় পায়, যা দেশের গার্মেন্টস সেক্টরের জন্য অশনিসঙ্কেত ছাড়া আর কিছু নয়। ক্ষমতাসীনরা তাদের নির্লজ্জ খায়েশ মেটাতে শ্রমিকের বুকে গুলি চালাতেও এখন দ্বিধাবোধ করছে না।

তিনি আরো বলেন, যে শ্রমিকরা দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি তাদের যৌক্তিক দাবি দাওয়ার প্রতি তাচ্ছিল্য ও অবহেলাই শুধু নয় এখন তাদের ন্যায্য দাবিকে দমাতে নিষ্ঠুর দমননীতি অবলম্বন করা হচ্ছে। তিনি অবিলম্বে গার্মেন্টসশ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির দাবি মেনে নিতে সরকারের প্রতি আহবান জানান। বিবৃতিতে মিয়া গোলাম পরওয়ার গার্মেন্টশ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারকে আহবান জানান। সেই সঙ্গে পুলিশের গুলিতে নিহত শ্রমিক সুমনের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে তার শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। আহত সকল শ্রমিকের সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।

খুলনার রাষ্ট্রায়ত্ত ৯টি মিলের উৎপাদন সচল রাখুন -অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, পাটকল বন্ধের ষড়যন্ত্র করে পাটশিল্পকে ধবংসের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। যে শিল্প হাজার হাজার শ্রমিকের জীবন-জীবিকার সব রকম উপকরণ দিচ্ছে সেই শিল্পটাকে বাঁচাতে হবে। পাটশিল্প বাঁচলে বাঁচবে শ্রমিক, বাঁচবে সোনালি স্বপ্ন, বাঁচবে দেশ। খুলনার রাষ্ট্রায়ত্ত ৯টি মিলের উৎপাদন সচল রাখা শ্রমিকদের প্রাণের দাবি। গত ২০ জানুয়ারি দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, পাটের অভাবে খুলনার রাষ্ট্রায়ত্ত ৯টি মিলের উৎপাদন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। পাটকল বাঁচাতে জাতীয় বাজেটে পাট খাতে অর্থ বরাদ্দ, পাট মওসুমে মিলে অর্থছাড়, বিএমআরই, পাট দিয়ে বিকল্প পণ্য তৈরি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি জবাবদিহিতাসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ সময়ের দাবি। তিনি ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, এক সময় বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের আওতায় ৭২টি পাটকল ছিল। নানা অনিয়ম অব্যবস্থাপনা আর পৃষ্ঠপোষকতাহীনতার কারণে ধুঁকে ধুঁকে অনেক মিল বন্ধ হয়ে গেছে। ধুঁকে ধুঁকে টিকে আছে ২২টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল। তা ছাড়া বিশ্বায়নের ও মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এ খাত। পাটের প্রতি অনীহা ও পরিকল্পনার অভাবে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পাটখাত। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, এদেশের পাটের প্রতি বিশ্বের অনেক দেশের ষড়যন্ত্র আগেও ছিল বর্তমানেও আছে। বর্তমান সরকার পাট শিল্পকে বাঁচাতে নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছেন। প্যাকেজিং অ্যাক্ট করে দেশের বিভিন্ন শিল্পে পাট পণ্যের বাধ্যতামূলক ব্যবহারের আইন করেছে। তারপরও কেন পাট খাতে সমস্যা? এমন প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা করতে হবে। তিনি এক সূত্রের বরাত দিয়ে বলেন, গত অর্থবছরে পাট ক্রয় তিন দফায় ৮৫ কোটি ৮৫ লাখ টাকার প্রায়। শুধু খুলনা অঞ্চলে ৯ পাটকলে বাজেট উৎপাদনের জন্য ১৯ হাজার মণ পাট দরকার। যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৩৭৫ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে এ নয় পাটকলে পাট ক্রয় খাতে বরাদ্দ দিয়েছে মাত্র ৩৮ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত চাহিদার ১৮ ভাগ পাট ক্রয় করেছে মিলগুলো। এ পর্যন্ত ৬ থেকে ৭ দিনের উৎপাদন চলবে এমন পাট আছে। অর্থাভাবে পাট ক্রয় করতে

পারছে না। পাট ক্রয় করতে না পারলে উৎপাদন বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। তিনি পাটের অভাবে খুলনার রাষ্ট্রায়ত্ত ৯টি মিলের উৎপাদন বন্ধ হওয়ার যে উপক্রম হয়েছ তা কার্যকরী করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানান।

কুমিল্লা ও নারায়ণগঞ্জের ঘটনায় প্রমাণ করে সরকার শ্রমিকের নিরাপত্তার ব্যাপারে আন্তরিক নয় -অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে কয়লাবাহী ট্রাক উল্টে ঘরের ওপর পড়ে ১৩ ঘুমন্ত শ্রমিক নিহতের ঘটনা এবং নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকের ওপর পুলিশের হামলায় উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সরকারের অতিরিক্ত অবহেলা ও বিচারহীনতার কারণেই আজ শ্রমিকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। দেশের সকল মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তাহীনতার দায় রাষ্ট্র এড়াতে পারে না। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। গত ২৪ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত দায়িত্বশীল সমাবেশে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এই কথা বলেন। জেলা সভাপতি ড. আজগর আলীর সভাপতিত্বে ও জেলা সেক্রেটারি আমীন আহমেদ মাস্তানের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, মালিকরা শ্রমিকদের মানুষ হিসেবে গণ্যই করে না। মালিকদের এই আচরণ শিল্পকে চরম বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তাহীনতা এখন সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাজরিন ও রানা প্লাজা হত্যাকান্ডেই নয়, গত কয়েক বছর ধরে এমন অসংখ্য ঘটনায় শত শত শ্রমিক অকালে প্রাণ হারিয়েছেন। বিচারহীনতার কারণে একের পর এক দুর্ঘটনা ও হত্যাকান্ড ঘটেই চলেছে। যখনই কোনো ঘটনা ঘটে তখন আলোচনা সমালোচনা নিয়ে কিছু দিন দেশজুড়ে তোলপাড় হয় কিন্তু এত বড় বড় হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের উপযুক্ত বিচার না হওয়ায় শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি আজো অবহেলিত। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে আরো বলেন, শ্রমিকদের প্রতিটি মুহূর্ত যেনো নিরাপত্তাহীনতা-শোষণ- বঞ্চনা-অসহায়ত্ব আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। অন্যদিকে শ্রমিক হত্যার দায়ে অভিযুক্ত খুনি মালিকদের সরকার আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে রক্ষা করে চলেছে। মালিকরা নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে শ্রমিকদের বঞ্চিত করছে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের তাদের উত্থান হচ্ছে এবং প্রশাসনিক জবাবদিহিতা না থাকায় একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে। তিনি মালিকদের উদ্দেশ করে বলেন, শ্রমিকের লাশের ওপর দাঁড়িয়ে মুনাফা না করে, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিল্পকে এগিয়ে নিতে হবে। তিনি আহত শ্রমিকদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য আহবান জানান এবং নিহত সকল শ্রমিকের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মহান আলাহ রাব্বুল আ'লামিনের কাছে দোয়া করেন। শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের এই শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন।

বেতন আটকে রেখে পাট দিবস পালনের সার্থকতা নেই -মিয়া গোলাম পরওয়ার

পাট দিবসে পাটকল শ্রমিকরাই উপেক্ষিত। মজুরি না পেয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছে শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা। এদিকে পাটের অভাবে খুলনা ও যশোরের ৯টিসহ বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনের ২৩টি পাটকলের উৎপাদন বন্ধ হওয়ার উপক্রম। খুলনা ডেমরাসহ বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবোরোধ করছে পাটকল শ্রমিকরা অথচ সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে পাট দিবস পালন করছে। শ্রমিকদের বেতন আটকে রেখে পাট দিবস পালনের কোনো সার্থকতা নেই বলে মনে করেন অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। গত ৭ মার্চ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, বিশ্বব্যাংক ত্রুটিপূর্ণ নীতি ও ঋণকার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই ফাঁদে পা দিয়েছে বাংলাদেশ। ১৯৯৪ সালে পাট শিল্পের বিকাশের জন্য বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ নেয় বাংলাদেশ। ওই অর্থ দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন না হলেও, একই ধরনের ঋণ নিয়ে ব্যাপক উন্নয়ন করেছে প্রতিবেশী দেশ ভারতের পাট খাত। অথচ এই পাটকল বন্ধ হওয়ায় শুধু খুলনা-যশোর অঞ্চলেই প্রায় ৬০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন বলে জানান তিনি। তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ করে বলেন, এই শিল্প ধ্বংস হওয়ার পেছনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের গাফিলতি রয়েছে। পাট কেনার সময় হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ে টাকা থাকে না। নির্দিষ্ট সময় পরে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে কিনতে হয়। ফলে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। তিনি সরকারকে প্রশ্ন করে আরো বলেন, পাট দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন সড়কে লাগানো ব্যানার-ফেস্টুন পাটের তৈরি নয়, তাহলে এ দিবস পালন করে কী লাভ? তিনি পাট শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানিয়ে বলেন, এ শিল্পের বিকাশে বন্ধ হওয়া পাট কলগুলো খুলে দেয়া, অর্থ বরাদ্দ দেয়াসহ পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাট খাতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি সম্ভাবনার ওপর। এ ক্ষেত্রে সরকারকে একটি দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত নীতিমালা তৈরিসহ অবিলম্বে পাটকল শ্রমিকের বকেয়া বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে।

দুর্নীতি ও লুটপাটকে নির্বিঘ্ন করতেই সরকার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির পাঁয়তারা করছে -মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) গণশুনানিতে গ্যাসের দাম সম্প্রতি বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। সরকারের এ অন্যায় সিদ্ধান্তে জাতীয় অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। যা প্রান্তিক শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর জন্য অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছবে। মূলত সরকার শ্রমিক জনতার কথা না ভেবে দুর্নীতি ও লুটপাটকে নির্বিঘ্ন করতেই সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করার পাঁয়তারা করছে। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাবের প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার দেয়া বিবৃতিতে এ প্রতিবাদ জানান তিনি। বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, নতুনভাবে জ্বালানি গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির অযৌক্তিক চেষ্টা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। দীর্ঘ দিন যাবৎ আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম অনেক কম।

আর গ্যাস আমাদের নিজস্ব সম্পদ। নতুন করে জ্বালানি গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না। অথচ গণশুনানির নামে গ্যাসের দাম বাড়ানোর আয়োজন চলছে। তিতাস গ্যাস বিতরণ কোম্পানি গ্যাসের দাম ১০২.৮৫ শতাংশ বাড়িয়ে প্রায় দ্বিগুণ করতে চাচ্ছে। কোম্পানিটি আবাসিকে একচুলা ৭৫০ টাকা থেকে এক হাজার ৩৫০ টাকা, দুই চুলা ৮০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৪৪০ টাকা, বাণিজ্যিকে ১৭ দশমিক ০৪ টাকার পরিবর্তে ২৪ দশমিক ০৫ টাকা করার প্রস্তাব করেছে। এ প্রস্তাব কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। জ্বালানি গ্যাসের দাম এক পয়সাও বাড়ানো যাবে না। তিনি আরো বলেন, সরকার যদি গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করে, এতে স্বল্প আয়ের শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরো বেড়ে যাবে। শ্রমিকেরা ভাড়া বাড়িতে থাকে সেখানে বাড়ির মালিকরা এমনিতেই তোয়াক্কা না করে ইচ্ছামতো বাড়িভাড়া নির্ধারণ করেন। গ্যাসের দাম বৃদ্ধির অজুহাতে বাড়ির মালিকরা বাড়ির ভাড়া বৃদ্ধি করতে আরো তৎপর হয়ে উঠবে। ঢাকা মহানগরীসহ সারা দেশের শ্রমিক ও স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য জীবন ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। পরিবহন খাতে ভাড়া বৃদ্ধি পাবে যার ফলে যাতায়াতে শ্রমজীবী মানুষকে অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হবে। খাদ্যপণ্য উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে, ফলে জনজীবন বিপন্ন হবে, শিল্প কারখানায় উৎপাদন হ্রাস পাবে। তাই তিনি, অবিলম্বে সরকারকে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার জোর দাবি জানান এবং গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার করে শ্রমিক জনতাকে কঠিন জীবন থেকে রক্ষা করার আহ্বান জানান।

শোকবাণী

কবি আল মাহমুদের মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

স্বাধীনতা সংগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত এবং বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি ও সোনালী কাবিন খ্যাত আল মাহমুদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান যৌথ এক শোকবার্তায় তারা এ শোক প্রকাশ করেন। কবি আল মাহমুদ গতকাল রাজধানীর ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তারা বলেন, তার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা কখনো সহজে পূরণ হওয়ার নয়। তার অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জাতির এই দুর্দিনে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, তার শূন্যতা আমরা গভীরভাবে অনুভব করছি। আমরা দোয়া করছি আলাহ তায়ালা যেনো তার সকল নেক আমল কবুল করে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করেন। তিনি কবির শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, ভক্ত-অনুরক্ত ও সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং দোয়া করেন আলাহ যেনো তাদের এই শোক সহ্য করার তাওফিক দেন। কবি আল মাহমুদের দ্বিতীয় জানাযায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ- সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানসহ অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আজহারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক আবুল হাসেম, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসেন সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

শ্রমিক নেতা এরশাদুল বারীর মায়ের ইন্তেকালে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাজশাহী বিভাগ পূর্বের সাংগঠনিক সম্পাদক, বগুড়া পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর এরশাদুল বারীর মা আমিনা দাওয়া নিজ বাড়িতে বার্ধক্যজনিত রোগে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। গত ১৬ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে তার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান এক যৌথ শোকবাণী দিয়েছেন। শোকবাণীতে নেতৃবৃন্দ বলেন, মরহুমার জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী করার জন্য মহান আলাহ রাব্বুল আ'লামিনের কাছে দোয়া করছি। মরহুমার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, মহান আলাহ তায়া'লা তাদের এই শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। উল্লেখ্য, আমিনা দাওয়া ৭৮ বছর বয়সে ১৫ জানুয়ারি রাত ৮টায় নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। আমিনা দাওয়ার জানাজার নামাজ নিজ এলাকায় মরহুমার ছেলে এরশাদুল বারীর ইমামতিতে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় উপস্থিত ছিলেন, সোনাতলা উপজেলা জামায়াতের আমির ফজলুল হক, সেক্রেটারি ও সোনাতলা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এনামুল হক, সোনাতলা উপজেলা চেয়ারম্যান জাকির হুসাইন, সোনাতলা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম, সাবেক উপজেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জানাজা শেষে তার নিজ গ্রামের পারিবারিক কবরে তাকে শায়িত করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি, ৬ ছেলে, ২ মেয়ে, নাতি-নাতনি ও আত্মীয়-স্বজন অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন।

শ্রমিকনেতা আযহারুল ইসলামের মায়ের ইন্তেকালে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মো: আজহারুল ইসলামের মাতা রোকেয়া আজিজ নিজ বাড়িতে বার্ধক্যজনিত রোগে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। তার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান এক যৌথ শোকবাণী দিয়েছেন। শোকবাণীতে নেতৃবৃন্দ বলেন, মরহুমার জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী করার জন্য মহান আলাহ রাব্বুল আ'লামিনের কাছে দোয়া করছি। মরহুমার শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, মহান আলাহ তায়া'লা তাদের এই শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। উল্লেখ্য, রোকেয়া আজিজ ৭৮ বছর বয়সে ২৭ ফেব্রুয়ারি রাত ৮টায় নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। রোকেয়া আজিজের জানাযার নামায নিজ এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা, থানা, ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জানাজা শেষে তার নিজ গ্রামের পারিবারিক কবরে তাকে শায়িত করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি, ৭ ছেলে, ১ মেয়ে, নাতি-নাতনি ও আত্মীয়-স্বজন অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে চির বিদায় নেন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় গার্মেন্টস বিভাগ আয়োজিত মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বার্ষিক বনভোজন ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'১৯ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'১৯ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

গাজীপুর মহানগরীর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'১৯ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ আয়োজিত মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'১৯ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

ঢাকা মহানগরী উত্তর আয়োজিত মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম

সিলেট বিভাগ আয়োজিত লিডারশীপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

ইসলামী বইয়ের বিশাল সমাহার

৩০% কমিশনে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

ক্রম	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	ইসলাম ও শ্রমিক আন্দোলন	ড. জামাল আল বান্না	১০০/-
২	যিকির ও দোয়া	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৩	কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরক ও বেদায়াত	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৩০/-
৪	ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ও ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৫	ইসলামী শ্রমনীতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৬	ইসলামী সমাজে শ্রমজীবি মানুষের মর্যাদা	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	২০/-
৭	ঐতিহাসিক ভাষন	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১০/-
৮	হাদীসের আলোকে মালিক-শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৯	শ্রমিক সমস্যার সমাধান	অধ্যাপক গোলাম আজম	১৫/-
১০	শ্রমিক আন্দোলন ও মাওলানা মওদুদী	সাইয়েদ মাওলানা মওদুদী	১৫/-
১১	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬	মো: আশরাফুল হক	১৩০/-
১২	ট্রেড ইউনিয়ন গাইড লাইন	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	৪০/-
১৩	ইসলামী শ্রমনীতির সুফল	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১৫/
১৪	ট্রেড ইউনিয়ন কাজের পদ্ধতি	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১০/-
১৫	তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন	কবির আহমদ মজুমদার	২৫/-
১৬	শ্রম আইন ও শ্রমিক কল্যাণ	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/-
১৭	আল কুরআনের পাতায় শ্রম শ্রমিক শিল্প	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৮	মহিলা শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১২/-
১৯	শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২০	শিশু অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/
২১	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	৭/-
২২	Introduction to (BSKF)	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	২০/-
২৩	Islam & Rights of Labours	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২৪	ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	বেগম রোকেয়া আনছার	২২/-

কল্যাণ প্রকাশনী

৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজর, ঢাকা-১২১৭।
যোগাযোগ : ০১৮৭৬৯৯০১৮৬, ০১৯৯২৯৫১৩৬৪